পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 112 Monday, 24 March, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ১১২ সংখ্যা ❋ ১০ চৈত্র ১৪৩১ সোমবার, ২৪ মার্চ ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

হাসিনাকে সরানো হবে জানত ভারত! তাও কেন পদক্ষেপ নয়, জানালেন জয়শংকর

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ ঃ বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে যে গদিচ্যুত হতে হবে আগেই জানত ভারত। পড়শি দেশে যে ক্রমেই জোরালো হচ্ছে হাসিনা-বিরোধী হাওয়া সেই খবর ছিল নয়াদিল্লির কাছে। বিদেশমন্ত্রকের পরামর্শদাতা কমিটির কাছে এমনটাই দাবি করেছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। কিন্তু বিষয়টি জানা সত্ত্বেও কেন কোনও পদক্ষেপ করেনি ভারত। জয়শংকর জানিয়েছেন, ‘ হওয়া ছাড়া ভারতের খুব বেশি কিছু করার মতো অবস্থা ছিল না। আর এই প্রসঙ্গে তিনি রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার বিভাগের প্রধান ভলকার টার্কের সাম্প্রতিক মন্তব্যের কথা উল্লেখ করেছেন। জানিয়েছেন, রাষ্ট্রসংঘ হাসিনা-বিরোধী বিক্ষোভের সময় নিরস্ত্র বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে সংঘর্ষের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সেনাকে সতর্ক করেছিল। জানিয়েছিল, এই ধরনের পদক্ষেপ রাষ্ট্রসংঘকে শান্তিরক্ষা কার্যক্রম থেকে সেনাবাহিনীকে নিষিদ্ধ করতে প্ররোচিত করবে। সেই সঙ্গে চিনকেও তোপ দেগেছেন জয়শংকর।তাঁর দাবি, বেজিং বাংলাদেশের এই পরিস্থিতির নেপথ্যে ছিল। উল্লেখ্য, গত ৫ আগস্ট দেশে গণ অভ্যুত্থানের জেরে ক্ষমতাচ্যুত হতে হয় শেখ হাসিনাকে। প্রধানমন্ত্রিত্ব ছেড়ে তিনি ভারতে চলে আসেন। আপাতত নয়াদিল্লির গোপন ডেরায় ভারতের কূটনৈতিক আশ্রয়ে রয়েছেন মুজিবকন্যা তথা আওয়ামি লিগের নেত্রী। তাঁর এবং তকালীন আওয়ামি লিগ সরকারের বহু মন্ত্রীর বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘন, হত্যার মামলা দায়ের করা হয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে। আর তা করে নোবেলজয়ী অর্থনীতিক মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার। ইঃ টারপোলের মাধ্যমে তাঁকে দেশে ফেরাতে আবেদনের পাশাপাশি বহুবার নয়াদিল্লির উপর চাপের কৌশল অবলম্বন করেছে ইউনুস সরকার। এদিকে আগামী এপ্রিল মাসের ২ থেকে ৪ তারিখ থাইল্যান্ডের ব্যাংককে বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে মোদির। যাওয়ার কথা রয়েছে ইউনুসেরও। ফলে জল্পনা শুরু হয়েছে যে, এই আন্তর্জাতিক সামিটের ফাঁকেই কী আলাদা করে বৈঠকে বসবেন দু’জনে? শুক্রবার সাপ্তাহিক সাংবাদিক সম্মেলনে এই প্রশ্নই করা হয় বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়ালকে। উত্তরে তিনি বলেন, আপাতত এই বিষয়ে বলার মতো আমার কাছে কোনও তথ্য নেই।

ভারতে নারী স্বাধীনতায় প্রথম দশে পশ্চিমবঙ্গ

নয়াদিল্লি, ২৩ ঃ ভারতে নারী স্বাধীনতা ও ক্ষমতায়নের প্রশ্নে গভীর বৈষম্য এখনও বিদ্যমান, এবং এই বৈষম্যের প্রকৃতি রাজ্যভেদে ভিন্ন রূপ নিয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত এক সার্ভে ২০২৫-এর প্রথম সংস্করণে এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। ৯,০০০-এরও বেশি উত্তরদাতার মতামতের ভিত্তিতে তৈরি এই সমীক্ষায় ‘জেন্ডার অ্যাটিটিউড’ বা লিঙ্গভিত্তিক মনোভাব নিয়ে গভীর বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সমীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী, নারীরা নিজেদের উপার্জন নিজেরা পরিচালনা করার অধিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। এই সমীক্ষায় দেখা গেছে, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে নারী স্বাধীনতা অনেক ক্ষেত্রেই পিছিয়ে রয়েছে, যা দেশের সামগ্রিক লিঙ্গ সমতার পথে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়িয়েছে। সমীক্ষার মূল তথ্যঃ প্রগতি ও পিতৃতন্ত্রের মধ্যে সংঘাত- এই অগ্রণী সমীক্ষাটি ভারতের ২১টি রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৯৮টি জেলা জুড়ে পরিচালিত হয়েছে। সমীক্ষাতে মোট ৯,১৮৮ জন উত্তরদাতা অংশ নিয়েছেন, যাদের মধ্যে ৫৪.৪ শহরাঞ্চল এবং ৪৫.৬ গ্রামীণ এলাকা থেকে এসেছেন। এই সমীক্ষাতে চারটি প্রধান বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, নাগরিক আচরণ, জননিরাপত্তা, লিঙ্গভিত্তিক মনোভাব এবং বৈচিত্র্য ও বৈষম্য। তবে ‘জেন্ডার অ্যাটিটিউড’ বিভাগটি বিশেষভাবে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছে, কারণ এটি ভারতের নারীদের গৃহস্থালি সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ক্ষেত্রে গভীর বৈষম্য প্রকাশ করেছে। সমীক্ষার ফলাফলে লিঙ্গ সমতার ক্ষেত্রে কেরল শীর্ষে রয়েছে। কেরলের ৯১ উত্তরদাতা মনে করেন, নারীদের নিজেদের উপার্জনের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত। এই রাজ্যে নারীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের হারও জাতীয় গড়ের তুলনায় অনেক বেশি। অন্যদিকে, বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশ এই তালিকায় সর্বনিম্ন স্থানে রয়েছে। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গ লিঙ্গ সমতার ক্ষেত্রে প্রথম দশে স্থান করে নিয়েছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, এই রাজ্যে নারীদের নিজেদের উপার্জন পরিচালনার অধিকার নিয়ে তুলনামূলকভাবে উদার মনোভাব রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ৬৮ উত্তরদাতা মনে করেন, নারীদের তাদের আয়ের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গ অন্যান্য অনেক রাজ্যের তুলনায় এগিয়ে রয়েছে। তবে, এখানেও নারী নিরাপত্তা ও গার্হস্থ্য হিংসার মতো সমস্যা পুরোপুরি দূর হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে নারীদের রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণও উল্লেখযোগ্য। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নারীকেন্দ্রিক বিভিন্ন প্রকল্প, যেমন ‘কন্যাশ্রী’ এবং ‘রূপশ্রী’ নারী শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই প্রকল্পগুলি নারীদের স্বাধীনতা ও স্বনির্ভরতার পথে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে বলে সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে।

লেবাননে পাল্টা বেলাগাম বিমান হামলা ইজরায়েলের

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ ঃ যুদ্ধবিরতি চুক্তিকে একপাশে সরিয়ে রেখে এবার লেবাননে বেলাগাম বিমান হামলা ইজরায়েলের। গুড়িয়ে দেওয়া হল লেবাননের সশস্ত্র সংগঠন হেজবোল্লার একের পর এক ঘাঁটি। এই হামলায় অন্তত ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। পাশাপাশি আহত হয়েছেন অন্তত ১০ জন। লেবাননের সরকারি সংবাদমাধ্যম তরফে এমনই দাবি করা হয়েছে। অন্যদিকে ইজরায়েলের তরফে জানা যাচ্ছে, শান্তিচুক্তি লঙ্ঘন করে ইজরায়েলে রকেট হামলা চালিয়েছিল হেজবোল্লা। তারই পাল্টা জবাব দেওয়া হয়েছে। ইজরায়েল সেনার দাবি অনুযায়ী, সম্প্রতি লেবানন সীমান্তবর্তী ইজরায়েলের মেটুলা শহর লক্ষ্য করে পরপর ৬টি রকেট ছোড়া হয়েছিল। যার মধ্যে ৩টি রকেট ইজরায়েল সীমান্তে প্রবেশ করে। যদিও ইজরায়েলের ডিফেন্স সিস্টেম সেগুলিকে ধ্বংস করে দেয়। এরই পাল্টা প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর দপ্তর থেকে লেবাননে হামলা চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয় সেনাকে। সেই নির্দেশ মেনেই ইরান সমর্থিত হেজবোল্লা গোষ্ঠীর ঘাঁটিতে এই হামলা চলে। যদিও ওই রকেট হামলায় তাঁদের কোনও হাত নেই বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে হেজবোল্লা। জানানো হয়েছে, লেবানন যুদ্ধবিরতি চুক্তি মেনে চলতে বদ্ধপরিকর। তবে ইজরায়েলের হামলার পর পাল্টা দেশের সেনাকে সতর্ক থাকার পাশাপাশি সমস্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন লেবাননের প্রধানমন্ত্রী।

কনকনে ঠান্ডা, মেঘলা আকাশ, লন্ডনে পৌঁছলেন মমতা, থাকবেন হাইড পার্কের কাছে

লন্ডন,২৩ মার্চ ঃ রবিবার সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ। মাঝেমধ্যে বৃষ্টিও হচ্ছে। বর্তমানে তাপমাত্রার পারদ কমে ৯ ডিগ্রিতে দাঁড়িয়েছে। তারই মাঝে দুবাই হয়ে লন্ডনে পৌঁছলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ (ভারতীয় সময়) সেখানে পৌঁছন তিনি। হাইড পার্কের কাছে থাকার কথা মুখ্যমন্ত্রীর। সপ্তাহখানেকের এই সফরে একগুচ্ছ কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। প্রথমে স্থির হয়েছিল, গত ২২ মার্চ অর্থা শনিবার সকালে লন্ডনের উদ্দেশে রওনা দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু আগুন লেগে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জেরে হিথরো বিমানবন্দরের পরিষেবা পুরোপুরি স্তব্ধ হয়ে যায় শুক্রবার। তার জেরে পিছিয়ে দিতে হয় মুখ্যমন্ত্রীর বিমানের সময়ও। অবশেষে শনিবার রাত ৮টা নাগাদ কলকাতা থেকে দুবাই পাড়ি দেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখান থেকে ভারতীয় সময় রবিবার ভোর ৪টে ৪৮ মিনিট নাগাদ লন্ডনের উদ্দেশে রওনা দেয় মুখ্যমন্ত্রীর বিমান। রবিবার দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ (ভারতীয় সময়) পৌঁছন তিনি। বর্তমানে লন্ডনে মেঘলা আকাশ। মাঝেমধ্যে বৃষ্টি পড়ছে। কনকনে ঠান্ডা। তাপমাত্রা কমে দাঁড়িয়েছে ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

লন্ডন সফরে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আছেন

মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের বিশেষ সচিব গৌতম সান্যাল, শিল্প সচিব বন্দনা যাদব, ডাইরেক্টর সিকিওরিটি পীযূষ পাণ্ডে। WBTC-এর বেশ কয়েকজন আধিকারিকও রয়েছেন। মমতার সঙ্গে লন্ডনে পৌঁছেছেন শিল্পপতি সত্যম রায়চৌধুরী, মেহুল মহঙ্কা, উমেশ চৌধুরী, সন্তোষ বাঙ্গার। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই সফরে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গী। উল্লেখ্য, ২৫, ২৬ এবং ২৭ মার্চ - পরপর তিনদিন লন্ডনে একাধিক কর্মসূচি রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বাণিজ্য বৈঠক, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে ভাষণ দেওয়া ছাড়াও ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও একটি বৈঠক করার কথা তাঁর। পূর্বসূচি অনুযায়ী, সেসব শেষ হলে ২৮ তারিখ লন্ডন থেকে ফের কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেবেন তিনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেন সকলের ঘরের মেয়ে, একেবারে আপনজন, দুবাইয়ে এসে সেঠাই প্রমাণ করলেন। ভাষা, সংস্কৃতির বাধা সরিয়ে সহজেই তিনি হয়ে ওঠেন সকলের ‘দিদি’ অচেনা, অজানা পরিবারের কাছেও আবদার জুড়ে বসেন। আর হাসিমুখে তাঁরাও মেনে নেন সেই আবদার। পারিবারিক বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গুজরাটের একটি পরিবার ইউরোপ যাচ্ছিল। তাঁদের সঙ্গে দুবাই এয়ারপোর্টে দেখা বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর। কয়েক মিনিটের আলাপচারিতায় ভিনরাজ্যের পরিবারের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলেন তিনি। ভাষাগত বাধা ভেসে গেল খড়কুটোর মতো। অবাঙালি বিয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ মেহেন্দি। সেখানে নাচ-গান হবে সেটাই স্বাভাবিক। সে কথা শুনে গুজরাটি পরিবারটির তরুণীদের কাছে আবদার করে বসলেন মমতা। বললেন, মেহেন্দির অনুষ্ঠানের নাচ-গানের ঝলক তাঁকে দেখাতে হবে। দুই তরুণীর ‘ সেই কথা ফেলতে পারেননি। দুবাই বিমানবন্দরে ছন্দে পা মেলালেন তাঁরা। মেহেন্দির অনুষ্ঠানের নাচ দেখালেন মমতাকে।

অমিত শাহের রাজ্য সফর বাতিল, করা হল নয়া সূচি

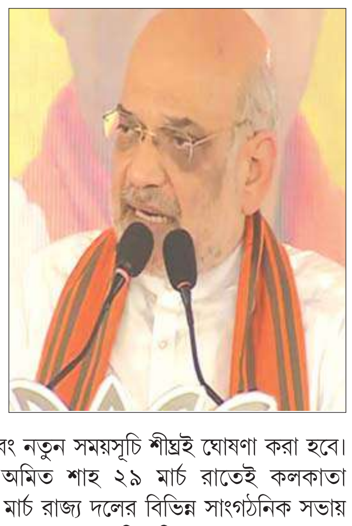

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ মার্চ ঃ ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পশ্চিমবঙ্গ সফরটি এখন কিছু সময়ের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার জানিয়েছেন যে, পূর্বনির্ধারিত সফরটি এবার ঈদ উৎসবের কারণে পেছানো হয়েছে। যেহেতু রাজ্যজু।ে ঈদের উৎসব চলবে, তাই মন্ত্রীর সফরের তারিখ পরিবর্তন করা হয়েছে। তবে, তিনি আরও জানিয়েছেন যে, অমিত শাহ খুব শীঘ্রই রাজ্য সফরে আসবেন এবং নতুন সময়সূচি শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে। আগের পরিকল্পনা অনুযায়ী, অমিত শাহ ২৯ মার্চ রাতেই কলকাতা পৌঁছানোর কথা ছিল এবং ৩০ মার্চ রাজ্য দলের বিভিন্ন সাংগঠনিক সভায় যোগ দেওয়ার কথা ছিল। তবে ঈদের কারণে এটি স্থগিত করা হয়েছে। রাজ্য বিজেপির নেতারা জানিয়েছেন যে, আগামী দিনে অমিত শাহ এবং দলের অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতারা বাংলায় সফর করবেন এবং রাজ্যের আগামী নির্বাচনের প্রস্তুতি নেবেন। বিশেষ করে আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা থাকায় এই সফরটি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এটি নতুন ঘটনা নয় যে, অমিত শাহের পূর্ববর্তী সফরও স্থগিত হয়েছিল। চলতি বছরের জানুয়ারিতে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় একটি জনসভায় যোগ দেওয়ার জন্য রাজ্যে আসার পরিকল্পনা করেছিলেন। সেই সফরও শেষ মুহূর্তে অন্য কর্মসূচির কারণে বাতিল করা হয়েছিল। এসব সফরের পরিকল্পনা মূলত পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সংগঠনকে শক্তিশালী করা এবং রাজ্যে দলের রাজনৈতিক অবস্থান মজবুত করার উদ্দেশ্যে। এবারের সফরটি আরও গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির নতুন রাজ্য সভাপতি নির্বাচিত হতে চলেছেন। সুকান্ত মজুমদার, যিনি বর্তমানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পদে রয়েছেন, বিজেপির রাজ্য সভাপতির পদে বেশি সময় থাকতে পারবেন না, কারণ দল ‘ ব্যক্তি, এক পদ’ নীতির অধীনে চলে। এই পদক্ষেপের জন্য রাজ্যে নতুন রাজ্য সভাপতি নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হবে। ২৫টি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর, পুরো তালিকা প্রকাশ করা হবে, যার মধ্যে ১৫টি নতুন মুখ থাকবে। রাজ্য বিজেপির সাংগঠনিক জেলা সংখ্যা ৪৩টি, যা ৪২টি লোকসভা কেন্দ্র এবং ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রকে কভার করে। এই নতুন সাংগঠনিক জেলা সভাপতিদের তালিকা ঘোষণার পরই দলের নতুন রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণা হবে, যা পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির ভবিষ্য পরিকল্পনাগুলোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিজেপির রাজ্য সংগঠন পুনর্গঠন ও নির্বাচনের প্রস্তুতি বাড়াতে কেংদ্রীয় নেতাদের উপস্থিতি ক্রমেই বা।বে, যেটি রাজ্য নির্বাচনের আগেই দলের কাঠামো মজবুত করার লক্ষ্যে। রাজ্য বিজেপির সূত্র অনুযায়ী, অমিত শাহের সফরের স্থগিত হওয়া ছাড়াও, দলের একাধিক কেন্দ্রীয় নেতারা বাংলায় আসবেন এবং এখানে গুরুত্বপূর্ণ সভায় অংশগ্রহণ করবেন। এসব সফরের মাধ্যমে রাজ্যে বিজেপির সংগঠন আরও শক্তিশালী করা এবং স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করা হবে। বিজেপি সূত্রে আরও জানা গেছে যে, রাজ্যের বিজেপি সংগঠন নতুনভাবে সাজানোর পর দলের রাজ্য সভাপতি এবং দলের শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে আস্থা বৃদ্ধির জন্য এই সফরগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। অমিত শাহের সফর পিছিয়ে যাওয়ার কারণে কিছুটা হলেও দলের কর্মকাণ্ডে দেরি হতে পারে, তবে এটি সাময়িক অবস্থা এবং শীঘ্রই তার নতুন সময়সূচি ঘোষণা করা হবে। এদিকে, রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপি তার সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। পাশাপাশি, রাজ্যের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বিজেপির রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্রমেই তীব্র হতে চলেছে, যা রাজ্য রাজনীতিতে নতুন দিশা দিতে পারে।

মুখ খুললেন কপিল সিব্বাল

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ ঃ রাজ্যসভার স্বতন্ত্র সাংসদ কপিল সিব্বাল বলেছেন, ভারতীয় জাতীয় উন্নয়নমূলক অন্তর্ভুক্তিমূলক জোট (ইন্ডিয়া) বিরোধী জোটকে জনসমক্ষে একটি ব্লক হিসেবে উপস্থাপিত করা উচিত, আন-ব্লক হিসেবে নয়। এক সাক্ষাৎকারে তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, ইন্ডিয়া জোটের দলগুলির একটি সমন্বিত নীতি, আদর্শিক কাঠামো এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি সুস্পষ্ট কর্মসূচি থাকা প্রয়োজন। তিনি এই জোটের জন্য একটি আনুষ্ঠানিক কাঠামো এবং মুখপাত্র নিয়োগের পক্ষে দীর্ঘদিন ধরে সওয়াল করে আসছেন, যারা জোটের মতামতকে প্রতিনিধিত্ব করবে। সিব্বাল বলেন, ইন্ডিয়া জোটকে একটি ব্লক হিসেবে দেখাতে হবে, জনসমক্ষে এটি যেন নিজেকে ভেঙে না ফেলে। তাদের একটি সমন্বিত নীতি, আদর্শিক কাঠামো এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি সমন্বিত কর্মসূচি থাকতে হবে। তিনি আরও যোগ করেন, আমি রাজ্য বা জাতীয় স্তরের কথা বলছি না। জাতীয় গুরুত্বের বিষয়গুলির উপর চিন্তাভাবনায় একটি সমন্বয় থাকতে হবে। যতক্ষণ না এই ব্যবস্থা তৈরি হয় এবং ইন্ডিয়া জোটের মতামত প্রকাশের জন্য মুখপাত্র নিযুক্ত না হয়, ততক্ষণ এটি কার্যকরভাবে এগিয়ে যেতে পারবে না। সাম্প্রতিক রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে ইন্ডিয়া জোটের শরিক দলগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং তীব্র বাক্যবিনিময় নিয়ে প্রশ্ন করা হলে সিব্বাল বলেন, এটি জোটের জন্য একটি খারাপ চিত্র তুলে ধরেছে। বিশেষ করে দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস এবং আম আদমি পার্টির (আপ) মধ্যে তীক্ষ্ণ বাদানুবাদ উল্লেখযোগ্য। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন, লোকসভা নির্বাচনের পর ইন্ডিয়া জোটের এই অসঙ্গতির কারণে বিজেপি হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র এবং দিল্লিতে জয়লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। সিব্বাল বলেন, একটি আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা আমি দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছি।

তৃণমূলে যোগ সিপিএম কাউন্সিলরের, বিরোধীশূন্য উত্তর দমদম পুরসভা

দুরন্ত বার্তা, নিমতা, ২৩ মার্চ ঃ সিপিএমে লেগেছে সিনিয়র-জুনিয়র ঝগড়া। তারই পরিনতিতে কাউন্সিলরের পদত্যাগ। রাজনীতির ময়দানে নবীনদের লড়াইয়ে নামিয়ে দিলেও তাদের কাজের বিষয়ে ছড়ি ঘোরানো হয়। দলের বিরুদ্ধে এমনই অভিযোগ তুলে উত্তর দমদম পুরসভার একমাত্র সিপিএম কাউন্সিলর সন্ধ্যারানি মণ্ডল যোগ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। যার জেরে বিরোধীশূন্য হয়ে গেল উত্তর দমদম পুরসভা। ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটের আগে নিঃসন্দেহে এ এক বড় বদল। সন্ধ্যারানির অভিযোগ, তাঁকে সিপিএমের তরফে পুরভোটে দাঁড় করিয়ে জনপ্রতিনিধি করলেও কাজ করার ক্ষেত্রে দলের তরফেই নানা বাধা আসছিল। তাই দল ছেড়ে তিনি শাসক শিবিরে যোগ দিলেন। এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমস্ত জনকল্যাণমূলক প্রকল্প নিয়ে জনতার কাজ করতে পারবেন বলে আশাবাদী সন্ধ্যারানি। ২০২২ সালের পুরভোটে ৩৪ ওয়ার্ড বিশিষ্ট উত্তর দমদম পুরসভার ৩৩ টি ওয়ার্ডই তৃণমূলের দখলে যায়। একমাত্র ১৫ নং ওয়ার্ড জিতে নেয় সিপিএম। জেতেন তরুণ কমরেড সন্ধ্যারানি মণ্ডল। দীর্ঘ তিন বছর সেই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর

সন্ধ্যারানি মণ্ডল সিপিএমে থেকেই কাজ করেছিলেন তিনি। কিন্তু তাতে দলের মানসিকতা বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল বলে অভিযোগ তিনি তোলেন। তাতে বিরক্ত হয়ে সন্ধ্যারানি রবিবার তৃণমূলে যোগ দিলেন। উত্তর দমদমের পুরপ্রধান ও দমদম উত্তরের বিধায়ক তথা মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের হাত থেকে পতাকা তুলে নিলেন তিনি। দলত্যাগী সিপিএম কাউন্সিলর জানান, দলে থেকে তাঁর কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছিল। এবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণা সকলের জন্য কাজ করার জন্যই তাঁর তৃণমূল যোগদান। রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানান, উনি আমাদের দলে যোগ দেওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছিলেন। তাঁর অনুমতি সাপেক্ষ সিপিএমের কাউন্সিলরকে আমাদের দলে যোগদান করানো হল। এখন উত্তর দমদম পুরসভা বিরোধীশূন্য হয়ে গেল। আসলে এ ধরনের দলবদল নিয়ে বিরোধীরা প্রায়শয়ই শাসকের চাপ দেওয়ার অভিযোগ তোলেন। তবে যোগদানকারীদের বক্তব্যেই তা খারিজ হয়ে গিয়েছে। সন্ধ্যারানি জানান, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় নানা সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দিতেই দলবদলের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

ট্যাব ‘দুর্নীতিতে’ ৩ শিক্ষককে শোকজ, বিভাগীয় তদন্ত শুরুর নির্দেশ দপ্তরের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ মার্চ ঃ পড়ুয়াদের ট্যাব কাণ্ডে এবার পূর্ব বর্ধমানে দু’জন ও মুর্শিদাবাদের একজন শিক্ষককে শোকজ। তিনজনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরুর নির্দেশ স্কুলশিক্ষা দপ্তরের। তদন্তের প্রক্রিয়া শুরু করেছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। উল্লেখ্য, রাজ্য সরকার একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের ট্যাব কেনার জন্য ১০ হাজার টাকা করে দেয়। স্কুল সেই টাকা পড়ুয়াদের অ্যাকাউন্টে জমা করে। সেই পড়ুয়াদের অ্যাকাউন্ট থেকেই বহু টাকা গায়েব হয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনার পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছে তিন শিক্ষকের নাম। পুলিশের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে স্কুল শিক্ষাদপ্তর। তিন শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁরা এই সরকারি প্রকল্পে দায়িত্বপ্রাপ্ত নোডাল অফিসার হয়েও অন্যের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাছাড়া বহু ক্ষেত্রে তথ্য যাচাইয়ের সময়ে ভুয়ো তথ্য দেওয়ারও মতো গুরুতর অভিযোগ রয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে। রাজ্য সরকারি স্কুলগুলির একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের পড়াশোনার সুবিধার্থে ট্যাব কেনার জন্য সরকার ‘তরুণের স্বপ্ন’ প্রকল্প চালু করেছিল। এই প্রকল্পের অধীনে এককালীন ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয় পড়ুয়াদের। আবেদনকারীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি সেই টাকা চলে যায়। স্কুলের মাধ্যমেই করা হয় আবেদন। অভিযোগ, গত বছর রাজ্যের অনেক পড়ুয়ার অ্যাকাউন্টে ট্যাবের টাকা প্রবেশ করেনি। বরং তা চলে গিয়েছে অন্য কারও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। টাকা প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে এটিএম থেকে সেই টাকা তুলেও নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। সেই তদন্তে নেমে অন্তত ২১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক থেকে কৃষক, সকলেই রয়েছেন। তদন্তকারীদের একাংশের দাবি, বিভিন্ন সাইবার ক্যাফে থেকে স্কুলের অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে পড়ুয়াদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর বদলে দেওয়া হয়েছে।

দিলীপের পাশে শুভেন্দু, শোনালেন নিউটনের তত্ত্ব!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ মার্চ ঃ রাস্তা উদ্বোধন করতে গিয়ে মহিলাদের বিক্ষোভের মুখে পড়ে স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে লাগাতার বেলাগাম মন্তব্য করে গিয়েছিলেন মেদিনীপুরের প্রাক্তন সাংসদ দিলীপ ঘোষ। তা নিয়ে সম্প্রতি রাজনৈতিক মহলে তুমুল চর্চা হয়েছে। বঙ্গ বিজেপিতেই মতান্তর দেখা গিয়েছে। সেই ইস্যুতে এবার দিলীপ ঘোষের পাশে দাঁড়িয়ে নিউটনের তত্ত্ব আওড়ালেন শুভেন্দু অধিকারী! বললেন, সব ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। ওই মহিলারা যে আচরণ করেছেন, তার জবাব দিতে গিয়ে দিলীপদা ওকথা বলেছেন। ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবার। ওইদিন খড়গপুর পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে রাস্তা উদ্বোধন করতে যান দিলীপ ঘোষ। তিনি সাংসদ থাকাকালীন তহবিলের টাকায় ওই রাস্তা তৈরির অর্থ দেওয়া হয়েছিল। সেই কারণেই রাস্তার উদ্বোধন করতে যান দিলীপ ঘোষ। কিন্তু সেসময় স্থানীয় এক মহিলা প্রশ্ন করেন, হঠাৎ করে আপনি কেন রাস্তা উদ্বোধন করতে এসেছেন? অন্য সময় তো দেখা যায় না। ওই প্রশ্নে মেজাজ হারিয়ে পাল্টা দিলীপ ঘোষ বলেন, টাকা দিয়েছি আমি। কারও বাপের টাকা নয়। এই মন্তব্যে বিরক্ত হয়ে মহিলা পাল্টা প্রশ্ন করেন, আপনি বাপ তুলে কেন কথা বলছেন? প্রাক্তন সাংসদের গলা আরও চড়িয়ে বলেন, চোদ্দো পুরুষ তুলব। বেশি ন্যাকামি হচ্ছে! টাকা দিয়েছি আমরা। ভিখারি পার্টি নই। পরে নিজের মন্তব্যের সমর্থনে আরও কুকথা শোনা যায় দিলীপ ঘোষের গলায়। এবার তা নিয়ে তাঁর পাশেই দাঁড়ালেন শুভেন্দু। রবিবার হলদিয়ার সভা শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিরোধী দলনেতার মন্তব্য, দিলীপদা তো সাংসদ থাকাকালীন নিজের তহবিল থেকে রাস্তার টাকা দিয়েছিলেন। সেই জন্য উদ্বোধন করতে গিয়েছিলেন। তা ওই মহিলারা, সব তৃণমূলের লোক, তাঁরা কেন এসে ওনাকে উলটোপাল্টা কথা বলছিল? তাই দিলীপদাও বলেছেন। এটাই তো নিউটনের তত্ত্ব। ইট মারলে পাটকেল খেতে হবে। সব কাজের পাল্টা প্রতিক্রিয়া আছে।

এপ্রিলের ২ থেকে ৬ তামিলনাড়ুর মাদুরাইতে হবে সিপিএমের পার্টি কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ ঃ বাংলার মহম্মদ সেলিম নাকি কেরলের এমএ বেবি, নাকি তৃতীয় কেউ? সীতারাম ইয়েচুরির উত্তরসূরিকে নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা সারতে দিল্লিতে বৈঠকে বসেছিল সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটি। সীতারাম ইয়েচুরির আকস্মিক প্রয়াণের পর অস্থায়ীভাবে পার্টির কাজ চালাচ্ছেন সিপিএমের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাট। আগামী এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে তামিলনাড়ুর মাদুরাইয়ে স্থায়ী সাধারণ সম্পাদকের নাম ঘোষণা করা হবে। তবে বাংলা ছেড়ে দিল্লিতে থেকে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব সামলাতে রাজি নন সেলিম, এমনই সূত্রের খবর। এছাড়াও আগামী দিনে রাজনৈতিক রণকৌশলের লাইন অর্থাৎ কোন পথে পার্টি হাঁটবে, সেই রাস্তা খুঁজতে বৈঠকে আলোচনা হবে বলে জানা গিয়েছে। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে আচমকাই মারা যান ইয়েচুরি। সেই সময় পার্টির শীর্ষপদে ছিলেন তিনি। সিপিএমের সাধারণ সম্পাদকের পদে থাকাকালীন কারও মৃত্যু পার্টির ইতিহাসে এই প্রথম। সাধারণত পার্টি কংগ্রেসে সাধারণ সম্পাদক বাছাই করে সিপিএম। কিন্তু মাঝপথে ইয়েচুরির মৃত্যুতে বিপাকে পড়েন কমরেডকুলের নেতারা। এই পরিস্থিতিতে পার্টির দৈনন্দিন কাজকর্ম দেখাশোনা করার দায়িত্ব দেওয়া হয় প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাটকে। অস্থায়ীভাবে কো অর্ডিনেটর করা হয় তাঁকে। এপ্রিলের ২ থেকে ৬ তামিলনাড়ুর মাদুরাইতে হবে পার্টি কংগ্রেস। সেখানে স্থায়ী সাধারণ সম্পাকের নাম ঘোষণা করা হবে। কিন্তু কে হবেন ইয়েচুরির উত্তরসূরি, তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে পার্টির অন্দরে। কারণ বয়সের

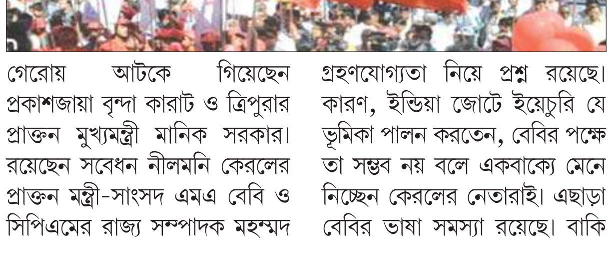

গেরোয় আটকে গিয়েছেন প্রকাশজায়া বৃন্দা কারাট ও ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। রয়েছেন সবেধন নীলমনি কেরলের প্রাক্তন মন্ত্রী-সাংসদ এমএ বেবি ও সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। কিন্তু এক্ষেত্রেও সমস্যায় কমরেডকুল। কারণ, বেবি পার্টির অভ্যন্তরে চেনা মুখ হলেও সর্বভারতীয় রাজনীতিতে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। কারণ, ইন্ডিয়া জোটে ইয়েচুরি যে ভূমিকা পালন করতেন, বেবির পক্ষে তা সম্ভব নয় বলে একবাক্যে মেনে নিচ্ছেন কেরলের নেতারাই। এছাড়া বেবির ভাষা সমস্যা রয়েছে। বাকি শুধুমাত্র বাংলার মহম্মদ সেলিম। তিনি জাতীয় স্তরেও পরিচিত মুখ। সাংসদ থাকায় কংগ্রেস-সহ ইন্ডিয়া জোটের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে তিনি পরিচিত মুখ। সংসদ সদস্য থাকাকালীন বাম ছাড়াও অন্য দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে চলতেন। এছাড়াও বেশ কয়েকটি ভাষা অনর্গল বলতে পারেন। কিন্তু তাঁকে নিয়ে সমস্যায় পড়েছে সিপিএম পলিটব্যুরো। কারণ সেলিম নিজেই বঙ্গের দায়িত্বে ছেড়ে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের চেয়ারে বসতে রাজি নন। এই চেয়ারে বসলে প্রথমেই রাজ্য সম্পাদকের দায়িত্ব ছাড়তে হবে। আর পার্টি চালাতে অধিকাংশ সময় দিল্লিতে থাকতে হবে। অন্যান্য রাজ্যেও যেতে হবে। আবার কেরলে পার্টি ক্ষমতায় রয়েছে। আর বাংলায় সিপিএম কার্যত অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গিয়েছে। এমন একটি রাজ্য থেকে সিপিএমের শীর্ষপদে বসালে কেরল-সহ দক্ষিণ ভারতের নেতারা মেনে নেবেন কিনা, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দিহান প্রকাশ, বৃন্দা বা মানিকরা। এছাড়াও সেলিমের পার্টি পরিচালনার দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে সিপিএমের অন্দরে। কারণ সম্মেলনেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, জনসমর্থন তলানিতে ঠেকলেও গোষ্ঠীকোন্দল ঠেকাতে ব্যর্থ তিনি। জেলায় জেলায় কমিটি গঠন করতে হিমশিম অবস্থা হয় সেলিমের। যিনি রাজ্যস্তরে পার্টি সামলাতে পারেন না তিনি সর্বভারতীয় স্তরে সমন্বয় রেখে কীভাবে পার্টি পরিচালনা করবেন, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

ভগৎ সিং, রাজগুরু ও সুখদেবকে শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রধানমন্ত্রীর, লোহিয়ার স্মৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ ঃ ভারত মাতার বীর সন্তান শহীদ ভগ সিং, রাজগুরু ও সুখদেবকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, আমাদের দেশ ভগৎ সিং, রাজগুরু এবং সুখদেবের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগকে স্মরণ করছে। স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের জন্য তাঁদের নির্ভীক সাধনা আমাদের সকলকে অনুপ্রাণিত করে।অপর একটি টুইটে রামমনোহর লোহিয়াকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। টুইটে লিখেছেন, ডঃ রাম মনোহর লোহিয়ার জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে স্মরণ করছি। একজন দূরদর্শী নেতা, স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতীক, তিনি সুবিধাবঞ্চিতদের ক্ষমতায়ন এবং একটি শক্তিশালী ভারত গড়ে তোলার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

প্রতীক্ষার অবসান, নতুন পাম্বান রেল সেতুর কাজ সম্পন্ন

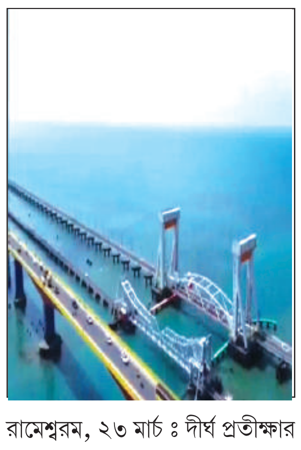

রামেশ্বরম, ২৩ মার্চ ঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান, অবশেষে নতুন পাম্বান রেল সেতুর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তামিলনাড়ুর রামেশ্বরম দ্বীপকে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে সংযুক্তকারী নতুন পাম্বান রেলওয়ে সেতুর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ভারতের প্রথম উল্লম্ব লিফট সমুদ্র সেতু এপ্রিলের মধ্যে চালু হওয়ার আশা করা হচ্ছে, যা রেল যোগাযোগ পুনরুদ্ধার করবে এবং এই অঞ্চলে পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত করবে। এই রেল সেতুর কাজ বেশ কয়েক বছর চলছিল, অবশেষে এপ্রিলে চালু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সানডে অন সাইকেল উদ্যোগ দেশব্যাপী আন্দোলনে পরিণত হয়েছেঃমনসুখ মান্ডভিয়া

লখনউ, ২৩ মার্চ ঃ অন্যথা হল না এই রবিবারও। রবিবার সকালে লখনউতে আয়োজিত হল ফিট ইন্ডিয়া সানডে অন সাইকেল ইভেন্ট, যেখানে সাইক্লিংয়ে অংশ নেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া। প্রায় ১,০০০ শিশু এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিল।কেন্দ্রীয় যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া বলেছেন, ফিট ইন্ডিয়া আন্দোলনের অধীনে, রবিবার সাইকেল চালানোর উদ্যোগটি দেশব্যাপী একটি আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। প্রতি রবিবার, এক ঘন্টার জন্য, সকল বয়সের মানুষ - যুবক এবং বয়স্করা - ফিট থাকার জন্য সাইকেল চালান।

আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিকস অ্যাপারেটাস ওয়ার্ল্ড কাপের ভল্ট ফাইনালে ব্রোঞ্জ জিতেছেন প্রণতি নায়ক

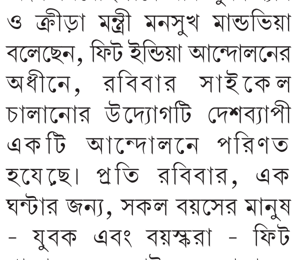

আন্টালিয়া, ২৩ মার্চঃ গত শনিবার রাতে তুরস্কের আন্টালিয়ায় অনুষ্ঠিত আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিকস অ্যাপারেটাস ওয়ার্ল্ড কাপে ভল্ট ফাইনালে ভারতের জিমন্যাস্ট প্রণতি নায়ক ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন। প্রণতি ভল্ট ফাইনালে ১৩.৪১৭ স্কোর করে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছেন। প্রথম দুটি স্থান পেয়েছেন আমেরিকান জুটি জেলা হ্যাং (১৩.৬৬৭) এবং ক্লেয়ার পিজ (১৩.৫৬৭)।গত বছর প্যারিস অলিম্পিকের আগে কায়রোতে অনুষ্ঠিত এফআইজি অ্যাপারেটাস বিশ্বকাপের মহিলাদের ভল্ট ইভেন্টে প্রণতি ব্রোঞ্জ পদক জিতেছিলেন। তিনি ২০১৯ (উলানবাটোর) এবং ২০২২ (দোহা) এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ভল্টএ ব্রোঞ্জ পদক জিতেছিলেন।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য জলের সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণঃপ্রধানমন্ত্রী

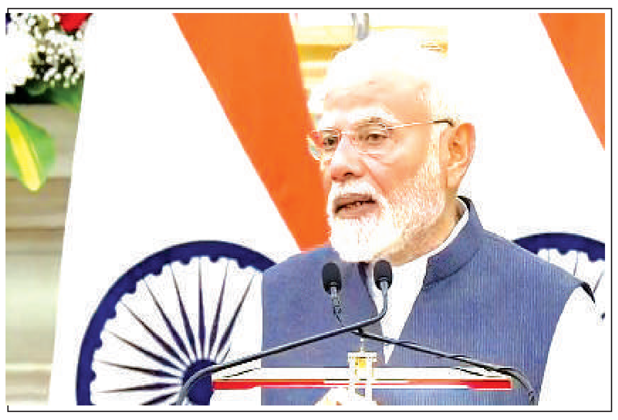

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ জল সংরক্ষণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব ও আলোকপাত করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভবিষ্য প্রজন্মের জন্য জলের সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেও অভিমত প্রধানমন্ত্রীর। গত ২২ মার্চ দিনটি বিশ্ব জল দিবস হিসেবে পালিত হয়।এই উপলক্ষ্যে গত শনিবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, বিশ্ব জল দিবসে, আমরা জল সংরক্ষণ ও সুস্থায়ী উন্নয়নের প্রতি আমাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করছি। জল সভ্যতার জীবনরেখা ও তাই ভবিষ্য প্রজন্মের জন্য জল রক্ষা করা আরও গুরুত্বপূর্ণ! অন্যদিকে বিহার দিবসে বিহারের জনগণকে হার্দিক শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী আশ্বাস দিয়েছেন, আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের কেন্দ্রবিন্দু, বিহারের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নে আমরা কোনও খামতি রাখব না। ২২ মার্চ দিনটি বিহার দিবস হিসেবে পালিত হয়।এই উপলক্ষ্যে গত শনিবার সকালে এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, বীর ও মহান ব্যক্তিত্বদের পবিত্র ভূমি বিহারের সকল ভাই ও বোনদের বিহার দিবসে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আমাদের রাজ্য, যা ভারতীয় ইতিহাসকে গর্বিত করেছে, এখন নিজস্ব উন্নয়ন যাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় অতিক্রম করছে, যেখানে বিহারের পরিশ্রমী এবং প্রতিভাবান মানুষদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আমাদের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের কেন্দ্রবিন্দু এই রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের জন্য আমরা কোনও খামতি রাখব না।

মহিলাদের নেতৃত্বে সংস্কারঃলিঙ্গ-অন্তর্ভুক্তিসম্পন্ন প্রশাসনের জন্য ডঃ জীতেন্দ্র সিং-এর প্রয়াস গতি পেয়েছে

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃসমকালীন সমাজের পরিবর্তনের ধারাকে মনে রেখে, কর্মীবর্গ ও প্রশিক্ষণ দফতর বা ডিপার্টমেন্ট অফ পার্সোনেল অ্যান্ড ট্রেনিং (ডিওপিটি) সময়ে সময়ে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সরকারি কর্মচারীদের জীবনযাত্রা সুগম করতে বিশেষ করে মহিলা কর্মীদের বিষয়ে সংবেদনশীল হতে।একটি সংবাদ মাধ্যমকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাকারে ডিওপিটি-র ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডঃ জীতেন্দ্র সিং একটি উদাহরণ তুলে ধরেছেন, যেখানে দেখা যাচ্ছে একজন বিবাহ বিচ্ছিন্না বা আলাদা থাকা কন্যা এখন মৃত পিতার অবসর ভাতা দাবি করতে পারবেন। আগেকার বিধির পরিবর্তে এখন তাঁকে মৃত বাবা-মার পারিবারিক পেনশন পেতে দীর্ঘ আইনি লড়াই চালাতে হবে না। পেনশন প্রাপকের জীবদ্দশায় যদি বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা শুরু হয়ে থাকে, তাহলে এখন আদালতের চূড়ান্ত রায়ের জন্য অপেক্ষা না করেই তিনি পেনশনের সুবিধা দাবি করতে পারেন বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী।মহিলাদের ক্ষমতায়নে, আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতা কাটাতে এবং প্রশাসনে লিঙ্গ অন্তর্ভুক্তিকরণ সুনিশ্চিত করতে মোদী সরকার একাধিক রূপান্তরকারী সংস্কার করেছে বলে মন্ত্রী জানিয়েছেন।ডঃ জীতেন্দ্র সিং আরও বলেছেন যে, সমস্যাসংকুল পরিস্থিতিতে মহিলাদের আরও নিরাপত্তা দিতে সরকার যে পেনশন বিধির সংস্কার করেছে, তা বৈপ্লবিক। একজন সন্তানহীন বিধবা এখন পুনর্বার বিবাহ করতে পারেন এবং তাতেও তিনি তাঁর মৃত স্বামীর অবসর ভাতা অথবা পারিবারিক অবসর ভাতা পেয়ে যাবেন। তবে, সেক্ষেত্রে অন্য সূত্রে তাঁর উপার্জন নির্দিষ্ট সীমার নীচে থাকতে হবে। এটিকে বিধবাদের আর্থিক স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসেবে দেখতে হবে, যেখানে আর্থিক নিরাপত্তা না হারিয়ে তাঁদের জীবন পুনর্গঠন করার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে।এছাড়া, বিবাহিত জীবনে বনিবনা না হলে মহিলাদের যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, সেটা বুঝে সরকার একজন মহিলা অবসর ভাতা প্রাপককে অনুমোদন দিয়েছে পারিবারিক পেনশনের জন্য তাঁর সন্তানদের মনোনীত করতে। যদি তিনি বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য মামলা করে থাকেন অথবা গার্হস্থ্য হিংসা আইন অথবা পণবিরোধী আইনে কোনো মামলা করে থাকেন। এই পদক্ষেপে ঘরোয়া সংকটের সম্মুখীন মহিলাদের আর্থিক নিরাপত্তা আরও জোরদার হচ্ছে।এইসব সংস্কারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে ডঃ জীতেন্দ্র সিং বলেছেন, আমরা সামাজির রদবদলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একাধিক সংস্কার আনতে সক্ষম হয়েছি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এবং দূরদর্শিতায় আমরা দৃঢ় এবং নিশ্চিত পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হয়েছি।অবসর ভাতার ক্ষেত্রে সংস্কার ছাড়াও ডিওপিটি কাজের জায়গাটিকে মহিলাদের জন্য আরও সুবিধাজনক করে তোলার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। চাইল্ড কেয়ার লিভ (সিসিএল) নীতিগুলি আরও নমনীয় করা হয়েছে। এখন সিঙ্গল মাদাররা দু' বছর পর্যন্ত ছুটি পেতে পারেন কয়েকটি ভাগে। এমনকি তাঁরা ছুটির সময়ে সন্তানদের নিয়ে বিদেশেও বেড়াতে যাতে পারেন। এছাড়া, মাতৃত্বকালীন সুবিধা দেওয়া হচ্ছে সেইসব মহিলাদেরও যাদের গর্ভপাত হয়েছে অথবা যারা মৃত শিশুর জন্ম দিয়েছেন। এতে, তাঁদের আরোগ্যের সময়ে সহায়তালাভ সম্ভব হচ্ছে। পাচ্ছেন বেতন সহ ছুটি।ডঃ জীতেন্দ্র সিং দেশ গঠনে বিশেষ করে ২০৪৭-এ বিকশিত ভারত গড়ার অভিযানে মহিলাদের বড় ভূমিকার ওপর জোর দিয়েছেন। প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপে মহিলাদের আরও বেশি সংখ্যায় অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন তিনি। মন্ত্রী বলেছেন, ভারতের উন্নয়নের যাত্রায় মহিলারা সমান অংশীদার।সরকার এবং প্রশাসনে মহিলাদের অংশগ্রহণে উসাহ দিতে সরকার বেশকিছু উদ্যোগ নিয়েছে, যেমন ওয়ার্কিং উইমেন'স হোস্টেল, সরকারি অফিসে ক্রেশের ব্যবস্থা এবং মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে আরও বেশি করে বিপণনের সুযোগ করে দেওয়া। এইসব পদক্ষেপের লক্ষ্য মহিলারা যাতে সরকার এবং প্রশাসনে নেতৃত্ব দানের স্থানে আসতে পারেন।ভারতের ডিজিটাল অর্থনীতি, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং প্রশাসনের নেতৃত্বদানে মহিলাদের অংশগ্রহণের পথ তৈরি করে দেওয়ার গুরুত্বকে তুলে ধরেছেন মন্ত্রী। আইটিআইগুলির আধুনিকীকরণ এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করতে প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে সরকারের লক্ষ্য মহিলাদের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আরও বেশি করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার উপযোগী করে তোলা।লিঙ্গ-সংবেদী প্রশাসনের জন্য ডঃ জীতেন্দ্র সিং-এর প্রয়াসে প্রতিফলিত হয় অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং ক্ষমতায়নের দিকে অগ্রসর হওয়া। যেখানে ভারত ২০৪৭-এ বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে এগোচ্ছে, সেখানে এই ধরনের সংস্কারগুলি সকলের জন্য সমান সুযোগ প্রদানকারী সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে আশা করা যায়।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃএআই বা কৃত্রিম মেধার অন্তরালে থাকা কর্মীরা বঞ্চিত । এই ভারতীয় স্টার্টআপ তারই সমাধান চায় ।নারিকেল গাছের ছায়ায় চন্দ্রিকা রোদ থেকে আড়াল করতে স্মার্টফোনের স্ক্রিনটা একটু ঘোরালো । ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কর্নাটকের আলাহাল্লি গ্রামের এক সকাল । কিন্তু, গরম ও গুমোট ক্রমশ বাড়ছে । স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চন্দ্রিকা একের পর এক অডিও ক্লিপে ক্লিক করে । সদ্য শুরু করেছে এই অ্যাপটির ব্যবহার । সেটি কেমন সহজ তা বোঝা যাচ্ছে । প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কন্ঠ শোনা যাচ্ছে ।এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চন্দ্রিকার (যে অন্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের শেষ অংশের বদলে) ব্যাঙ্কে ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা(২.২৫ ডলার) । তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন ধরে ৬ ঘন্টা করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকাটা দূরের স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান । তাও সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয় । সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তাও নয় । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে । মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রধানত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়ে চেঁচিয়ে পড়ে দিলেই । চন্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে । ভারতে ন্যূনতম আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ । আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে । সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস ক্লিপ ঠিকঠাক হলেই ।চন্দ্রিকার কন্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমার জন্যই । বর্তমানে তো এআইইই সব । যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে । অন লাইনে যার টেকসট এবং অডিও ডেটা আখছারই পাওয়া যায় । অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইন্টারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না । (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৩০ হাজার) । এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয় । ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা । কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে ।বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে । এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায় । একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে । বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি । এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয় । বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে । একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে । এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে । যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম । কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্টদের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে । ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটো কর্মীদের কাছে পৌঁছয় ।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম বিশেষজ্ঞ জোনাস ভ্যালেন্তে বলছেন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলে । এবং একমাত্র কর্মীরাই ওই ব্যবস্থাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে । যদি আমাদের কর্মীরা মৌলিক অধিকারটুকু পায় তাহলে আমার বিশ্বাস ফলাফল আরও ভালো হবে । বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা আরও উচ্চমানের হবে ।আলাহাল্লি এবং চিলুকাভাদি লাগোয়া গ্রামগুলিতে একটি ভারতীয় স্টার্টআপ নতুন মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে । চন্দ্রিকা কাজ করে কারিয়া কোম্পানিতে । বেঙ্গালুরুতে এই অলাভজনক সংস্থাটির পথ চলা শুরু হয়েছিল ২০২১-এ । এরা নিজেদের বলে বিশ্বের প্রথম নীতিনিষ্ঠ ডেটা কোম্পানি । অন্য প্রতিপক্ষ কোম্পানির মতোই এরা বড় বড় টেক কোম্পানি এবং অন্য খরিদ্দারদের তথ্য বেচে বাজারদরে । তবে, নিজের খরচাটা তোলার পরে মুনাফার বাকি অংশটা খরচ করে ভারতের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য । (কারিয়া স্থানীয় এনজিওগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক মানুষজনের কাছে তাদের অর্থ পৌঁছয়) । ন্যূনতম ঘন্টায় ৫ ডলারের পাশাপাশি কারিয়া তার কর্মীদের তথ্যের মালিকানাও প্রদান করে । ফলে, যখন সেটি আবার বিক্রি হয়, তখন তার একটা অংশ কর্মী পায় তার মজুরি বাদেও । এমন একটি মডেল আর কোথাও এই শিল্পে নেই ।কারিয়ার এই কাজের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের ভাষা অন লাইনে তেমন স্থান পায় না তারাও এআই সহ প্রযুক্তির সুবিধা পায় । ২৩ বছরের ছাত্র বিনুতা বাবা-মার ওপর নির্ভরতা কমাতে কারিয়াকেই অবলম্বন করেছে । তার কথায়, গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ ইংরেজি জানে না । যদি একটা কমপিউটার কন্নড় বোঝে, তাহলে খুবই উপকার হয় । কারিয়ার সিইও ২৭ বছরের মনু চোপড়া বলছেন, বর্তমানে যা মজুরির হার, তাকে বাজারের ব্যর্থতাই বলতে হয় । আমরা অলাভজনক থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ আপনি কখনও বাজারে ঢুকে বাজারের ব্যর্থতার সমাধান করতে পারবেন না ।মূল কথাটি হল কাজটা অতিরিক্ত । প্রথমেই কারিয়া তার কর্মীদের যেটা বলে, সেটা হল এটা কোনো স্থায়ী চাকরি নয় । বরং দ্রুত আয় বাড়াবার একটি উপায়, যাতে অন্যান্য কাজ করার উৎসাহ পাওয়া যায় । অ্যাপ ব্যবহার করে একজন কর্মী সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৫০০ জলার পর্যন্ত রোজগার করতে পারে, যা ভারতের গড় বার্ষিক আয়ের সমান । এরপরে, তারা অন্যজনের জন্য রাস্তা করে দেয় । কারিয়া জানিয়েছে সারা দেশে ৩০ হাজার গ্রামীন মানুষকে তারা মজুরি হিসেবে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা(প্রায় ৮ লক্ষ ডলার)দিয়েছে । ২০৩০-এর মধ্যে এটিকে ১০ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান চোপড়া । তিনি বলেছেন, ঠিকঠাক চললে আমি মন থেকে বিশ্বাস করি যে, এটাই লক্ষ লক্ষ মানুষকে দ্রুত দারিদ্রমুক্ত করতে পারবে । চোপড়া দারিদ্রের মধ্যেই বড় হয়েছেন । স্টানফোর্ডে বৃত্তি পাওয়ার পর তার জীবনটাই বদলে যায় । চোপড়া বলছেন, এটা একটা পুরোপুরি সামাজিক প্রকল্প । সম্পদই শক্তি । আর আমরা চাই পিছিয়ে থাকা মানুষজনের মধ্যে সম্পদের পুনবন্টন ।চোপড়াই প্রথম প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান নয়, যারা বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষের উপকারের জন্য এআই তথ্যের সম্ভাবনা নিয়ে ভেবেছে । চ্যাট, জিপিটি এবং মেটার ফেসবুকের জন্য কাজ করা আউটসোর্সিং কোম্পানি সামাও গ্লোবাল সাউথের মানুষজনকে দারিদ্রমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে বলে নিজেদের পরিচয় দেয় । কিন্তু, কেনিয়ার অনেক চ্যাট জিপিটি কর্মীই ঘঃটায় ২ ডলারের কম রোজগার করে । তারা বলেছে, তাদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয় প্রশিক্ষণ তথ্যের, যাতে তারা দিশাহারা । ওই কোম্পানি ফেসবুকের জন্যও একই ধরনের কাজ করে । তাতে যুক্ত এক কর্মী জানিয়েছে, আরও ভালো কাজের পরিবেশের দাবি করায় তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । সামার বক্তব্য কর্মীদের বেশি মজুরি দিলে স্থানীয় অর্থনীতি নড়বড়ে হয়ে যাতে পারে । তাতে ভালোর চেয়ে খারাপই হবে বেশি । তবে কর্মীদের বক্তব্য মালিকদের এই কথা ইতিহাসকেই স্মরণ করায় ।চোপড়া বলছেন, গত ৫ বছরে সবচেয়ে বেশি যেটা শিখেছি, এটা নিশ্চয়ই সম্ভব । এটা আকাশ কুসুম কল্পনা নয় । ন্যূনতম মজুরি ২০ গুণ বাড়ালেও সংস্থা লাভজনকই থাকবে ।কারিয়ার কথা প্রথম শুনলে একটু সন্দেই হবে, কেননা সামাও তার পথ চলা শুরু করেছিল অলাভজনক সংস্থা হিসেবে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে । কিন্তু, পরে তারা মুনাফাখোর ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে । তাহলে কারিয়া কি পারবে তার নীতির প্রতি নিষ্ঠা রাখতে ? যদি পারে, তা সেটাও বা কতদিন । একটা বিষয় পরিস্কার সব প্রশ্নের উত্তর পেতে ভারতের থেকে ভালো পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান আর হয় না । সেখানে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সস্তা ডেটা মোবাইল ডেটা । যে দেশে গ্রামের একজন গরীব মানুষেরও স্মার্টফোন ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে । আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে । তাদের যদি চোপড়ার ভাবনা মতো আর্থিক উপায়ের ব্যবস্থা করা যায়,

ফিট ইন্ডিয়া শুধু শক্তিশালী শরীর নয়, সুস্থ মন ও প্রাণবন্ত আত্মার ভীতঃপুষ্কর ধামি

দেহরাদূন, ২৩ মার্চ ঃ দেখতে দেখতে ৩-বছর পূর্ণ হল উত্তরাখণ্ডের পুষ্কর সিং ধামি সরকারের। এই উপলক্ষ্যে রবিবার সকালে দেহরাদূনে, মুখ্যমন্ত্রীর ক্যাম্প অফিস কমপ্লেক্স গেট থেকে সাইকেল র‍্যালির শুভ সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। মুখ্যমন্ত্রী ধামি নিজেও ওই র‍্যালিতে অংশ নেন। পরে ফিট ইন্ডিয়া রান-এই সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী।মুখ্যমন্ত্রী ধামি এদিন ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্টের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেছেন, ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট কর্মসূচিতে এসে আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখতে পারা সত্যিই আমার জন্য গর্বের বিষয়। এটি একটি জাতীয় মিশন, যা আমাদের সুস্থ ও শক্তিশালী ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়ন সহায়তা করে। ফিট ইন্ডিয়া কেবল একটি শক্তিশালী শরীর নয়। এটি একটি সুস্থ মন এবং প্রাণবন্ত আত্মার ভীত। কেবলমাত্র একটি ফিট উত্তরাখণ্ডই সমৃদ্ধ উত্তরাখণ্ড হতে পারে, যেখানে সবাই এগিয়ে যায় এবং দেশের অগ্রগতিতে অবদান রাখে।

উত্তর প্রদেশে বৃদ্ধাকে হত্যার অভিযোগে যুবক গ্রেফতার

লখনউ, ২৩ মার্চ ঃ উত্তর প্রদেশের লখনউয়ের গোসাইগঞ্জ থানা এলাকায় এক বৃদ্ধাকে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করল পুলিশ। মৃতার স্বামী জগমোহনের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছিল।সিসিটিভি ফুটেজের মাধ্যমে পুলিশ অভিযুক্ত তুষার ওরফে বিশাল বর্মাকে চিহ্নিত করে। সে স্বীকার করে, একটি বিষয়ে বৃদ্ধা জগরানার সঙ্গে তার তর্ক হয়। রাগের মাথায় বৃদ্ধার গলা চেপে ধরে লোহার রড ও ইঁট দিয়ে আঘাত করে হত্যা করে এবং মরদেহ একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে লুকিয়ে রাখে।পুলিশ অভিযুক্তের কাছ থেকে

বাংলাদেশে পাচারের পথে শ্রীভূমিতে বিএসএফ-এর অভিযানে বাজেয়াপ্ত লক্ষাধিক টাকার আতশবাজি ও পূজার উপকরণ সামগ্রী

শ্রীভূমি (অসম), ২৩ মার্চঃ নেশাসামগ্রী নয়, এবার বাংলাদেশে পাচারের পথে গত শনিবার ভোররাতে লক্ষাধিক টাকার আতশবাজি এবং পূজার উপকরণ সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছে ১৬ নম্বর বিএন বিএসএফ। কাঁটাতারের বেড়া কেটে, নদী সীমান্ত দিয়ে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে থাকে চোরাকারবারীরা। এবার বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী পাচার করতে গিয়ে কৌশল অবলম্বন করলে পাচারকারীদের সেই পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে বিএসএফ-এর তৎপারতায়। তবে চোরাকারবারীদের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে বিএসএফ সাফল্য লাভ করলেও এর সঙ্গে জ।তি কাউকে আটক করতে পারেনি।সূত্রে জানা গেছে, গোপন খবরের ভিত্তিতে শুক্রবার রাত থেকে অভিযানে নামেন বিএসএফ-এর জওয়ানরা। বর্ডার রোডে টহল থাকার পর অতিরিক্তভাবে নিরীক্ষণ রাখা হয় উত্তর করিমগঞ্জের জগন্নাথি এলাকার ভিতরগুল সীমান্তকে। শেষে সাফল্য আসে আজ শনিবার ভোর রাতে। বাজেয়াপ্তকৃত সামগ্রীগুলি নিয়ে আসা হয় বিওপিতে।বিএসএফ-এর জনৈক আধিকারিক জানান, উদ্ধারকৃত সামগ্রী সহ নৌকার বাজারমূল্যে প্রায় দে। লক্ষাধিক টাকা। তিনি বলেন, সীমান্ত দিয়ে চোরাচালানের সঙ্গে যারা যুক্ত, তাদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দারা তথ্য সংগ্রহের কাজ চালাচ্ছেন। সীমান্ত এলাকা দিয়ে চোরাচালান সম্পূর্ণ বন্ধ করতে একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।উল্লেখ্য, আসন্ন বাসন্তী পূজা এবং নববর্ষ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের বাজারে চাহিদা বে।ছে পূজার উপকরণ সামগ্রী সহ আতশবাজির। যার দরুন এ ধরনের সামগ্রী পাচারের জন্য উঠেপ।ে লেগেছে চোরাকারবারীরা। সুযোগ বুঝে ফেন্সিঙের উপর দিয়ে এগুলো পাচার করা হয় বাংলাদেশে।

ভগৎ সিং, সুখদেব ও রাজগুরুর শহীদান দিবস উপলক্ষে ডিওয়াইএফআই'র রক্তদান

আগরতলা, ২৩ মার্চ ঃ ওদের কাজ রক্ত ঝরানো, আর আমাদের লক্ষ্য রক্তদানের মধ্য দিয়ে মানুষের জীবন বাঁচানো। রবিবার আগরতলায় শহীদ ভগৎ সিং, সুখদেব এবং রাজগুরুর শহীদান দিবস উদযাপন উপলক্ষে ডিওয়াইএফআই এর মধ্য বনমালীপুর অঞ্চল কমিটি আয়োজিত রক্তদান শিবিরে এমনটাই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন সিআইটিইউ রাজ্য সভাপতি তথা প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে।ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য যুবসমাজকে উদ্দীপিত করার দাযিত্বে ছিলেন ভগ সিং, সুখদেব এবং রাজগুরু। এই ত্রয়ী বিপ্লবীর সাংগঠনিক কার্যকলাপ ব্রিটিশ প্রশাসনের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। এর ফলেই ব্রিটিশ প্রশাসনের হাতে এই তিন বীর বিপ্লবীর শহীদের মৃত্যুবরণ করতে হয়। রবিবার এই তিন বীর বিপ্লবীর শহীদ দিবস। এই উপলক্ষে সিপিআইএমের যুব সংগঠন ডিওআইএফআইয়ের মধ্য বনমালীপুর অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে রবিবার রাজধানীর হরিজন কলোনি এলাকায রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয।এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম নেতৃবৃন্দদ। নেতৃবৃন্দ রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন। এই কর্মসূচি প্রসঙ্গে সিআইটিইউ রাজ্য সভাপতি মানিক দে জানান, রক্তদান দলের একটি চলমান প্রক্রিয়া।পার্টির নির্দেশক্রমে দলের বিভিন্ন গণসংগঠন এই রক্তদান শিবির কর্মসূচির আয়োজন করে থাকে। এদিন বীর বিপ্লবী ভগৎ সিং, সুখদেব এবং রাজগুরুর শহীদান দিবস উদযাপন উপলক্ষে ডিওযাইএফআই এর মধ্য বনমালীপুর অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে এই রক্তদান শিবিরের আযোজন করা হযেছে। তিনি আরো জানান, রাজনৈতিক কর্মসূচির পাশাপাশি অসহায় এবং মুমূর্ষ রোগীদের পাশে দাঁড়ানো দলের একটি অন্যতম সামাজিক কর্তব্য এবং দাযিত্ব।গত শনিবার রাজধানীর জয়নগর এলাকার ঘটনার প্রসঙ্গ তুলে তিনি জানান, আমরা রক্তদানের মত মহতি উদ্যোগ গ্রহণ করে দুঃস্থদের জীবন বাঁচানোর ক্ষেত্রে এগিয়ে আসি, আর শাসক দলের লক্ষ্য হল অহেতুক রক্ত ঝরানো। এটাই আমাদের সাথে শাসকদলের নীতিগত পার্থক্য বলে জানান সিআইটিইউ রাজ্য সভাপতি মানিক দে।

অভূতপূর্ব সাফল্য ভারতের, রোমাঞ্চকর ম্যাচে পরাজিত বাহরাইন

মানামা, ২৩ মার্চঃগত শনিবার রাতে রোমাঞ্চকর ম্যাচে বাহরাইনকে ৮১-৭৭ ব্যবধানে হারিয়ে ২০২৫ সালের পুরুষদের এশিয়া বাস্কেটবল কাপে যোগ্যতা অর্জনের জন্য ভারত এক অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে।৫ থেকে ১৭ আগস্ট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া কন্টিনেন্টাল টুর্নামেন্টের জন্য ভারত সৌদি আরবের জেদ্দায যাবে। অবশ্যই টুর্নামেন্টে ফেভারিট নয় ভারত, তা সত্ত্বেও ভারত গ্রুপ-এইচ-এর বাছাইপর্বের টুর্নামেন্টে ইরাককে ৯৭-৭৭ এবং তারপরে বাহরাইনকে ৮১-৭৭-তে হারিয়েছে।এদিন ভারত হাফ টাইমে বাহরাইনের বিরুদ্ধে ৩৯-৩৮ ব্যবধানে এগিয়ে ছিল এবং তৃতীয় ম্যাচে ৬২-৫৫ ব্যবধানে এগিয়ে ছিল। চতুর্থ এবং শেষ কোযার্টারে তারা নিজেদের অবস্থান ধরে রেখে একটি বিখ্যাত জয় অর্জন করেছে। ভারত শেষবার বাহরাইনকে হারিয়েছিল ২০১৩ সালে।

ঝাড়খণ্ডে আইইডি বিস্ফোরণে আহত বাঁকুড়ার সেনা জওয়ান

বাঁকুড়া, ২৩ মার্চ ঃ ঝাড়খণ্ডের পশ্চিম সিংভূম জেলার ছোটনাগরা থানা এলাকায় মাওবাদীদের পেতে রাখা আইইডি বিস্ফোরণে গুরুতর আহত হয়েছেন বাঁকুড়ার রাজগ্রামের বাসিন্দা পার্থ প্রতিম দে। একই বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুরের সিআরপিএফ জওয়ান সুনীল কুমার মণ্ডলের।শনিবার বিকেলে কর্তব্যরত অবস্থায় বিস্ফোরণ ঘটে। আহত দুই জওয়ানকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে রাঁচির হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় সুনীল কুমার মণ্ডলের। পার্থ প্রতিম দে এখনও চিকিৎসাধীন।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

১০ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার, ইংরেজীঃ ২৪ মার্চ ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ ৯চৈত্র চান্দ্রঃ ৬ গোবিন্দ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৮চৈত্র ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৭ চৈত্র১৯৪৬, মৈতৈঃ৬ ফাইরেন, আসামঃ৬ চৈত্র, মুসলিমঃ৫-শা'বান-১৪৪৬ হিজরী।শীতলা ষষ্ঠীসূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ১৬ঃ৫০ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ২৩ঃ৫৯।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ০৪ঃ০৮(৪) এবং অস্তঃরাত্রি ১১ঃ২৫ঃ২১(৪)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃ সপ্তমী (ভদ্রা) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ ১৬ঃ৩৩ দং ৫৭৩০১২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃঅশ্বিনী রাত্রিঃ১২ঃ৪৬ঃ ১২ দং ৪৬১৪২০ পর্যন্ত পরে ভরণীকরণঃগর রাত্রিঃ০৬ঃ২৭ঃ২৮ দং ৩০২৬২২.৫ পর্যন্ত পরে বণিজযোগঃশুভ শেষ রাত্রি ঘ ০৩ঃ ০৬ঃ৫৭ দং ৫২৬১২.৫ পর্যন্ত পরে শুক্রঅমৃতযোগঃদিন ০৮ঃ৩০ঃ২১ থেকে - ১০ঃ৪৩ঃ৪৭ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০২ঃ ২৬ঃ১০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ১০ঃ ৩৯ থেকে - ০৪ঃ৩৯ঃ৩৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ২৪ঃ০৪ থেকে - ০৬ঃ১৫ঃ৩৬ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ ৫০ঃ১০ থেকে - ১১ঃ২৪ঃ৪৪ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৫৯ঃ১৮ থেকে - ০৩ঃ৪২ঃ২১ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃ দিন ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০১ঃ ৪১ঃ৪১ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ১২ঃ ১৬ঃ১৬ থেকে - ০১ঃ০৭ঃ৪৭ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৭ঃ৪০ঃ১৯ থেকে - ০৯ঃ০৩ঃ৪৩ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ৫৪ থেকে - ০২ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৭ঃ০০ঃ৪১ থেকে - ০৮ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৯২২০৩৩ (২২) ৪ পদচন্দ্রঃ ০১৫৫০২১ (২) ১ পদমঙ্গলঃ ২২৬২২০ (৭) ২ পদবুধঃ ৯২১৫১৪৫ (২২) ৪ পদ বৃহস্পতিঃ১১৭৪২১৯ (৪) ৩ পদ শুক্রঃ১১৩৩৮১৮ (২৬) ১ পদ শনিঃ১০২০৪৪৩২ (২৫) ১ পদ রাহুঃ১১৭৪৩৪৩ (২৬) ২ পদকেতুঃ ৫৭৪৩৪৩ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রি বৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃমকর রাশি সকাল ০৬ঃ৪৭ঃ২৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ০৮ঃ২০ঃ৫০ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ০৯ঃ৫১ঃ৫৪ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ১১ঃ৩২ঃ২৭ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০১ঃ৩০ঃ৫২ পর্যন্ত। মিথুন রাশি দুপুর ০৩ঃ৪৪ঃ১০ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৫ঃ৫৯ঃ ৫৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ ১১ঃ১৩ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্র ১০ঃ২১ঃ২৪ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্রি ১২ঃ৩৫ঃ৩৫ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ৫১ঃ২০ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৬ঃ৩৭ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গে আরও বৃদ্ধি পাবে তাপমাত্রা। স্বাভাবিকের থেকে তাপমাত্রা থাকবে অনেকটাই বেশি। পশ্চিমের কিছু জেলায় তাপপ্রবাহের পূর্বাভাসও রয়েছে। সেখানে জারি করা হয়েছে সতর্কতা। উত্তরবঙ্গেও তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বৃহঃবার কলকাতার ন্যূনতম তাপমাত্রা ছিল ২৬.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩.৭ ডিগ্রি বেশি।আগামী ২-৩ দিন দক্ষিণবঙ্গে দিনের তাপমাত্রা ২ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেতে পারে। রবিবার তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস রয়েছে পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুরের দু'-এক জায়গায়। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলায় অস্বস্তিকর আবহাওয়া থাকতে পারে। সোমবার পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমানের দু'-এক জায়গায় তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস রয়েছে। দক্ষিণের বাকি জেলায়ও থাকবে গরম থাকতে পারে। জোয়ার-সকাল৭ টা ৫০ মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল ৭ টা ৫০মনিট এবং রাত ০১ টা ৫২মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫টা ৪৮মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৪৪মিনিট

দিনরাত এক করে কাজ, তিনদিন পর জল সরবরাহ হবে উত্তর হাওড়ায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৩ মার্চ ঃ কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও দিনরাত এক করে কাজ, তিনদিন পর রবিবার সন্ধ্যের মধ্যে জল সরবরাহ করা হবে উত্তর হাওড়ায়। পুরসভা সূত্রে এমনটাই খবর। বৃহস্পতিবার থেকে টানা তিনদিন ধরে উত্তর হাওড়ার মানুষ কার্যত নির্জলা ছিলেন। পরিস্থিতি মোকাবিলায় হাওড়া ও কলকাতা পুরসভা এবং অন্যান্য বিভিন্ন পুরসভা থেকে জলের ট্যাঙ্ক এনে উত্তর হাওড়া এবং শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন ওয়ার্ডে জল সরবরাহ করা হয়। পরে মধ্য হাওড়া ও শিবপুরে জল সরবরাহ স্বাভাবিক হলেও উত্তর হাওড়া নির্জলা ছিল। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে বেলগাছিয়ায় বিকল্প পাইপলাইনের মেরামতির কাজ যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে শুরু হয়। আনা হয় বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারদের। সেই কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই রবিবার সকালে শেষ হয় বলে জানা গেছে। এরপর পাইপলাইনের এয়ার বের করে টেস্টিং-এর কাজ হয়। পুরসভা আশা করছে জলাধার পূর্ণ করে রবিবার সন্ধ্যের মধ্যেই উত্তর হাওড়ায় পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ করা যাবে। এই বিষয়ে হাওড়া পুরসভার উপ মুখ্য প্রশাসক তথা জলের দপ্তরের বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত সৈকত চৌধুরী বলেন, শিবপুর ও মধ্য হাওড়ায় আগেই জল সরবরাহ স্বাভাবিক হয়েছে। যদি না নতুন করে কোনও বিপর্যয় হয় আমরা আশাবাদী রবিবার সন্ধ্যের মধ্যে উত্তর হাওড়ার সব ওয়ার্ডেও স্বাভাবিক জল সরবরাহ করতে পারব।

বেলগাছিয়া ভাগাড়ে যেখানে হাওড়ার সমস্ত জঞ্জাল ফেলা হয় সেই জায়গাটা পাহাড়ের মতো হয়ে গিয়েছে। সেখানে ধস নেমে পানীয় জলের পাইপ সরে যায়। ফলে এক বড় ধরনের বিপর্যয় হয়। এরফলে হাওড়ার মানুষজন জলের সমস্যায় পড়েন। বিশেষ করে উত্তর হাওড়ার মানুষজন প্রায় ৩ দিন ধরে নির্জলা অবস্থায় দিন কাটিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী নিজে এই পরিস্থিতি নিয়ে খোঁজ নিয়েছেন।

এছাড়া কলকাতা কর্পোরেশন সহ অন্যান্য পুরসভা আমাদের সাহায্য করেছে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শেষ করা হয়েছে। ঠিক ছিল এরকম ঘটনা ঘটলে ওই জায়গায় ডেডিকেটেড পাইপলাইন করার ব্যাপারে। কিন্তু মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকের সময়ে অনুমতি না পাওয়া সহ অন্যান্য কারণে এই কাজ পিছিয়ে গিয়েছিল।

এরই মধ্যে এই বিপর্যয় ঘটে যায়। যে কারণে হাওড়ার মানুষকে হঠাৎ করেই এই সমস্যায় পড়তে হয়। রবিবার সকাল সাড়ে ৭টা থেকে ৮টার মধ্যে কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কাজের সময় সব জল পাইপ থেকে বের করে দেওয়ার জন্য পাইপে বাতাস জমে গিয়েছিল। এই কারণে বেলগাছিয়া এবং সালকিয়ায় জল ব্যবহারকারীদের কাছে জল পৌঁছনো সম্ভব হচ্ছিল না। পরবর্তীকালে দ্রুত এয়ার ভাল্ব বানিয়ে সেই হাওয়া বার করে দিতে পারা গিয়েছে। অনুমান বিকেল বা সন্ধ্যার মধ্যে উত্তর হাওড়ার সকল মানুষকে জল সরবরাহ করা সম্ভব হবে। আবার যদি কোনও বিপর্যয় না ঘটে তাহলে হাওড়ার মানুষের আর জলের কষ্ট হবে না। যেমন জল যায় তেমনই জল যাবে। অন্যদিকে, হাওড়া পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডা সুজয় চক্রবর্তী বলেন, ইতিমধ্যেই মধ্য হাওড়া এবং শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রে জল সরবরাহ স্বাভাবিক হয়েছে।

বাকি ছিল উত্তর হাওড়া। ইতিমধ্যেই বেলগাছিয়া মোড়ে নতুন পাইপলাইনের সংযোগ করা হয়েছে। জল সরবরাহ করার আগে পাইপটা প্রথমে ওয়াশ করা হচ্ছে। আমাদের চেষ্টা আছে রবিবার সন্ধ্যের মধ্যে উত্তর হাওড়ায় জল সরবরাহ স্বাভাবিক করতে। রাতের মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে যাবে উত্তর হাওড়ার জল সরবরাহ। দিনরাত এক করে আমাদের দপ্তরের কর্মীরা, কেএমডিএর ইঞ্জিনিয়াররা এই সফলতা পেয়েছেন। বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাতে চাই দপ্তরের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এবং সর্বোপরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমাদের এই কাজে সহায়তা করার জন্য।

দক্ষিণ পূর্ব রেল ২০০ মেট্রিক টন মালবাহী পণ্য পরিবহন অতিক্রম করেছে

কলকাতা, ২৩ মার্চঃ দক্ষিণ পূর্ব রেল চলতি অর্থবছরে ২০০ মিলিয়ন টন মালবাহী পণ্য পরিবহনের সীমা অতিক্রম করে একটি বড় মাইলফলক অর্জন করেছে।

এখন পর্যন্ত, চলতি অর্থবছরে ২০৪ মেট্রিক টন মালবাহী পণ্য পরিবহন করেছে। এটি দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের একটি দুর্দান্ত পারফরম্যান্স।-এর চারটি বিভাগ এই অসাধারণ মালবাহী পণ্য পরিবহন কর্মক্ষমতায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। চক্রধরপুর বিভাগ ১৪৮.৬ মিলিয়ন টন, আদ্রা বিভাগ ২৭.৭ মিলিয়ন টন, খড়গপুর বিভাগ ২৪.৩ মিলিয়ন টন এবং রাঁচি বিভাগ ৩.৩ মিলিয়ন টন পণ্য পরিবহন করেছে।

এপ্রিল, ২০২৪ থেকে মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত, উৎপাদিত পণ্য পরিবহন থেকে ১৮৩৫৯.৩৮ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে।

কাষ্ঠশালী নিভাননী উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘটনায় আরো এক শিক্ষক গ্রেফতার

প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২৩ মার্চঃ পূর্বস্থলীর কাষ্ঠশালী নিভাননী উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের প্রতি অশালীন আচরণের অভিযোগ ঘিরে ক্রমশ উত্তাল হয়ে উঠছে গোটা এলাকা।

অভিযোগ, একাধিক ছাত্রীদের কুরুচিকর মেসেজ পাঠানো, নানা অছিলায় গায়ে হাত দেওয়া এবং অশোভন আচরণের মতো গুরুতর অপরাধে জড়িত ছিলেন স্কুলের তিনজন শিক্ষক। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত বৃহস্পতিবার স্কুল চত্বরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষুব্ধ অভিভাবক, স্থানীয় বাসিন্দা ও অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে গোটা বিদ্যালয় এলাকা। প্রথমে ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ এক অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেফতার করে। এরপর, তদন্তের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আরও এক শিক্ষকের নাম উঠে আসে, যার ফলে পরিস্থিতি আরও সরগরম হয়ে ওঠে। গতকাল শনিবার পুলিশ দ্বিতীয় অভিযুক্ত শিক্ষক সত্যজিৎ চৌধুরীকে গ্রেফতার করে। জানা গিয়েছে, তাঁকে আজ, রবিবার, কালনা মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে। তবে, এখনও অধরা রয়েছেন তৃতীয় অভিযুক্ত শিক্ষক। তাকে ধরতে তৎপর পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্তরা দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রীদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করতেন, কিন্তু এতদিন সেই ঘটনা প্রকাশ্যে আসেনি। অবশেষে সাহস করে একাধিক ছাত্রী ও তাদের পরিবার পুলিশের দ্বারস্থ হলে ঘটনাটি সামনে আসে। এখন এলাকাবাসীর একটাই দাবিতৃতীয় অভিযুক্তকেও দ্রুত গ্রেফতার করা হোক এবং দোষীদের কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক, যাতে ভবিষ্যতে এমন ঘটনা আর না ঘটে। প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চলছে এবং আইনানুগ ব্যবস্থাও নেওয়া হবে।

ভারত সেবাশ্রম সংঘের উদোগে লক্ষ্মীকান্তপুর নট্টের মাঠে হিন্দু ধর্ম সংস্কৃতি মহা সম্মেলন ও বিশ্ব শান্তি যজ্ঞ

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ২৩ মার্চঃ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের উদ্যোগে হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি মহা সম্মেলন ও বিশ্ব শান্তি যজ্ঞ হয়ে গেল রবিবার। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ পরিচালিত দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা হিন্দু মিলন মন্দিরের পক্ষ থেকে এবং স্বামী প্রনবানন্দ ভাব প্রচার পরিষদের উদ্যোগে দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলার লক্ষীকান্তপুর নট্টের মাঠে অনুষ্ঠীত হয়ে গেল হিন্দু ধর্ম সংস্কৃতি মহা সম্মেলন ও বিশ্ব শান্তি যজ্ঞ। এদিন এই উপলক্ষে ২৫টি যজ্ঞ কুন্ডে মহাযজ্ঞের উদ্বোধন করেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের কার্যকরী সভাপতি স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী মহারাজ। মহাযজ্ঞে অংশ নেন শতাধিক সন্ন্যাসী ও কয়েক হাজার সাধারণ মানুষ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার, স্থানীয় বিধায়ক জয়দেব হালদার সহ আরো অনেকে। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা যুগাবতার আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দ জী মহারাজের ১৩০তম আবির্ভাব বর্ষ উপলক্ষে ১৩০জন যুবক যুবতী শতবর্ষ উদযাপন করেন দ্বাদশ অক্ষর শিব সিদ্ধ নাম ওঁ হরো গুরু শঙ্কর শিব শম্ভুর নামে এদিন মাঠ প্রদক্ষিণ করে। এদিন ৫১ জন মায়েরা মিলে শ্রীশ্রী চন্ডী পাঠ ও শ্রীশ্রী গীতা পাঠ করেন। এই মহতি সম্মেলনে সারা জেলার প্রায় ৬০ টি জায়গা থেকে উৎসাহী ভক্তরা এ দিন নট্টের মাঠের সম্মেলনকে স্বার্থক করে তোলেন। সারাদিনের এই অনুষ্ঠান হিন্দু সমাজের প্রায় সমূহ আচার পালিত হয়। কাশী বিশ্বনাথের বিভূতি, মহাকুম্ভের জল ও বাজিতপুরের বেল কাঠ আধ্যাত্মিক ভাবনার সাক্ষী হয়ে থাকলো সারা দক্ষিণ ২৪পরগনা জেলার সঙ্ঘের ভক্তদের। শেষ বেলায় অভিনব উপায় অবলম্বন করে ২৫টি যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। মায়েরা যজ্ঞ বেদী প্রদক্ষিণ ও একসাথে অগ্নি সংযোগ অতি আচরণ সিদ্ধ ছিল।আর এদিনের এই যজ্ঞের সাক্ষী থাকলো এলাকার মানুষ।

রমজান মাসে তারা মায়ের মন্দির থেকে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করল ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি

নববারাকপুর, ২৩ মার্চঃ ভেদাভেদ নিয়ে যখন বিভাজনের রাজনীতি লড়াই চলছে। ঠিক সেই সময় ধর্মনিরপেক্ষতার বার্তা তুলে ধরে পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মেলবন্ধন অটুট রাখতে রবিবার সকালে ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর রাজবংশী মুড়াগাছা নিজ বাসভবনে তারা মায়ের মন্দির থেকে এলাকায় সংখ্যালঘু ভাই বোন মায়েদের হাতে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করল। বিরল নজির দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন ব্যারাকপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। হাজি সাহেব মন্দির ব্রাহ্মণ পুরোহিত কে নিয়ে মঙ্গলদ্বীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন সাংসদ সৌগত রায়। সাংসদ বলেন পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে প্রবীর রাজবংশী বহু

বছর ধরে ঈদের সময় ধর্মনিরপেক্ষতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করছে বাড়িতে তারা মায়ের মন্দিরের সামনে থেকে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ক্ষেত্রে বড় উদাহরণ। অভিনন্দন জানাই প্রবীর রাজবংশী কে। এই সময়ে বেশ ভালো কাজ হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন হিন্দি প্রকোষ্ঠের জেলা চেয়ারম্যান অশোক শর্মা, সমাজসেবী প্রদীপ আঢ্য, বিলকান্দা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত উপপ্রধান অঞ্জলি দেউরি, আগরপাড়া নেতাজী শিক্ষায়তন ফর গার্লস-র প্রধান শিক্ষিকা হিমেলি পাল, শিউলি হাই স্কুলের শিক্ষক ও খড়দহ পুরসভার পুর প্রতিনিধি চিন্ময় কুমার দাস, লেনিনগড় শিক্ষা নিকেতন হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্বপন কুমার রায় সহ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সহ শিক্ষক রা।

প্রবীর রাজবংশী বলেন দীর্ঘ সাত বছর ধরে পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের ইফতার বিলি করছি। মুড়াগাছা বাড়িতে তারা মায়ের মন্দির থেকে। এদিন ২৫০ সংখ্যালঘু ভাই বোন মায়েদের বাচ্চাদের ইফতার সামগ্রী ফল খেজুর কলা শসা পেয়ারা আপেল তরমুজ আখরোট এবং শাড়ি লুঙ্গি বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিতরণ করা হয়।

কুলতলির কৈখালি পর্যটন কেন্দ্রকে সাজাতে একগুচ্ছ কাজ শুরু হয়েছে সরকারের উদ্যোগে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,কুলতলি, ২৩ মার্চঃ আইলা থেকে আমফান ভেঙে গিয়েছে একাধিক বাঁধ সুন্দরবনে। নদীপাড়ে বাস করে সবসময় মনে আতঙ্ক নিয়ে দিনযাপন করতে হয় সুন্দরবনের বাসিন্দাদের। প্রতি বছরই সুন্দরবনে লেগে থাকে একের পর এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ। সুন্দরবনের অন্যতম প্রবেশদ্বার কুলতলির কৈখালি। আর এই কৈখালিতে সারা বছর পর্যটকরা ভিড় করে। ধীরে ধীরে এই কৈখালি পর্যটন কেন্দ্র আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে।তবে প্রতিবছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কৈখালি ঘেষা মাতলা নদী বাঁধের অবস্থা সংকট জনক হয়ে পড়েছে। আর তা নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল

পর্যটক থেকে শুরু করে পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ী সহ স্থানীয় বাসিন্দাদের। এ নিয়ে বারবার স্থানীয়দের দাবি ছিল স্থায়ী বাঁধ তৈরির। অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান হয়েছে কৈখালিতে তৈরি হচ্ছে আধুনিক পদ্ধতির উন্নততর বাঁধ। দীর্ঘদিন বুকের মধ্যে পুষে রাখা স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পাচ্ছে তাই উচ্ছ্বসিত পর্যটক থেকে নদীর পাড়ের বাসিন্দারা। দেখা দিয়েছে তাদের মাঝে স্বস্তি। কুলতলির গোপালগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের কৈখালি নদী পাড় এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, বাঁধ নির্মাণে কাজ চলছে। তবে বাঁধ নির্মাণে যেন কোনো অনিয়ম না হয় সেদিকে খেয়াল রাখার দাবি স্থানীয়দের। এখন নতুন করে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখছে কৈখালি সংলগ্ন এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে কৈখালি পর্যটন ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যবসায়ীরা। প্রসঙ্গত, রাজ্য সরকার এর আগে ও কংক্রিটের বাঁধ করার কথা ঘোষণা করে ছিল। তবে কবে হবে সেই নিয়ে একাধিকবার প্রশ্ন উঠেছিল। কিন্তু একের পর এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসতেই সমস্যায় পড়েন গ্রামবাসীরা।

তবে এবার বড়সড় বিপদ হয়নি। তাই ভবিষ্যতে যাতে আর সমস্যা না হয়,তাই কংক্রিটের পাকা বাঁধ তৈরির কাজ শুরু হল। এব্যাপারে কুলতলি বিধানসভার বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডল বলেন, সুন্দরবনের কৈখালি পর্যটন কেন্দ্রকে সাজিয়ে তুলতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে একাধিক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেই মতো কাজ শুরু হয়েছে।

বেলগাছিয়া ভাগাড়ের বিপর্যস্ত এলাকায় এসে রাজ্য সরকারের কড়া সমালোচনা,

হাওড়ায় পুরভোট না হওয়া নিয়েও কটাক্ষ রুদ্রনীলের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৩ মার্চ ঃ বেলগাছিয়া ভাগাড়ের বিপর্যস্ত এলাকায় এসে রাজ্য সরকারের কড়া সমালোচনার পাশাপাশি হাওড়ায় পুরভোট না হওয়া নিয়েও কটাক্ষ করলেন রুদ্রনীল ঘোষ। গরীব মানুষকে কেন্দ্রের বিভিন্ন যোজনার সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে না। সেইসব প্রকল্পের টাকা তৃণমূলের নেতারা চুরি করে পকেটে পুরে নিচ্ছে। এমনই অভিযোগ তুললেন বিজেপি নেতা তথা বিশিষ্ট অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ। রবিবার দলীয় নেতৃত্বকে সঙ্গে নিয়ে তিনি হাওড়ার বেলগাছিয়া ভাগাড়ের বিপর্যস্ত এলাকায় এসে ওই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, এখানকার সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেদের মধ্যে গালমন্দ করতে ব্যস্ত। হাওড়ার শিবপুরের বিধায়ক মনোজ তেওয়ারি এলাকায় আসছেন না। এই এলাকায় বনেদি তৃণমুল নেতা অরূপ রায় ক্রিমিন্যালের চাষ করেন। উনি পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন কেউ যদি তাঁকে চোর বলে তাঁকে গ্রেফতার করতে। পুলিশ প্রমোশনের লোভে এবং ট্রান্সফারের ভয়ে ওদের কথা শুনে চলছে। সাধারণ মানুশের জন্য আবাস যোজনার প্রকল্প পাঠানো হচ্ছে। চাল, ডাল, রেশন

সব পাঠানো হচ্ছে। আর তৃণমুল তা চুরি করছে। মানুষ জেনে গিয়েছে তৃণমূলকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিসর্জন না দিলে মুক্তি নেই। আমাদের নেতারা মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পৌঁছচ্ছেন। আমাদের প্রায় ৩০০ কর্মীকে মেরে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি মানুষের কাছে পৌঁছলে সেখানে চোরেরা কালো পতাকা দেখাচ্ছে। যখন জেনে গিয়েছে আধার কার্ড এবং ভোটার কার্ড লিঙ্ক হয়ে যাবে সেই কারণে পাগলা হয়ে গিয়েছে। আমাদের যতই মারা হোক আমরা দুর্গত মানুষের পাশে থাকব। ফিরহাদ হাকিম বলেছিলেন জাপানি সংস্থাকে এনে এই ভ্যাটের উন্নয়ন করবেন। কিন্তু কি করেছেন তা জানা নেই। ২০১৩ সালে হাওড়া পুরসভায় শেষ নির্বাচন হয়েছিল। ২০১৮ সালের পর থেকে এখানে কাউন্সিলার নেই। কাউন্সিলার না থাকার ফলে এলাকার মানুষ অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছেন। এই পরিস্থিতিতে নাগরিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন হাওড়ার বাসিন্দারা। হাওড়া পুরসভাকে যেভাবে অভিভাভবকহীন করে রেখেছে আরও বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

পরিকল্পনাহীনভাবে দীর্ঘদিন ধরেই বর্জ্য ফেলা হয়েছে

হাওড়ার বেলগাছিয়া ভাগাড়ে পরিদর্শনে এসে অভিমত বিশেষজ্ঞ দলের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৩ মার্চ ঃ পরিকল্পনাহীনভাবে দীর্ঘদিন ধরেই এখানে বর্জ্য ফেলা হয়েছে, হাওড়ার বেলগাছিয়া ভাগাড়ে পরিদর্শনে এসে অভিমত বিশেষজ্ঞ দলের।ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অফ ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট এয়ার এন্ড ওয়াটার সংস্থার তরফে এক বিশেষজ্ঞ দল রবিবার হাওড়ার বেলগাছিয়া ভাগাড়ে ধস বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন। কি কারণে এখানে ক্রমাগত ভূমিধস হয়ে চলেছে তা তাঁরা পরীক্ষা করে দেখেন। এই দলের নেতৃত্ব দেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক তথা সংস্থার প্রেসিডেন্ট ডঃ সাধন কুমার ঘোষ। তিনি বলেন, এখানে সর্বক্ষণ বর্জ্য চলে আসছে। কিচেন বর্জ্যের পরিমাণের প্রায় ৬০ শতাংশই থাকে জলের বাষ্প। সেই বর্জ্য কয়েকদিন থাকলে শুকতে শুকতে তা কমে যায়। এছাড়া কিছুদিন পর থেকে সেখান থেকে বিভিন্ন ধরনের গ্যাস তৈরি হয়। এই সব জায়গায় মূলত মিথেন গ্যাস তৈরি হয়। এই মিথেন গ্যাস জ্বালানির কাজে ব্যবহৃত হয়। এখানে শুধুমাত্র মিথেন গ্যাস তৈরি হয়নি। মিথেন গ্যাস যেহেতু অনেক চাপে আছে সেহেতু সেলফ ইগনিশন পয়েন্টে চাপে বা তাপমাত্রায় গ্রীষ্মকালে নিজে নিজে জ্বলে যায়। মনে হয় এখানের ডাম্পিং গ্রাউন্ডের নিচের অংশে গ্যাস জমতে জমতে একটা জায়গায় গ্যাস জমে ছিল। সেলফ ইগনিশনে তা জ্বলে গিয়েছে। ফলে যে সলিড ছিল সেটা ছাই তৈরি হয়েছে। সলিড থেকে ছাই হলে তার পরিমান হয় ৫ থেকে ৬ শতাংশ। ফলে সেই জায়গা ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। যেসমস্ত জল বা জলীয় বাস্প থাকে সেগুলো ব্লিচিং হয়ে আরও ঢুকে যায়। এরফলে সেটা চুপসে যায়। এই কটা কারণেই ধস নামতে শুরু করেছে। এখানে বীভৎস পরিস্থিতি হয়ে রয়েছে। পরবর্তী কয়েক দিন অপেক্ষা করতে হবে বড় ঘটনা ঘটার। ডাম্পিং গ্রাউন্ডের ভিতর এখনও মিথেন গ্যাস জ্বলছে। মনে হয় এখানে ১নং ল্যান্ড ফিল সাইডের উচ্চতা এত বেড়ে গিয়েছে এবং নিচে কোনও কাঠামো নেই। ফলে মাটির ধারন ক্ষমতার বাইরে চলে গিয়েছে। ফলে যে কোনও সময় ধস নামতে পারে।

সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ২০১৬ অনুসারে বর্জ্য ভাগ করে বাড়ি থেকে সংগ্রহ করতে হবে, কোনও ডাম্প ইয়ার্ড থাকবে না। যেখানে ডাম্প ইয়ার্ড আছে তা সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। সেখানে ভাগ করে নেওয়া বর্জ্য পুনর্ব্যবহারের যোগ্য করে তোলা হবে। আর ওয়েট ওয়েস্ট যাবে বায়ো গ্যাস প্ল্যান্টে। সেখানে তা সার এবং গ্যাসে পরিণত করা হবে। ড্রাই ওয়েস্ট বিশ্বে এখন সম্পদ হিসেবে দেখা হচ্ছে। এখানে অনেক বেশি বর্জ্য রয়েছে। পরিকল্পনাবিহীনভাবে দীর্ঘদিন ধরেই এখানে বর্জ্য ফেলা হয়েছে।

সৌরশক্তি ও সেচ প্রযুক্তির দুদিনের কৃষি শিক্ষা শিবির

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, ধনিয়াখালি, হুগলি, ২৩ মার্চঃ ধনেখালিতে অনুষ্ঠিত হল দুদিনব্যাপী সৌরশক্তির মাধ্যমে সেচ প্রযুক্তির কর্মশালা ও সচেতনতা শিবির। তপশীল জাতি আদিবাসী প্রাক্তন সৈনিক বিকাশ কেন্দ্রের হুগলি জেলার ধনিয়াখালির কার্যালয়ে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল। বিনা বিদ্যুতে সৌরশক্তির মাধ্যমে কীভাবে ফসল উৎপাদন করে দ্বিগুণ উপার্জন করা যায়, তাই হাতেনাতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় শিবিরে। প্রত্যন্ত গ্রামের কৃষকরা নিজের জমিতে কম খরচে প্রাকৃতিক চাষের (ন্যাচারাল ফার্মিং) মাধ্যমে কীভাবে ফসল উৎপাদন করবে তাই নিয়ে কাজ করছে ভারত সরকারের কৃষি মন্ত্রক। সেই লক্ষ্যপূরণে ভারত সরকারের স্কিল ডেভেলপমেন্ট মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্কিল কাউন্সিল ফর গ্রিন জবস এবং আর্নেস্ট এন্ড ইয়ং ইন্ডিয়ার সহযোগিতায় জিজেড ইন্ডিয়া সমর্থিত টিসার সমর্থনে রাজ্যস্তরের দুই দিনের এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল। এর মূল লক্ষ্য এগ্রি-ফোটোভোল্টাইক সচেতনতা। অর্থাৎ কৃষিকাজে সৌরশক্তির মাধ্যমে সেচপ্রযুক্তির সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেওয়া। এই কর্মশালায় পশ্চিমবঙ্গের ১৬টি জেলা থেকে কৃষক, কৃষি বিশেষজ্ঞ ও এফপিও-র প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন সংস্থার অন্যতম পরামর্শদাতা ও ন্যাকের বিশেষজ্ঞ ডঃ নরেন্দ্র কুমার। জিজেড ইন্ডিয়ার বিশেষজ্ঞ বরুণ সিং।

ইফতার মাহফিলে যোগ দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা বিধায়ক চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য

নববারাকপুর, ২৩ মার্চঃ নববারাকপুরে ইফতার মাহফিলে যোগ দিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী তথা বিধায়ক চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার বার্তা দিলেন। শনিবার সন্ধ্যায় নববারাকপুর পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ কোদালিয়া জামে মসজিদে আয়োজিত হয় ইফতার মাহফিল। সেখানেই অংশ নিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। সেখানে তিনি ধর্মীয় সম্প্রীতি ও মানবিকতার বার্তা দিয়ে বলেন, ভেদাভেদ করতে চাইলে ঈশ্বর বা আল্লাহ দোহা মনঞ্জুর করবেন না। মন্ত্রী আরও বলেন, রোজা উপবাস করে দোহা করা শুধু নিজের জন্য নয়, বরং সকলের জন্য প্রার্থনা করাই প্রকৃত ধর্ম। হিন্দু ধর্মেও এই একই শিক্ষা রয়েছে। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন, যত মত, তত পথঅর্থাৎ মত আলাদা হতে পারে, কিন্তু সবার লক্ষ একটাই, মানবসেবা। এছাড়াও ধর্মের প্রকৃত লক্ষ্য মানুষের কল্যাণ। তাই

আমাদের উচিত মানবিকতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকা এবং মানুষের পাশে থাকা বলেও জানান রাজ্যের এই মন্ত্রী। মন্ত্রী সকলকে ঈদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ সকলে সম্মিলিত ভাবে একসাথে নিজেদের মধ্যে সমন্বয় রেখে মানবিকতা ধর্ম পালন করব। এদিনের ইফতার মাহফিলে মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পুরসভার চেয়ারম্যান প্রবীর সাহা, ভাইস চেয়ারম্যান স্বপ্না বিশ্বাস, পুর প্রতিনিধি মিহির কুমার দে, ইমাম কারি হোসেন আহমেদ চৌধুরী, তৃণমূল নেতা সুশান্ত চক্রবর্তী, সমাজসেবী মৃদুলা সাহা, থানার আইসি সুমিত কুমার বৈদ্য এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। অনুষ্ঠানের শেষে ইফতার অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য চিত্র ফুটে ওঠে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ১১২ সংখ্যা, সোমবার ১০ চৈত্র ১৪৩১

সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আচমকাই লেখা ছেড়ে দিলেন। টানা তিন বছর কিছু লিখলেন না। অথচ সাহিত্যিক হিসেবে তিনি তখন মধ্যগগনে। পরে আত্মজীবনীতে লিখেছেন, '' লিখতে ইচ্ছে হয় না। লিখি না। লেখা ছেড়েই দিলাম। বাড়ি থেকে বের হওয়া বন্ধ করলাম। বসে বসে ভাবি। আর কাঁদি। একলা কাঁদি। পুজোর সময় কাঁদি। রবীন্দ্রনাথের গান শুনে কাঁদি..!'' শাক্ত-পরিবারের ছেলে। বাড়ির বিশ্বাস, মা তারার দয়ায় তার জন্ম হয়েছে, তাই তাঁর নাম রাখা হয়েছিল তারাশঙ্কর। সে সময় এক সাধুকে মনে ধরলো তারাশঙ্করের। রক্তে আধ্যাত্মিকতা। মন অশান্ত, কিছুতেই যেন শান্তি পাচ্ছেন না। কীসের অতৃপ্তি বুকের ভেতর। অথচ এরই মধ্যে রবীন্দ্র পুরস্কার, সাহিত্য আকাদেমির মতো বিখ্যাত পুরস্কার ও পেলেন কিন্তু পুরস্কার পাবার আনন্দ কই? কিছুই যেন স্পর্শ করছে না। ছটফট করছে ভেতরটা। কলকাতার রাস্তায় এলোমেলো ঘুরতে ঘুরতে একদিন দেখা হয়ে গেল এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে। সারাদিন সে সন্ন্যাসী আগুন ছুঁয়ে সাধনা করেন। মনে ধরল সেই সাধুকে। জানলেন তাঁর বাস কাশীতে। সংসার ছেড়ে দিয়ে তাঁর শিষ্যত্ব নেবেন ঠিক করে যেদিন আবার দেখা করতে গেলেন শুনলেন সন্ন্যাসী ফিরে গেছেন। তাঁর সন্ধানে তারাশঙ্করও রওনা দিলেন কাশী। দেখা হয়ে গেল সেই সময়ের বিশিষ্ট বাঙালি আনন্দসুন্দর ঠাকুরের সঙ্গে। কথায় কথায় তারাশঙ্কর তাঁকে জানালেন, ''একটা কিছু ধরতে চেয়ে যেন ধরতে পারছি না। তার জন্য আমার মনে অশান্তির শেষ নেই।'' তা শুনে আনন্দসুন্দর বললেন, ''আপনার সাধনার পথ হল সাহিত্য। তাকেই জীবনের সাধনা করুন, শান্তি পাবেন।'' ফিরে এলেন কলকাতায়। নিজের মা-কে গুরু করে দীক্ষা নিলেন। নিত্যপুজো, চণ্ডী, গীতা-পাঠ চলতে থাকল। তাও যেন শান্তি মিলছে না, কী যেন জীবন ছেড়ে চলে গেছে চিরকালের মতো। এমনই এক সময়ে বর্ধমানে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যাওয়ার কথা। হাওড়া-স্টেশন পৌঁছেও তিনি ট্রেনে না চেপে বসে রইলেন প্ল্যাটফর্মে। দেখা হল বহুদিনের বন্ধু ভ্রাতৃপ্রতিম জগদীশ ভট্টাচার্যর সঙ্গে। ধমকই দিয়ে বসলেন তিনি।; ''এসব কী করছেন দাদা! আপনার এমন আচরণে গোটা বাংলার মানুষ কি দুঃখ পাচ্ছেন। আপনার নিন্দুকদের কথাই তাহলে সত্যি হল?'' ''কী সত্যি হল?'' ''তাঁরা বলে আপনি শেষ। আর কখনও লিখতে পারবেন না।'' এমন কথায় যেন যেন কেঁপে উঠলেন তারাশঙ্কর। এবার সাহিত্যিকের অহংকারে ধাক্কা লাগল বকলমে পর। পুজোর আর মাত্র আড়াই-মাস বাকি। ভেবেছিলেন কিছুই লিখবেন না, আর সেই বছরই ওই অল্পসময়ে চারটে পুজো সংখ্যায় লিখলেন গল্প। দেশ পত্রিকায় 'রাধা', আনন্দবাজার-এ 'বিচারক' শনিবারের চিঠি-তে একটি একাঙ্কিকা আর তরুণের স্বপ্ন-য় 'পঞ্চপুত্তলী' প্রকাশ পাওয়া মাত্র আবার হই- হই পড়ে গেল পাঠক মহলে। ফিরে এসেছেন, তারাশঙ্কর আবার ফিরে এসেছেন। আর গণদেবতা-র লেখক ফিরে পেলেন তার হারিয়ে যাওয়া শান্তি। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার কথা সাহিত্যের অন্যতম সৃষ্টিকারক।

৫০ বছরে পা দিল 'অমানুষ'

মহানায়ক এর প্রথম মুম্বাই যাত্রা যদি ভুলে যাই, অমানুষ উত্তম কুমারের প্রথম একক মুক্তি যা হিট হয়েছিল। হিন্দি দর্শক উত্তম কুমারকে গ্রহণ করবে কিনা সে সম্পর্কে পরিচালক আদৌ নিশ্চিত ছিলেন না, কিন্তু মুক্তির পরে এটি খুব স্পষ্ট ছিল যে দর্শকরা অমানুষ-এ উত্তম কুমারকে পছন্দ করেছেন। এই সিনেমার সবচেয়ে বড় সম্পদ হল উত্তম কুমার যার দুর্দান্ত অভিনয় আজও মনকে ছুঁয়ে যায়, তার সাথে শর্মিলা ঠাকুরকে খুব ভালো মানিয়েছিল। ছবিতে খলনায়কের ভূমিকায় মহান অভিনেতা উৎপল দত্তের আর একটি দুর্দান্ত অভিনয়। শক্তি সামন্তের ছবিতে উৎপল দত্তের ভিলেনের সাথে সাথে যে কমেডি টাইমিং গুলো এগুলো অসাধারণ লাগে। অনিল চ্যাটার্জিও সহানুভূতিশীল পুলিশ হিসাবে ভালো লাগে। সাপোর্টিং কাস্ট সবই শক্তি সামন্তের ছাপ ছিল। ছবিটির মূল কাহিনীকার শক্তিপদ রাজগুরু। তিনি দীর্ঘদিন সুন্দরবনের বাদাবন এলাকায় ছিলেন। সেখানকার মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপনকে তুলে ধরেছিলেন তার 'নয়া বসত' উপন্যাসে। সেই উপন্যাস থেকেই শক্তি সামন্ত এই ছবি তৈরি করেন। ছবিটি বাংলা এবং হিন্দি দুটি ভাষায় আলাদা করে তৈরি হয়। দুটো চলচ্চিত্রই ভাল সফল হয়েছিল। ছবিটি এদুরিতা নামে তেলুগু ভাষাতেও রিমেক হয়েছিল। নায়কের ভূমিকায় ছিলেন বিখ্যাত এন টি রামা রাও। এই ছবিটির শুটিং হয়েছিল সুন্দরবনের সন্দেশখালিতে। যে গ্রামে শুটিং হয়েছিল তার নাম ভাঙাতুষখালি। চলচ্চিত্রে সেই গ্রামের নাম দেখানো হয়েছিল ধনেখালি। শুটিং এর প্রয়োজনে এখানে প্রায় চল্লিশখানি ঘর, জমিদারবাড়ি, ডাক্তারখানা, বাজার, রাধাগোবিন্দর মন্দির, থানা, স্কুল তৈরি হয়। সেই রাধাগোবিন্দের মন্দির এবং উত্তমকুমার যে কাঠের বাড়িটিতে থাকতেন সেটি আজও আছে। আছে সেই লঞ্চটিও। শুটিং চলাকালীন সহজেই গ্রামের লোকের সাথে মিশে যেতেন উত্তমকুমার। বাচ্চাদের কোলে নিতেন। মানুষকে অর্থ দিয়ে সাহায্য পর্যন্ত করেছেন। যখন শক্তি সামন্ত বাংলা এবং হিন্দি উভয় ভাষায় অমানুষ ছবিটি করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন রাজেশ খান্না শক্তি সামন্তকে, হিন্দিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু রাজেশ খান্না খুব বড় তারকা হিন্দি সংস্করণের শুটিং কয়েক মাস লেট করবে বলেছিলেন, কিন্তু শক্তিজি ভেবেছিলেন যে উত্তম কুমার নিজেও হিন্দি সংস্করণে অভিনয় করলে তিনি উভয় সংস্করণ সহজেই তৈরি করতে পারবেন। রাজেশ খান্না শ্রদ্ধার সাথে তাঁর সংক্রান্ত সমস্যার কারণে এই ভূমিকা হারানোর জন্য খুব হতাশ হয়েছিলেন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

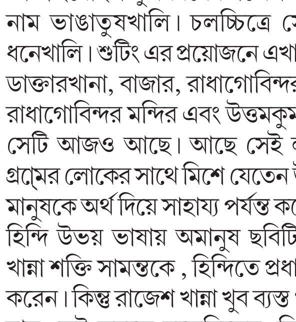

একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথে বসবাস করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে শুরু করবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। মনে শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। ধমনীতে শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। তার জন্য মা ভবতারিণীর কাছে গিয়ে ধ্যান করে শক্তি অর্জন করতে হবে। মানসিক শক্তি অর্জন করতে হবে। আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে।

মানব সেবা ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব সেবা ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার

সাধক রামপ্রসাদ

শ্যামা সঙ্গীতের পীঠস্থানে পরিণত হতে শুরু করলো। শ্যামা সঙ্গীত সারা ব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে থাকলো। সাধক রামপ্রসাদ অপূর্ব শ্যামা সঙ্গীত রচনা ও গান গেয়ে ভক্তদের মুগ্ধ করতে শুরু করেন। তন্ত্রগীতির ওপর নির্ভর করে বাংলার সঙ্গীত দাঁড়িয়ে রয়েছে। দুর্গা চণ্ডী পাঠ বা মা কালীর তন্ত্রপাঠ। বাংলায় বহু তান্ত্রিক ছিলেন। বাংলা তন্ত্র সাধনার জন্য বিখ্যাত ছিল। কিন্তু মা কালীকে ভক্তির সুরে নিয়ে এলেন রামপ্রসাদ। তিনি ভক্তি রস দিয়ে মায়ের সাধনা করতে শুরু করলেন। তিনি প্রথম দেখালেন যে মা কালী ভয়ঙ্কর হলেও তিনি কিন্তু ভক্তি প্রেমের কাছে ধরা দিয়েছেন। তিনি প্রেম রসে আপ্লুত। মা কালীকে ভক্তিরস দিয়ে গান রচনা করে সাধক রাম প্রসাদ গান লিখতে শুরু করলেন।

পুজো করার চেয়ে মায়ের নামগান করলে শ্যামা মায়ের সাধনা করা সম্ভব। তিনি পুজা অর্চনা ত্যাগ করলেন। দিনের পর দিন শ্যামা সঙ্গীত রচনা করে মায়ের নামগান করতে শুরু করলেন। হালি শহরে তাঁর বাড়িতে মায়ের মূর্তি স্থাপন করলেন। সেখানে বসে তিনি মা কালীর সঙ্গীত রচনা করে সাধনা করতে শুরু করে দিলেন। হালিশহর

বিপ্লবী বাঘা যতীন সশস্ত্র বিপ্লবী অন্দোলনের পথ ধরে মাস্টারদা সূর্য সেন চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে স্বাধীন ভারত সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন

রবীন্দ্রকুমার শীল

চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ, জালালাবাদের যুদ্ধের প্রায় তিন বছর বাদে ১৯৩৩ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি আত্মগোপনকারী চট্টগ্রামের গৈরালা গ্রামে মাস্টারদা সূর্য সেন ধরা পড়ে গেলেন ব্রিটিশ সেনাদের হাতে। ১১ মাস ধরে বিচার চলেছিল। ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারি তাঁর ফাঁসি হয়। ফঁসি হবে জেনেও তিনি জেলে বসে গোপনে রাজনৈতিক সঙ্গীসাথীদের

নির্দেশ দেওয়া থেকে শুরু করে পরিবারের আত্মীয় স্বজনের সান্ত্বনা বার্তা দিয়ে গেছেন। তাঁর সঙ্গে পরিবারের কারোর দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। দাদা, বউদি এবং ভাইদের সঙ্গে তিনি চিঠি দিয়ে যোগাযোগ করেছেন। সেই সব চিঠিগুলি মূল্যবান। সেই সব চিঠি থেকে তাঁর বিপ্লবী দর্শনের পরিচয় মেলে। আয়ারল্যাণ্ডের বিপ্লবীদের কাজকর্ম তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তারপরে রয়েছেন ভগৎ সিং। তাঁর হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন প্রকারান্তরে একটি সামরিক সংগঠন ছিল। এই সংস্থার একটি শাখা সংগঠনের নাম ছিল 'হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি'। চন্দ্র শেখর আজাদকে এই বিভাগের সামরিক অধ্যক্ষ করা হয়েছিলেন। মাস্টার দা সুর্য সেন এই রকম একটি সংগঠন তৈরি করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন। ড্যান ব্রিন, ডি ভ্যালেরা, মাইকেল কলিন্সর মতো আইরিশ নেতারা ছিলেন তাঁর আদর্শ। তিনি আবার ভারতের বিপ্লবী নেতা ভগৎ সিং-এর পথকে অনুসরণ করেছিলেন। আইরিস রিপাবলিকান আর্মি এবং হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি'র মতো চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা দলের নাম রাখলেন 'ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি'। ১৮ এপ্রিল ছিল আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য তারিখ- 'ইস্টার বিদ্রোহের দিন'।

ইস্টার বিদ্রোহের মতো চট্টগ্রামেও একটি সশস্ত্র বিপ্লবের দিন ঠিক হল- ১৮ এপ্রিল ১৯৩০ সাল। মাস্টারদা সূর্য সেন বিশ্বাস করতেন সশস্ত্র অভ্যুত্থান দেশকে স্বাধীনতা পথ দেখাবে। এই বিশ্বাসের ওপরে নির্ভর করে ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল 'ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি'র ৬৪ জন সৈনিক সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম থেকে আশি মাইল দুরে অবস্থিত ধূম এবং লাঙ্গলকোট স্টেশনর যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। সূর্য সেনের সেনারা তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি দল অম্বিকা চক্রবর্তীর নেতৃত্বে টেলিগ্রাম এবং টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ধ্বংস করে। গণেশ ঘোষ এবং অনন্ত সিং এর দ্বিতীয় দলটি পুলিশ লাইনের অস্ত্রাগার এবং ব্যারাক দখল করে। লোকনাথ বল এবং নির্মল সেনের দলটি ইংরেজ অক্সিলিয়ারি ফোর্সে অস্ত্রাগার দখল করে। চতুর্থ দলটি গিয়েছিল ইউরাপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করতে। গুটফ্রাই ডে থাকার ফলে সাহেবরা অনেকেই সেদিন ক্লাবে আসেনি। রাত দশটায় অভ্যুত্থান শুরু হয়েছিল। এক ঘন্টার মধ্যে চট্টগ্রাম শহর দখল করে নেয় 'ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি'। পুলিশ লাইনের টিলার ওপরে সমস্ত ছোট ছোট দলগুলি সমাবেত হতে থাকে। জেলা কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রামের জেটি এলাকার একটি অস্ত্রাগার থেকে মশিনগান নিয়ে এসে ওয়াটার ওয়ার্কর্স ভবনের ছাদের ওপর থেকে আক্রমণ করেছিল। কিন্তু গুলি ফুরিয়ে যেতে তারা নিচে নেমে আসে। শত্রু পক্ষ নিস্তব্ধ হয়ে গেলে সূর্য সেন সাময়িক বিপ্লবী গণতন্ত্রী সরকার গঠন করে একটি ঘোষণাপত্র তৈরি করেন। সেই ঘোষণাপত্রে চট্টগ্রামের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সপক্ষে বলা হয়েছিল,'' চট্টগ্রাম ভারতবর্ষের একটি ক্ষুদ্র অংশ। তবুও আশা ভরসা করা যায় আজকের জয় ব্রিটিশ দস্যুর কবল থেকে অচিরেই ভারতমাতাকে মুক্ত করবার জন্য ভারতবাসীকে সারা দেশে অনুরূপ বিদ্রোহের আগুন প্রজ্জ্বলিত করবার উৎসাহ ও প্রেরণা দেবে।'' প্রয়োজনীয় অস্ত্র সংগ্রহ করার পর বাকি সব কিছুতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়ছিল। সেই আগুন একজন বিপ্লবী সেনার গায়ে লাগলে তাকে নিরাপদ স্থানে রাখতে গিয়ে গণেশ ঘাষ, অনন্ত সিংহ, জীবন ঘোষাল এবং আনন্দ গুপ্ত মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। এদিকে সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী এবং লোকনাথ বল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে পুলিশ লাইন থেকে সরে গিয়ে পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করবেন। প্রথমে এসে উপস্থিত হল নাগরখানা পাহাড়। তারপরে ফতেয়াবাদ পাহাড়। ১৮ তারিখ থেকে বিপ্লবীদের পেটে কিছুই পড়েনি। তারপরে ২১ তারিখে অভুক্ত বিপ্লবী সেনারা রাতের বেলায় খিচুড়ি খেয়েছিল। সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল রাতেই শহর আক্রমণ করবে। কিন্তু পাহাড় থেকে নামতে দেরি হওয়াতে শহর আক্রমণ করা যায়নি। ২২ তারিখে জালালাবাদ পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে বিপ্লবীরা। দুপুর থেকেই ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে তুমুল লড়াই শুরু হল জালালাবাদ পাহাড় ঘিরে। ১২ জন বিপ্লবী সেনা নিহত হল। তারপরে ফাঁক বুঝে বিপ্লবীরা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে গ্রামে শহরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আহত বুন্ধদের নিরাপদে পাঠিয়ে ক্লান্ত বেং ক্ষুধার্ত ১৬ জন সঙ্গীদের নিয়ে ২৩ এপ্রিল নেয়াপাড়ায় তাঁর নিজের বাড়িতে এসেছিলেন সূর্য সেন। সেখানে দাদা চন্দ্রকুমার এবং বেউদি বিরাজমোহনীর সহযোগিতায় আহার গ্রহণ করে বেশভূষা পরিবর্তন করে গোপন আশ্রয়ে চলে গিয়েছিলেন। সূর্য সেন উপস্থিত বুদ্ধি খুবই ধরতেন। সেই উপস্থিত বুদ্ধি এবং সাহসের ওপরে ভড় করে তিনি তিন বছর নিজেকে আত্মগাপন করে রাখতে পেরে ছিলেন। সূর্য সেনকে ধরবার জন্য বাঘা বাঘা গোয়েন্দা নিয়ে আসা হয়েছিল। তাঁর মাথার দাম ধরা হয়েছিল দশ হাজার টাকা। মেধা শক্তি, বুদ্ধি এবং অদম্য সাহসের ওপরে ভর করে তিনি তিন বছর গা ঢাকা দিয়ে থাকেন। পলাতক জীবন তাঁর কাছে নতুন নয়। ১৯২৪ সালে মাস্টারদা আড়াই বছর আত্মগোপন করেছিলেন। সেই সময়ে তিনি আসাম ,বাংলা এবং যুক্ত প্রদেশের বহু স্থান ঘুরে বেড়ান। এবারে কিন্তু গেরিলা আক্রমণ করে বুদ্ধি করে ব্রিটিশ সেনাাদের চোখে ধুলো দিতে শুরু করে দিয়েছেন। ৬ মে ১৯৩০ সালে শহরের ইউরাপীয়ান কোয়ার্টার্র আক্রমণের উদ্দেশ্যে ছয় বিপ্লবী গিয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে কালারপোল সেতুর কাছে জুলদা গ্রামে ব্রিটিশ পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। চারজন বিপ্লবী নিহত হলেন। গণেশ ঘোষ, আনন্দ গুপ্ত এবং জীবন ঘোষাল এবারে ফরাসি চন্দননগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ২৮ জুন ১৯৩০ বিপ্লবী অনন্ত সিং নিজস্ব কারণে আত্মসমর্পন করেন। এবারে সূর্য সেন লোকনাথ বলকে ফরাসির চন্দননগরে পাঠালেন বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগসূত্র তৈরি করতে। ব্রিটিশ পুলিশ আগে থেকে খবর সংগ্রহ করতে রেখেছিল। তার ফলে ৩১ আগস্ট ১৯৩১ সালে ব্রিটিশ পুলিশ বিপ্লবীদের গ্রেফতার করতে আক্রমণ করে। জীবন ঘোষণা নিহত হলেন। আনন্দ গুপ্ত আহত হন। গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল এবং আনন্দ গুপ্তকে চট্টগ্রাম কারাগারে। শুরু হল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা। মামলাকে গতিশীল করতে পুলিশ প্রধান টি জি ক্রেগ চট্টগারামে এসে উপস্থিত হয়েছেন। সূর্য সেনের কাছে খবর এসে পৌঁছাল। আগস্ট মাসে বাংলার পুলিশ প্রধান লোম্যান বিনয় বোসের গুলিতে নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে যদি ক্রেগকে সরিয়ে দেওয়া যেতে পারে তাহলে বিপ্লবীদের মনের মধ্যে সাহস সৃষ্টি করবে। কর্ণফুলির নদীর তীরে শ্রীপুর গ্রামে মণীন্দ্র মজুমদারের বাড়িতে বসল গোপন আলোচনা। ক্রেগকে সরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব এসে পড়ল রামকৃষ্ণ বিশ্বাস (লেদু) এবং কালীপদ চক্রবর্তীর (পণ্ডিত) ওপরে। ১ ডিসেম্বর ১৯৩০ সালে রামকৃষ্ণ বিশ্বাস এবং কালীপদ চক্রবর্তী চাঁদপুর স্টেশনে ভুল করে ক্রেগ ভেবে পুলিশ ইন্সপেক্টর তারিণী মুখার্জিকে হত্যা করে বসলেন। বিচারে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসি এবং কালীপদ এর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল। ১৯৩১ সালে মে ম্যাসে মাস্টারদা সূর্য সেন আত্মগোপন অবস্থায় চিন্তা করলেন জেল ভেঙে চট্টগ্রাম মামসার বন্দিদের উদ্ধার করবেন। ডিনামাইট, ল্যাণ্ড মাইন জোগাড় করা হল। কিন্তু শেষ মাইনটি বসানোর সময়ে ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে গেল। ভেস্তে গেল পরিকলপনা। তাতেও তিনি নিরাশ হননি। আবার ৩০ আগস্ট১৯৩১ সাল। মাস্টারদা নির্দেশে হরিপদ ভট্টাচার্য খেলার মাঠে অত্যাচারী ডিএসপি আসানুল্লা খাঁ'কে করেছেন। একই বছর ২৮ অক্টোবর তার পরিকল্পনা মাফিক ঢাকা শহর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ডুর্নোকে গুরুতর আহত করলেন সরোজ গুহ। আত্মগোপন থাকাকালীন মাস্টারদা সূর্য সেন বিপ্লবী কাজকর্ম অব্যাহত রেখেছিলেন। তিনি জালালাবাদের বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ড নিয়ে যথাযথভাবে প্রচার করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। জালালাবাদ এবং কারপোল শহিদদের ছবি সহ সংক্ষিপ্ত জীবনীর একটি অ্যালবাম প্রকাশ করেন। রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসি হওয়ার পরে তিনি তাঁর ছবি সহ ইস্তাহার প্রকাশ করেছিলেন। চট্টগ্রাম ইস্টার বিদ্রোহের স্মৃতি যাতে অম্লান থাকে তার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৩১ সালের ১৮ এপ্রিল পালন করা হল কানুনগোপাড়ায়। কধুরখিল গ্রামে এক ডাক্তারের বাড়িতে পালন করা হল ২২ এপ্রিলের জালালাবাদের শহিদদের প্রথম স্মৃতিবার্ষিকী। তিন বছর ধরে চট্টগ্রামের এলাকার মধ্যে প্রায় পয়ত্রিশটি আশ্রয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। একর পর এক পরিকল্পনা তৈরি করে আক্রমণ করে গিয়েছেন। কোনও দিনই তিনি হতাশ হননি। ১৩ জুন ১৯৩২ সাল ধলঘাট গ্রামে আশ্রয় আক্রমণ করেছে ব্রিটিশ ফৌজ। সংঘর্ষ তীব্র হয়েছিল সেখানে নিহত হলেন ফৌজের ক্যাপ্টেন ক্যামারন। নিহত হলেন মাস্টারদার পাশে থাকা বন্ধু নির্মল সেন। অপূর্ব সেন মারা গেলেন পুলিশের গুলিতে। সেখান থেকে সূর্য সেন ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। নির্মল সেন মারা যাওয়ার পরে তারকেশ্বর দস্তিদার ছাড়া আর কোনও বন্ধু তাঁর পাশে নেই। এই অবস্থায় আবার দুটি আক্রমণ করার পরিকল্পনা রচন করেছিলেন। ২৯ জুলাই ১৯৩২ সালে কুমিল্লার পুলিশ সুপার এলিসনকে হত্যার ব্যবস্থা করলেন। ১৯৩২ সালে ২৪ সেপ্টেম্বর প্রীতিলতার নেতৃত্বে পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করা হল। প্রাতিলতা শহিদ হলেন। একে এক তাঁর প্রিয় বিপ্লবীরা চলে যেতে শুরু করে দিয়েছে। তাতেও তিনি বিচলিত হননি। তবে তিনি অনুভব করতে পারছিলেন কোথাও একটা অভাব তৈরি হতে শুরু করেছে। এবার তাঁর যাওয়ার পালা সেটা তিনি বুঝতে পারছিলেন। সেই কারণে আর বেশি আত্মগোপন না করে সবার সঙ্গে দেখা করতে শুরু করলেন। সবার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছেন। বিপ্লবী আদর্শ নিয়ে দার্শনিক বক্তব্য রাখতে শুরু করেছেন। কেন চট্টগ্রাম বিদ্রোহের প্রয়োজন পড়ল তার ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেছেন। তিনি বলতে শুরু করেছেন জীবনে যা করে গিয়েছেন তার কারণ সবার জানা থাকা উচিত।নাহলে ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির কর্মকাণ্ড একেবারে ধামাচাপা দিয়ে ফেলবে ইংরেজ শাসক। স্বাধীন চট্টগ্রাম সরকার প্রতিষ্ঠা কারণ সবার জানার খুবই প্রয়োজন রয়েছে। স্বাধীন ভারত তৈরি করার এটাই প্রথম পদক্ষেপ।

পলাতক জীবনের শেষ দিকে মাস্টারদা ভবিষ্যতের কথা ভেবে একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। মনে হয় তিনি বলতেন, মনে হয় একটু বেশি শিথিল হয়ে পড়েছি। দেখতে পাওয়া গিয়েছিল তিনি বেশ খানিকটা শিথিল হয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছেন। আগের মতো কড়া নেই। সবার সঙ্গে দেখা করছেন। কথা বলছেন সবার সঙ্গে। তিনি মনে করতে শুরু করলেন এবারে ছেলেদের আদর্শের মান কমতে শুরু করে দিয়েছে। সেই রকম আদর্শবান বিপ্লবী সেনার অভাব অনুভব করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তিনি মনে করতে শুরু করে দিয়েছিলেন সবাই তো জেলে গিয়েছে বা ফাঁসির দড়িতে ঝুলেছে। এবারে তাঁর পালা। এই শিথিলতার উল্লেখ তাঁর আত্মজীবনীতেও পাওয়া গিয়েছে। 'বরাবরই আমি খুব careful থাকি। Carelessness-এর দোষে সমিতির secret, police হাতে যাতে না পড়ে, এই চেষ্টা আমার সর্বদাই থাকত। আজকালকার দিনের চেয়ে তখন আরও Careful থাকতাম, একন যেন একটু Careless হয়ে হয়ে পড়েছি, তার কারণ যারা আমার সাথী তারা বিশেষ Careful থাকে না। কাজেই Carelessness টা Contagious হিসাবে আমার উপরও কিছু আধিপত্য বিস্তার করেছে। আর Careful থাকতে থাকতে মানুষ ক্রমশ হাফিয়ে ওঠে এবং Carelessness এর ভিতর একটু relief খুঁজে পায়। তাই চিরদিন careful থেকেও আজকাল যেন একটু Careless হয়ে পড়েছি।'

১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩ সালে শুক্রবার রাত নটা সাড়ে ন'টার সময়ে সূর্য সেন গ্রেফতার হলেন পটিয়া থানার গৈরলা গ্রামের পৌঢ়া বিধবা ক্ষীরোদপ্রভা বিশ্বাসের বাড়িতে। সেদিন গৈরলা গ্রামে তাঁর আশ্রয়ে ছিলেন মোট ছয় জন বিপ্লবী। সূর্য সেন, ব্রজেন সেন, কল্পনা দত্ত, শান্তি চক্রবর্তী, মণি দত্ত ও সুশীল দাশগুপ্ত। ব্রজেন সেন লিখেছেন যে সূর্য সেন এই আশ্রয়ে এসেছিলেন চার দিন আগে। ১৬ ফেব্রুরায়ি জানতে পারা গেল যে গৈরলা গ্রামে বিপ্লবীদের আশ্রয় প্রকাশ পেয়ে গেছে। আর এখান থাকা চলবে না। গ্রামের রাস্তা নির্জনা কোনও লোকজন নেই। সরকারি আদেশে গ্রমে কারফিউ শুরু হয়ে গিয়েছে। বিপ্লবীরা আত্মরক্ষা করতে নির্জন রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করে দিয়েছিল। সারিবদ্ধ বিপ্লবী দলের পুরোভাগে ছিলেন ব্রজেন সেন, মাস্টারদা, কল্পনা দত্ত, শান্তি চক্রবর্তী, মণি দত্ত ও সুশীল দাশগুপ্ত। মাস্টারদার নেতৃত্বে বিপ্লবী দল এগোতে শুরু করলে গোর্খা সেনারা হাঁক দিল, কৌন হ্যায়। সবাইকে বাড়ির আড়ালে গিয়ে দাঁড়াতে বললেন মাস্টারদা। গুর্খা বেষ্টনি ভেদ করে এগিয়ে যাওয়ার সময়ে ব্রজেন সেনকে সেনারা জড়িয়ে ধরে ফেলে। পরক্ষণের মাস্টারদা বেষ্টনি অতিক্রম করতে গেলে (ক্রমশ)

রবীন্দ্র প্রতিভার বিকাশ হতে শুরু করে দিয়েছিল বিশ্বভারতীকে কেন্দ্র করে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে

বিশেষ প্রতিবেদক

শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগের আশ্রম কন্যা -তিন। শান্তি নিকেতনের মন্ডন শিল্প আলপনাকে যে দুই আশ্রমকন্যা শিল্পের পর্যায়ে উত্তীর্ণ করেছিলেন তাঁরা হলেন নন্দলাল বসু ও সুধীরা দেবীর কন্যাদ্বয় গৌরী ও যমুনা। শৈশব থেকে তাঁরা আশ্রম

বিদ্যালয়ের সন্তান , সেখানেই তাঁদের বেড়ে ওঠা। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ চাইতেন যার সম্ভাবনা ও আগ্রহ যেদিকে, সে সেই বিষয়েই চর্চা করুক। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশেই গৌরী ছবি আঁকা, নাচ, গান শিখতে শুরু করেন ।

সে-সময় রবীন্দ্রনাথের নজর সকল ছাত্র-ছাত্রীদের ওপরই ছিল। শৈশবে গৌরীর যে লেখাপড়া হতে পারে তা কারুরই বিশ্বাস ছিল না। যে যাতে ভালো, তাকে তাতে এগুতে দেওয়াই ছিল আশ্রম বিদ্যালয়ের শিক্ষার ধরন। সে কারণেই কলাভবনে ভর্তি হতে হল গৌরীকে।

নন্দলাল বসু যখন তাঁর বিখ্যাত ছবি 'গৌরী' আঁকছেন, সেই সময় তাঁর কন্যাসন্তান গৌরীর জন্ম । আর কলাভবনে নন্দলালের প্রথম ব্যাচের ছাত্রীও তার এই মেয়ে গৌরী। ঘরে-বাইরে বাবার কাছে কাজ শেখা চলেছিল গৌরীর। অনেক শিক্ষক শান্তিনিকেতনে থাকলেও নন্দলাল বসুই একমাত্র 'মাস্টারমশাই' আখ্যা পান। গৌরীর কাছে মাস্টারমশাই নন্দলাল ছিলেন দেবতা ।

ছোট থেকে রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য পেয়েছেন গৌরী। শান্তিনিকেতনে বাঁধাধরা ক্লাস ছিল না, যে কেউ যে কোনো বয়সের মানুষ তাতে অংশগ্রহণ করতে পারত। ফলে কখন যে ছাত্র-ছাত্রীরা সমৃদ্ধ হয়ে উঠতো তা তারা টেরই পেত না। শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে বসেই তাঁদের শ্রেষ্ঠতম শিল্পগুলি নির্মাণ করছেন । স্টেজ সাজাচ্ছেন বিশিষ্ট শিল্পীরা, অথবা দিনের পর দিন ফ্রেস্কো নির্মাণ করছেন তাঁরা। সে-সব দেখতে দেখতেই ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাগ্রহণ। এভাবেই যখন চীন ভবন প্রতিষ্ঠা হল তখন সেখানে নন্দলাল বসুর নেতৃত্বে অজন্তার অনুকরণে চিত্র আঁকা হল। তখন মাস্টারমশাইকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন প্রভাস সেন আর সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে আশ্রমকন্যা গৌরীও।

গৌরীর ছোট বোন যমুনাও ছবি আঁকতেন। কিছুদিন স্কুলের পড়া চালিয়েই তিনি কলাভবনে শিল্পের শিক্ষা নিতে শুরু করেন। সে সময়ের কলাভবনে তাঁরা পেইন্টিং, মডেলিং, টেরাকোটা, ফ্রেস্কোর কাজ, নানান রকমের হাতের কাজ, আলপনা, সেলাই-- সবই শিখতেন। ওই সময় আশ্রমের সকল ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে চারপাশের গ্রামে গিয়ে মন্দির-মসজিদের কারুকার্য ও নানা শিল্প-সামগ্রী দেখানো হত। যে-কোনও গাছ, ফুল, পাতা, মাছ, পশু, পাখি স্টাডি করানো হত। এসবের থেকেই শিক্ষা লাভ করতেন গৌরী- যমুনাদের মত আশ্রমকন্যারা। সে-সব ফুটে উঠত আলপনায়, বাটিকের ডিজাইনে, বিভিন্নরূপ আঙ্গিকে। এই সব স্টাডি ভেঙ্গে ছক বের করে নানা আলংকারিক নকশায় তাঁরা তা প্রতিফলিত করতেন।

পিয়ারসেন মেমোরিয়াল হাসপাতালের বারান্দায় সমবেত ফ্রেস্কো করেছিলেন যমুনা। ফ্রেস্কোর প্রাথমিক ছবি ফ্রি আঁকতে হয়েছিল। শুধু তাই নয় আশ্রমের কোনও একটা অঞ্চলেব , কোনও খণ্ড দৃশ্যকে আঁকতে হবে বলা হয়েছিল। যমুনা এঁকেছিলেন মন্দিরের পাশের কাঁঠাল গাছের চিত্র। বহুদিন ধরে স্টাডি করে, তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ডিটেইলসহ আলো আঁধারের সব খেলা যমুনা ধরেছিলেন সেই ফ্রেস্কোতে। পাঠভবনের শিশু বিভাগের দেওয়ালেও মাস্টারপিসের কপি করেছেন যমুনারা। খাটের উপর খাট উঁচু করে করে সেই কাজ করা। গীতা, চিত্রনিভা, সাবিত্রী, নবনীতা সবাই মিলে আনন্দ করে ফ্রেস্কোর কাজ করার মজা বোধহয় পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনে আর বিশেষ দেখা যায়নি। বর্তমানে ঘরের উপর ঘর উঠে যায়। বাইরের রাজমিস্ত্রি কাজ করে চলে যায়। ভেতরে ছাত্র ছাত্রীদের সমবেত সৃষ্টিকাজ সেখানে আর থাকে না। সে-সময় আশ্রম বিদ্যালয়ে বাইরের শ্রী আর ভেতরের সৌন্দর্য মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল।

আশ্রমকন্যারা কলাভবনে যে-জায়গায় কাজ করতে বসতেন সেই জায়গাটায় তাঁরা নিজেরাই ফুল দিয়ে, আলপনা দিয়ে সাজিয়ে নিতেন। রবীন্দ্রনাথ আশ্রমের পুত্রকন্যাদের জন্য দেশ-বিদেশ থেকে নানা ধরনের ছবির বই, নানা শিল্পকর্মের বই সংগ্রহ করে আনতেন। গৌরী সেই বই দেখে নিজে নিজেই ম্যাক্রমের কাজ শেখেন। প্রথমে বেল্ট বানানো হত। পরে তিনি শখ করে তার সঙ্গে নিজস্বতা মিশিয়ে ম্যাক্রমের গয়না বানান। এইভাবে হাঙ্গেরি, জাপান তাঁর শিল্পকর্মের সঙ্গে মিশে যায়। বাকি জীবন তিনি বহু জনকে এই ম্যাক্রমের গয়না বানানো শিখিয়েছেন। বৃদ্ধ বয়সেও প্রতি বুধবার ছুটির দিনে তিনি ঘন্টাখানেক করে ম্যাক্রমের গয়না গড়া শেখাতেন। এভাবেই শান্তিনিকেতনকেন্দ্রিক কারু ও চারুশিল্পের ধারণাটি শান্তিনিকেতনের গণ্ডির বাইরে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। পরবর্তী সময়ে বহু মানুষের জীবিকার অঙ্গ হয়েছে এই ম্যাক্রম। আমাদের অল্প বয়সে ম্যাক্রমের জনপ্রিয়তা এমনই ছিল যে, বিয়ের অনুষ্ঠানে অনেকেই ম্যাক্রমের গয়না পরে যেতেন। রবীন্দ্রনাথ যেমন আশ্রমবিদ্যালয় এর জন্য অনেক শিল্পশিক্ষার বই নিয়ে আসতেন, তেমনি বিভিন্ন দেশ থেকে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে বহু অতিথির আনাগোনা ছিল।

পাঠকদের কাছ থেকে লেখার প্রকাশ

শঙ্করলাল কর্মকার

গ্ল্যামারে IPL Indian Premier League কে অবধারিত, দশ উইকেটে হারিয়ে দিত! ক্যামেরা, অভিনয় সব ছেড়ে রীতিমত ক্রিকেট খেলতে মাঠে নেমে পড়েছিলেন কিংবদন্তি চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়, মহানায়ক উত্তমকুমার,বিকাশ রায় সহ অনেকেই। সেদিন ছিল পয়লা মার্চ, ১৯৫৯, রবিবার। ক্রিকেট ম্যাচে পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল প্রোসিউসার একাদশ বনাম টেকনিশিয়ানস একাদশ। অলরাউন্ড পারফরমেন্স মানিক বাবুর,ব্যাট হাতে করেছিলেন ১০ রান, সঙ্গে দুটি উইকেট,পেতে পারতেন আরও দুটি কিন্তু সহজ ক্যাচ ফিল্ডাররা মিস করায় তাঁকে দুটি উইকেটে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

ব্যাটিং দক্ষতার ঝলক দেখা গিয়েছিল মহানায়ক উত্তমকুমারের ব্যাটেও, তিনি করেছিলেন ১২ রান, বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ব্যাটের হাত মন্দ নয়।

বহুমুখী প্রতিভার মানুষ সত্যজিৎ রায় মহাশয়ের বেশ দুর্বলতা ছিল ক্রিকেট খেলার প্রতিঙ্ধ ক্রিকেটের প্রতি তাঁর অনুরাগে অবশ্যই ছিল নিখাদ আবেগ, নিজে মাঠে নেমেছেন,সর্বোপরি ক্রিকেটের সব খোঁজখবর রাখতেন।

ক্রিকেটে তখন নিশ্চয়ই রঙিন পোশাক আসেনি,অন্য যারা খেলেছিলেন সবাই ক্রিকেটের পোশাক পরে খেলেছিলেন, সত্যজিৎ রায় অবশ্য খেলেছিলেন পায়জামা আর পাঞ্জাবি পরে।

সত্যজিৎ রায় মহাশয়ের ব্যাট ১০রানে থেমে গেলেও নিজের অলরাউন্ড পারফরমেন্সের জোরে ক্রিকেট মাঠেও নিজের ক্রিকেটীয় দক্ষতার স্বাক্ষর রেখে বোধহয় বার্তা দিতে পেরেছেন বহুমুখী প্রতিভার মানুষরা এমন হয়! রানের দিক থেকে তিনি মহানায়ক উত্তম কুমারের পিছনে থাকলেও, চমৎকার বোলিং করেছিলেন মানিক বাবু, ক্রিকেটে তাঁর দক্ষতার উৎকর্ষের সাক্ষী ছিলেন নিজের স্ত্রী,পুত্র সহ প্রতিদ্বন্দ্বী দলের খেলোয়াড়, উপস্থিত দর্শকরা। সত্যজিৎ রায় পেয়েছিলেন দুটি উইকেট,পেতে পারতেন আরও দুটি উইকেট,কিন্তু সহজ ক্যাচ দলীয় ফিল্ডাররা মিস করায় নিশ্চিত আরও দুটি উইকেট প্রাপ্তির সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে এই অনুযোগ স্বয়ং সত্যজিৎ জায়া বিজয়া রায়ের।

ম্যাচের ফলাফল, সে থাকবে, সেকথা বলতে হবে,অল্পের জন্য হেরে গিয়েছিল প্রোডিউসার একাদশ,হ্যাঁ তবে দিনের শেষে নিশ্চয়ই জিতেছিল ক্রিকেট, কারণ ক্রিকেটের টানে মাঠে নেমেছিলেন কিংবদন্তি চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়,বাংলা সিনেমার সর্বকালের মহানায়ক উত্তমকুমার। বাঙালি হাতেগোনা যে কজনকে নিয়ে আজীবন গর্ব করতে পারে, তাঁদের একজন সত্যজিৎ রায়। সিনেমা-গল্প-উপন্যাস তো বটেই, তাঁকে ছাড়া অসম্পূর্ণ বাংলায় ক্যালিগ্রাফিও। আসলে সত্যজিৎ এবং উত্তম কুমার যে কোনও জিনিস মন দিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে করেত থাকেন। সেখানে কোনও ভেজাল ছিল না। তার ফলে সব সমনয়ে আসল সত্যটা প্রকাশ পেত। ক্রিকেট খেলতে ভালো বাসতেন সত্যজিৎ রায় এবং উত্তম কুমার। সেটা বোধ হয় কারোর জানা ছিল না। তখনকার সময়ে ছোটরা ব্যাট হাতে করে বাড়ির বারন্দায় খেলতো। রাস্তায় ক্রিকেট খেলাটা তখন প্রচলন হয়নি। তরে ক্রিকেট থেকে সবাই ফুটবলকে বেশি পচ্ছন্দ করতো। কারণ ফুটবল খেলতে হলে মাঠের প্রয়োজন ছিল। পার্ককে ঘোরাও হতো।

বিয়ের কার্ড দিতে গিয়ে আর ফেরা হল না বাড়ি, ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু ৩ যুবকের

দুরন্ত বার্তা, মালদহ, ২৩ মার্চঃ কয়েকদিন পরেই বাড়িতে বসতে চলেছে বিয়ে আসর। উৎসবের মেজাজ পরিবারে। কিন্তু, একটি ঘটনায় রাতারাতি উৎসবের মধ্যেই বিষাদের ছায়া। কান্নার রোল পরিবারে। নিমন্ত্রণের জন্য ভাগ্নির বিয়ের কার্ড দিতে গিয়ে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু মামার। সঙ্গে প্রাণ গেল আরও দুই বন্ধুর। একসঙ্গে তিন যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য মালদহের রতুয়ায়। মর্মান্তিক এই পথ দুর্ঘটনা ঘটেছে মালদহের রতুয়া থানার নাকাট্টি ব্রিজে। মৃত্যু হয়েছে বিশ্বজিৎ কর্মকার (২৫), ভোলা কর্মকার (২৩), এনাফুল রহমান (১৮)। এদের মধ্যে বিশ্বজিৎ ও ভোলা

সম্পর্কে শ্যালক-জামাইবাবু। এনাফুল ভোলার বন্ধু। বিশ্বজিতের বাড়ি রতুয়া থানার বিলাইমারি অঞ্চলের রামায়ণপুর গ্রামে। ভোলার বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুরের দৌলতপুরে। অন্যদিকে এনাফুল উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘি থানা এলাকার বাসিন্দা। তিনি হরিশ্চন্দ্রপুরের এক পাউরুটি ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেন বলে জানা গিয়েছে। কয়েকদিন পরেই বিশ্বজিতের ভাগ্নির বিয়ে। সেই উপলক্ষেই তিনজন মিলে আত্মীয়দের বাড়িতে গিয়েছিলেন বিয়ের কার্ড দিতে। কাজ সেরে বাইকে চেপে ভালুকা থেকে ফিরছিলেন। কিন্তু, পথেই ঘটে যায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা। ফেরার সময় রতুয়ার নাকাটি ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে থাকা এক ট্রাক্টরে গিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে বাইকটি। মুহূর্তেই বাইকের সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আর কোনও সুযোগ পাওয়া যায়নি। রাস্তাতেই শেষ হয়ে যায় তিনটি প্রাণ। খবর যায় রতুয়া থানায়। খবর পাওয়ার পরেই ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ দেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়।

পুকুর কাটাকে কেন্দ্র রণক্ষেত্রে কোতলপুর!

বচসার মধ্যেই পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে 'মারার' চেষ্টা, নামল র‍্যাফ

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৩ মার্চঃ পুকুর সংস্কার নিয়ে শরিকী বিবাদে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল বাঁকুড়ার কোতুলপুর থানার শাহানা রঘুনাথপুর দক্ষিণপাড়ায়। অভিযোগ, এক ভাইকে পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে মারার চেষ্টার অভিযোগ উঠল অন্য এক ভাইয়ের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। অভিযুক্তর বাড়ি ও দোকানে ব্যপক ভাঙচুর চালায় স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে এলাকায় যায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাঁকুড়ার কোতুলপুর থানার শাহানা রঘুনাথপুর দক্ষিণপাড়ায় পাঁচ ভাইয়ের নামে একটি পুকুর রয়েছে। সম্প্রতি পুকুরটি সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, এদিন সকালে পুকুর সংস্কারের কাজ শুরুর আগেই বেঁকে বসেন

পাঁচ শরিকের মধ্যে একজন। ফরিদুর রহমান ভুঁইয়া নামে ওই ব্যক্তিরও ভাগ রয়েছে পুকুরে। যা নিয়ে বিবাদ শুরু হয় তাঁর ভাই হাসিবুল রহমান ভুঁইয়ার সঙ্গে। বিবাদ গড়ায় সংঘর্ষে। সংঘর্ষ চলাকালীন ফরিদুর রহমান ভুঁইয়া নিজের দোকানে অবৈধভাবে মজুত রাখা পেট্রোল হাসিবুরের গায়ে ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় গুরুতর আহত হন হাসিবুর। সঙ্কটজনক অবস্থায় তাঁকে কোরুলপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান স্থানীয় বাসিন্দারা। কিন্তু অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে অন্যত্র রেফার করা হয়। গোটা ঘটনায় ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার হয় এলাকায়। উত্তেজিত গ্রামবাসী ফরিদুর রহমান ভুঁইয়ার দোকান ও বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় অভিযুক্তর দোকান ও বাড়ি। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ালে ঘটনাস্থসে আসে কোতলপুর থানার পুলিশ। ইতিমধ্যে অভিযুক্তকে আটক করে চলছে জিজ্ঞাসাবাদ। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় চলছে পুলিশি টহল। ক্ষোভে ফুঁসছে হাসিপুরের পরিবার। অভিযুক্তের কঠোর শাস্তারি দাবিও উঠেছে।

তিনদিন ধরে নদীতে ঝুলছে রাস্তা, ইদের আগেই 'সব হারানোর' ভয়ে স্থানীয়রা

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৩ মার্চঃ মুর্শিদাবাদ চত্বরে এই আতঙ্ক প্রথম নয়। প্রতি বছরই রঘুনাথগঞ্জ, সামশেরগঞ্জের মতো একাধিক এলাকায় তৈরি হয় ভাঙন। নদীপাড় থেকে বিচ্ছিন্ন যেতে শুরু করে এলাকার একটা অংশ। ভেঙে পড়ে রাস্তা, তলিয়ে যায় বাড়ি। আর তার পাল্টা দুস্থরা পান গাল ভরা প্রতিশ্রুতি। তৈরি হয় নতুন রাস্তা। নতুন বাড়ি। আবার বছর ঘুরতেই একই কাণ্ড। এবারও ঠিক তেমনটাই হল। নতুন বছর পড়তেই ফিরে এল আতঙ্ক। সামনেই ইদ, তার আগেই না মাথার উপরের ছাদটা ভাগীরথীর জলে তলিয়ে যায়, সেই নিয়ে আতঙ্কে স্থানীয়রা। গত তিন দিন ধরে ফালি ফালি হয়ে পড়ে রয়েছে রঘুনাথগঞ্জ ১ নম্বর ব্লকের রানিনগর গ্রামের বৈকণ্ঠপুর এলাকার মূল রাস্তা। ফাটল ধরেছে সড়কে, নেমেছে ধস। কার্যত নদীর উপরেই ঝুলছে সড়কের একটা অংশ। ধস নামা এই সড়কের পাশেই আবার দাঁড়িয়ে রয়েছে সারি সারি পাকা বাড়ি। নদীপাড়ে ভাঙনের জেরে ফাটল ধরেছে সেগুলিতেও। তবে এখনও ঝুলে পড়েনি। কিন্তু কতক্ষণই বা সেই বিপদ আটকে রয়েছে, তা নিয়ে সংশয়ে এলাকাবাসী। রঘুনাথগঞ্জের এই সড়কই আবার গিয়ে যুক্ত হচ্ছে আজিমগঞ্জের সঙ্গে। মুর্শিদাবাদের এই দুই গুরুত্বপূর্ণ এলাকাকে জুড়ে দেওয়া সড়ক এখন নেমে এসেছে নদীপাড়ে। উল্লেখ্য, কৃতিত্বটাই 'খেয়ে নিয়েছে' জেলা পরিষদের সদস্যেরা। ফলকে লিখেছে, জেলা পরিষদের সদস্য ও ইটভাটার মালিকের সহযোগিতায় নির্মাণ করা হয়েছে এই রাস্তা। উল্লেখ্য, বছর কয়েক আগেই একই ভাবে নদীপাড় ভাঙনের জন্য ধসে গিয়েছিল রাস্তা। তখন জঙ্গিপুরের সাংসদ খলিলুর

রহমানের তহবিল থেকে নির্মাণ করা হয়েছিল এই রাস্তার। কিন্তু ফলক বসানোর সময় নাম মিলল না সংসদে। ঝকঝকে হরপে ফুটে উঠল জেলা পরিষদের নাম। অবশ্য, সেই অভিযোগের ভিত্তি 'আমাদের কিছু করার নেই' বলে দাবি জেলা পরিষদের। রাস্তায় যখন ফাটল নিয়ে আতঙ্ক চড়েছে। সেই আবহে 'কার টাকায়' রাস্তা তৈরি, তা নিয়ে গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব বাঁধল তৃণমূলের অন্দরে। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যের অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনার আওতায় সংসদ তহবিলের টাকায় তৈরি হয়েছে এই রাস্তা। কিন্তু রাস্তা তৈরির গোটা

'বাস্তব তুলে ধরছি বলে সমস্যা', অনুন্নয়ন নিয়ে বিধায়ক সুর চড়াতেই পাল্টামেয়রের

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৩ মার্চঃ ভোটের এখনও ঢের দেরি। কিন্তু, এখন থেকেই যেন ভোটের বাদ্যি বেজেছে শিলিগুড়িতে। একদিকে রোজ নিয়ম করে পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে 'মানুষের কাছে চলো' কর্মসূচি করছেন মেয়র গৌতম দেব। বলছেন উন্নয়নের কথা। অন্যদিকে অদুরেই এলাকায় গিয়ে অনুন্নয়নের ছবি দেখাচ্ছেন বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। শনিবারের পর এদিনও ২০ নম্বর ওয়ার্ডে গিয়ে রবিবাসরীয় জনসংযোগ করেছেন মেয়র গৌতম দেব। এলাকায় কী কী কাজ হয়েছে, মানুষ কী চান তা নিয়ে বিস্তর হইহই করে চলছে প্রচার। ঠিক তখনই পাশের ওয়ার্ডে এক বস্তিতে হাজির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। রান্না বস্তিতে এক স্কুলের গেটেই রয়েছে ময়লা ফেলার ভ্যাট ও টয়লেট। এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিধায়ক। প্রশ্ন শুনে মেজাজও হারালেন মেয়র। গৌতম বলছেন ক্ষমতায় এসে শহরের উন্নয়ন করেছে তৃণমূল। অন্যদিকে শঙ্করের দাবি, সাইকেল চড়া নেতারা ফুলেফেঁপে

উঠেছে। বড় রাস্তায় নয় পাড়ায়, বস্তিতে আসুন। এদিন সকালে এভাবেই দুই শিবিরের তরজায় উত্তাপ বেড়েছে এলাকার রাজনৈতিক মহলে। এদিকে গত বিধানসভা নির্বাচনে হারের পর গত লোকসভা নির্বাচনে শিলিগুড়িতে বুথভিত্তিক ফলাফলে তৃণমূলকে পিছনে ফেলেছিল বিজেপি। তাই পুরনো জমি ফিরে পেতে মরিয়া শাসক শিবির। কিন্তু, এক ইঞ্চিও জমি ছাড়তে বিজেপি। পাল্টা রণকৌশল সাজিয়ে ফেলেছেন শঙ্কর ঘোষেরা। তৃণমূলের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে শঙ্কর বলছেন, ''আমি এমন এমন বিষয় সামনে আনছি তাতে মেয়রের সমস্যা হচ্ছে। এই যে গান্ধী মেমোরিয়াল প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে তার পাশে রয়েছে ভ্যাট, পাশে রয়েছে টয়লেট। একেবারে নরকের পরিস্থিতি। ড্রেন তো নরকের থেকেও খারাপ অবস্থা। ওনারা দেখান হিলকার্ট রোড, বাঘাযতীন পার্ক, বর্ধমান রোড। কিন্তু, এই কয়েকটা রাস্তা নিয়ে শুধু শিলিগুড়ি নয়। গোটা শহরের মানুষের জল, রাস্তাঘাট সব তো দেখতে হবে। কিন্তু কিছু হয়নি। মেয়র সাহেবের বড় গাড়ি। সামনে পিছনে সিকিউরিটি। এসব নিয়ে তিনি ঘুরতে পারেন। কিন্তু মহিলাদের স্নান করার জায়গা নেই। কুয়ো গুলো পরিস্কার হয় না। সামান্য কাজটুকু করতে পারে না।'' থেমে থাকেননি গৌতমও। পাল্টাল খোঁচা দিয়ে বলেন, ''কে কোথায় যাচ্ছে আমিখোঁজ রাখি না।'' এরপরই নিজের কর্মসূচি নিয়ে বলতে গিয়ে বলেন, ''আসলে মানুষের সমস্যার কথা শুনতে গেলে মাইক্রো লেভেলে গিয়ে খোজ নিতে হবে।''

'ভূত' তো ছিলই, এ যেন আরও 'অদ্ভুত'! এলাকায় দুই ভোটারের খোঁজে গিয়ে হতবাক তৃণমূল নেতারা

দুরন্ত বার্তা, বিষ্ণুপুর, ২৩ মার্চঃ ভূতুড়ে ভোটার নিয়ে অভিযোগের অন্ত নেই! এরইমধ্যে এবার এপিক নিয়ে ফের শোরগোল বাঁকুড়াতে। ভূতুড়ে ভোটারের সন্ধান মিলল বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর ব্লকের মুনিনগর গ্রামে। দলের নির্দেশে নেতারা ভোটার লিস্ট হাতে মুনিনগর গ্রামে বাড়ি বাড়ি ঘুরতেই এমনই দুই ভুয়ো ভোটারের সন্ধান মিলেছে বলে জানা যাচ্ছে। তবে ওই দুই ভোটারের ঠিকুটি-কুষ্ঠি জানতে পেরে রীতিমতো চোখ কপালে উঠে গেল নেতাদের। একটি নির্দিষ্ট বুথে এমন দুই ভোটারের সন্ধান মিলেছে যার সঙ্গে বাস্তবের কোনও সম্পর্কই নেই। আর এই ঘটনা সামনে আসতেই পারস্পরিক দোষারোপ, পাল্টা দোষারোপের পালা শুরু হয়েছে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে। দলের নির্দেশে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর ব্লকের মুনিনগর গ্রামে ভোটার তালিকা হাতে বাড়ি বাড়ি ঘুরে তথ্য যাচাই করা শুরু করেন স্থানীয় তৃনমূল নেতৃত্ব। সেই তথ্য যাচাইয়ের কাজ করতে গিয়ে তৃণমূল নেতারা দেখেন তালিকায় ৯৮১ নম্বর ক্রমিক সংখ্যায় একটি

এপিক নম্বর দেখতে পান। তার পাশে রয়েছে একটি ছবিও। কিন্তু ওই ক্রমিক সংখ্যায় না আছে ভোটারের নাম না আছে ভোটারের বাবার নাম। অন্যদিকে ৯৮৪ ক্রমিক সংখ্যায় নাম রয়েছে অনুরাধা বেরা নামের এক ভোটারের। নামের পাশে বাবার নাম, এপিক নম্বর এমনকি ছবিও রয়েছে। স্থানীয়দের দাবি ওই নামের কোনও ভোটারের অস্তিত্ব গত কয়েক দশকে গ্রামে ছিল না, আজও নেই। তাহলে কীভাবে সেই নাম ভোটার তালিকায় জায়গা পেল তা নিয়ে হতবাক স্থানীয়রা। তৃণমূলের দাবি, এর পুরোপুরি দায় নির্বাচন কমিশনের। বিজেপি নির্বাচন কমিশনকে কাজে লাগিয়ে এভাবেই তালিকায় ভুয়ো ভোটার ঢুকিয়েছে। সুর চড়িয়েছেন মুনিনগর গ্রামের তৃণমূল বুথ সভাপতি সমর মুখোপাধ্যায়। অভিযোগ উড়িয়ে পাল্টা রাজ্যের শাসকদলকেই দুষেছে বিজেপি। বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার বিজেপি মুখপাত্র দেবপ্রিয় বিশ্বাস। বিজেপির দাবি, এর পুরোপুরি দায় বিএলও হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজ্য সরকারের কর্মীদের। রাজ্যের শাসকদলের অঙ্গুলিহেলনে এই ধরনের কাজ করে এখন নজর ঘোরাতে এই ধরনের অভিযোগ আনা হচ্ছে বলে দাবি তাঁদের। চাপানউতোর চলছে রাজনৈতিক মহলে।

মাওবাদীদের পাতা ফাঁদে পা! মৃত্যু মেদিনীপুরের এক সিআরপিএফ জওয়ানের, আহত বাঁকুড়ার আরও এক জওয়ান

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৩ মার্চঃ ফের মাওবাদীকে আক্রমণে প্রাণ গেল ভারতীয় সেনা জওয়ানের। ঝাড়খন্ডে মাওবাদীদের পেতে রাখা আইইডি বিস্ফোরণে মৃত্যু হল এ রাজ্যের এক সিআরপিএফ জওয়ানের। গুরুতর আহত হয়েছেন এ রাজ্যেরই আরও এক জওয়ান। মৃত জওয়ানের বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুরে এবং আহত জওয়ানের বাড়ি বাঁকুড়ায় বলে জানা গিয়েছে। খবর আসতেই শোকের ছায়া মেদিনীপুরের জওয়ানের বাড়িতে। অন্যদিকে একরাশ উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগে মধ্যে রয়েছেন বাঁকুড়ার সদর থানার রাজগ্রাম এলাকার বাসিন্দা আহত সিআরপিএফ জওয়ান পার্থ

প্রতিম দের পরিবার। জানা গিয়েছে শনিবার বিকালে, কর্তব্যরত অবস্থাতেই ঝাড়খন্ডের পশ্চিম সিংভূম জেলার ছোটনাগরা থানা এলাকায় মাওবাদীদের পেতে রাখা আইইডি বিস্ফোরণে গুরুতর জখম হন এ রাজ্যের দুই সিআরপিএফ জওয়ান। গুরুতর আহত অবস্থায় দু'জনকে উদ্ধার করে এয়ার অ্যাম্বলেন্সে করে রাঁচির একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় পশ্চিম মেদিনীপুরের বাসিন্দা সুনীল কুমার মণ্ডল নামে আহত এক জওয়ানের। অন্যদিকে অপর জওয়ান পার্থপ্রতিম দে এখনও চিকিৎসাধীন রয়েছেন রাঁচির ওই হাসপাতালেই। শনিবারই ঘটনার খবর এসে পৌঁছায় আহত পার্থ প্রতিম দে-র বাঁকুড়ার রাজগ্রামের বাড়িতে। তারপর থেকেই উদ্বেগে পরিবারের সদস্যরা। পরিবারের সদস্যরা জানাচ্ছেন, এক সহকর্মীর ফোনে পার্থপ্রতিমের সঙ্গে তাঁদের কথা হয়েছে। এদিন আহত জওয়ানের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন বাঁকুড়া পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের স্থানীয় কাউন্সিলার অপর্ণা চট্টোপাধ্যায়।

পাঁচ বছরের ভাইকে নৌকা থেকে গঙ্গায় ফেলে দেওয়ার অভিযোগ সৎ দাদার বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ২৩ মার্চঃ নৌকা থেকে গঙ্গায় পাঁচ বছরের বাচ্চাকে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ। অভিযুক্ত দাদা। হাড়হিম ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার নবদ্বীপে। ঘটনার পর থেকে পলাতক অভিযুক্ত। এখনও তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়নি। জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে নবদ্বীপের স্বরুপগঞ্জ ঘাট থেকে নৌকা যাচ্ছিল নবদ্বীপ বরালঘাটে থামে। ঠিক সেই সময় নৌকা থেকে একটি বাচ্চাকে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে একটি মাস্ক পরা যুবক। ঘটনা কিছু বোঝার আগেই সেই যুবক নৌকা থেকে লাফ দিয়ে পালিয়ে যায়। এরপরেই ঘটনা বুঝতে পেরে নৌকার মাঝি সবাইকে নামিয়ে নৌকা নিয়ে খুঁজতে বের হয়। কিন্তু তখন খুঁজে পাওয়া যায়নি শিশুটিকে। পরে খোঁজখবর নিয়ে জানা যায়, শিশুটি নবদ্বীপের স্বরুপগঞ্জ কপালিপারা এলাকার বাসিন্দা। সে জয়দেব বিশ্বাস নামে এক ব্যক্তির ছেলে। যার বিরুদ্ধে এই বাচ্চাটিকে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ সেই যুবকটি এই বাচ্চার সৎ দাদা। জানা গিয়েছে, ওই শিশুটির নাম সুব্রত বিশ্বাস। যুবকের নাম সুমন দত্ত। বাড়ি কালনায়। পরিবার সূত্রে খবর, নবদ্বীপ স্বরুপগঞ্জের বাসিন্দা জয়দেব বিশ্বাসের স্ত্রীর আগের পক্ষের ছেলে সুমন। সে তাঁর মায়ের সঙ্গে দেখা করতে কালনা থেকে নবদ্বীপ স্বরুপগঞ্জ ঘাটের বাড়িতে আসে। এরপর নিজের জন্মদিনের কেক আনতে যাওয়ার জন্য সুমন তাঁর সৎ ভাই সুব্রতকে নিয়ে নৌকা করে নবদ্বীপ যায়। কিন্তু এরপরে আর ফেরনি তারা। পরে পরিবার সুমন দত্ত আসছে না দেখে ফোন করলে ফোন সুইচ অফ পাওয়া যায়। খোঁজ নিলে জানা যায় সুব্রত নামে বাচ্চাটিকে গঙ্গার জলে ফেলে দিয়েছে সুমন। নবদ্বীপ বরাল ঘাট কর্তৃপক্ষের দাবি, তাঁরা সন্ধ্যে সাড়ে আটটা নাগাদ নৌকা যখন ঘাটে আসে ঠিক সেই সময় দেখতে পান একটা বাচ্চাকে জলে ফেলে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছে এক যুবক। সেই সিসিটিভি রয়েছে তাঁদের কাছে।

শিলাবৃষ্টির সঙ্গে গোদের উপর বিষফোঁড়া নিম্নচাপ!

লাগাতার বৃষ্টিতে তছনছ হয়ে গেল বাংলার 'ফুলের উপত্যকা'

দুরন্ত বার্তা, বিষ্ণুপুর, ২৩ মার্চঃ বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে দফায় দফায় চলছে শিলাবৃষ্টি, অন্যদিকে লাগাতার নিম্নচাপের বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত বাঁকুড়ার ফুল উপত্যকা হিসাবে পরিচিত বিষ্ণুপুর ব্লকের পানরডাঙ্গা গ্রাম। নষ্ট হচ্ছে বিঘার পর বিঘা জমির ফুল। ভরা মরসুমে ফুল চাষ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ায় মাথায় হাত প।ছে হাজার হাজার ফুল চাষির। প্রসঙ্গত, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর ব্লকের পানরডাঙ্গা গ্রাম লাগোয়া হেক্টরের পর হেক্টর জমিতে ফুল চাষ হয়। গ্রামের অধিকাংশ

পরিবারের জীবন-জীবিকা এই ফুল চাষের উপরই নির্ভরশীল। গ্রাম লাগোয়া জমিতে মূলত গাঁদাফুল চাষ হলেও অন্যান্য ফুল চাষও অল্পবিস্তর হয়। পানরডাঙ্গা গ্রামে উপাদিত ফুল শুধু বাঁকুড়া জেলাতেই নয় পার্শ্ববর্তী জেলার ফুল বাজারেও সরবরাহ করা হয়। কিন্তু সম্প্রতি লাগাতার শিলাবৃষ্টিতে এমনিতেই ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল পানরডাঙ্গা গ্রামের ফুল চাষ। এরইমধ্যে গোদের উপর বিষফোঁড়া আবার নিম্নচাপ। তাতেই আরও বেড়েছে সমস্যা। নিম্নচাপের লাগাতার ৩ দিনের বৃষ্টি যেন মই দিয়ে গেল ফুলের জমিতে। অসময়ের এই লাগাতার বৃষ্টিতে অধিকাংশ ফুল গাছ জমিতে শুয়ে পড়েছে। যে গাছগুলি এখনো সোজা দাঁড়িয়ে রয়েছে সেগুলিও এবার ধসা রোগের কবলে পড়বে বলে আশঙ্কা চাষিদের। হাজার হাজার টাকা ঋণ নিয়ে চাষ করা ফুলের জমির এভাবে ক্ষতি হওয়ায় মাথায় হাত পড়েছে ফুল চাষিদের। আদৌও কী এই ক্ষতি সামাল দিতে পারবেন, আপাতত সেই আশঙ্কাই তাড়া করে বেড়াচ্ছে ক্ষতিগ্রস্থ চাষিদের। উঠছে ক্ষতিপূরণের দাবিও।

EMKAY CONSULTANTS LIMITED

Registered Office: Alipore Heights 5B, Judge Court Road, Kolkata-700027, West Bengal, India
Corporate Identification Number (CIN): L74140WB1990PLC050229
Tel- 033-24486060/7070, 033-40099799 ; Email: munnas.group@gmail.com ; Website: www.emkayconsultantslimited.in

Recommendations of the Committee of Independent Directors ("IDC") of Emkay Consultants Limited (hereinafter referred to as "Target Company") in relation to the Open Offer ("Offer") made by Rajesh Raghuvir Mantri, Seema Pravin Joshi, Harshala Nitin Gaikwad, Shruti Tejas Kulkarni, Aakanksha Rajesh Mantri, Dattaraj Rajesh Mantri (hereinafter referred to as "Acquirers") and Ramchandra Mangesh Kulkarni (hereinafter referred to as "PAC"), to the public shareholders of the Target Company under Regulation 3(1) and 4 of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended (hereinafter referred to as "SEBI SAST Regulations")

Date	22nd March 2025
Name of the Target Company	Emkay Consultants Limited
Details of the Offer pertaining to Target Company	This Offer is being made pursuant to Regulation 3(1) & 4 of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto ("SEBI SAST Regulations") for acquisition of upto 7,57,150* Equity Shares of Emkay Consultants Limited (hereinafter referred to as Target Company) of ₹ 10/- each at an Offer Price per equity share of ₹ 22.72**/- each payable in cash, representing 100% of the issued, subscribed, paid up and voting capital held by the public shareholders except shares held by PAC pursuant to Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereof. *26% of the total shares of the Target Company is 7,80,104, however balance shares held by Public Shareholders after excluding shares held by PAC is 7,57,150. **Revised Offer Price inclusive of interest @10% p.a. calculated for the period of delay.
Name(s) of the acquirer and PAC with the acquirer	1. Rajesh Raghuvir Mantri, ("Acquirer 1") 2. Seema Pravin Joshi, ("Acquirer 2") 3. Harshala Nitin Gaikwad, ("Acquirer 3") 4. Shruti Tejas Kulkarni, ("Acquirer 4") 5. Aakanksha Rajesh Mantri, ("Acquirer 5") 6. Dattaraj Rajesh Mantri ("Acquirer 6") and 7. Ramchandra Mangesh Kulkarni ("PAC")
Name of the Manager to the Offer	Finshore Management Services Limited
Members of the Committee of Independent Directors (IDC)	Ms. Sonika Jain – Chairman Ms. Komal Keyur Kakatkar - Member
IDC Member's relationship with the Target Company (Director, Equity Shares owned, and other contract/relationship), if any.	All the members of the IDC are Directors of the Target Company and have no other relationship with the Target Company.
Trading in the Equity Shares/other securities of the Target Company by IDC Members	None of the IDC members have traded in the Equity Shares of the Target Company during 12 months prior to the date of the Public Announcement of the Offer on 11th August, 2023 and till the date of this recommendation.
IDC Member's relationship with the Acquirers (Director, Equity Shares owned, and other contract/relationship), if any.	None of the IDC members holds any contracts nor have any relationship with the Acquirers and PAC
Trading in the Equity Shares/other securities of the Acquirer by IDC Members	Not applicable as the Acquirers are Individuals.
Recommendation on Open Offer, as to whether the Offer, is or is not, fair and reasonable	Based on the review, IDC Members believe that the Offer is fair and reasonable and in line with the SEBI SAST Regulations and is in the interest of the public shareholders of the Target Company.
Disclosure of Voting Pattern of the meeting in which the open offer proposal was discussed	All the IDC members unanimously voted in favour of recommending the open offer proposal.
Summary of reasons for recommendation	IDC Members have reviewed a. Public Announcement (PA) dated 11th August, 2023 b. Detailed Public Statement (DPS) published on 22nd August, 2023 c. Draft Letter of Offer dated 29th August, 2023 d. SEBI observation letter dated 06th November, 2023 and RBI Approval Letter dated 11th March, 2025 e. Letter of Offer (LOF) dated 17th March, 2025 f. Interest calculation for the delay in receipt of RBI approval Based on review of the above documents the members of the IDC are of the view that the offer price is in line with the parameters prescribed by SEBI in the SEBI SAST Regulations.
Details of the Independent Advisors, if any	None
Any other matter to the highlighted	None

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under the SEBI SAST Regulations.

For and on behalf of the Committee of Independent Directors of Emkay Consultants Limited
Sonika Jain
Chairman of IDC

Place: Kolkata
Date: 22nd March, 2025

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT

The **Dy. Ch. Engineer(SWM-II), KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/SWM-II/E/24-25/74

Name of work : **Procurement of New 72V 10A auto-cut battery chargers for Br IX under SWM Deptt. KMC.** Estimated Amount : ₹ **3,58,732.00.** Earnest Money: ₹ **7,200.00.** Period of Completion: **10 days**. Last Date and time of submission of Bid: **03.04.2025 (5 p.m.)** The bid forms and other details are available on and from **25.03.2025 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**.

(2) NIT No. : SWM-II/DIST-III/09/2nd/2024-25 (2nd Call)

Tender Id : **2025_KMC_829882_1.** Tender Title : **SWM-II/DIST-III/09/2024-25.** Name of work : **Body repairing and painting of vehicle no. WB03C-9731 tipper truck of DIST-III Garage.** Estimated Amount : ₹ **1,83,550.00.** Earnest Money: ₹ **3,700.00**. Period of Completion: **15 days**.

(3) NIT No. : SWM-II/DIST-III/09/2nd/2024-25 (2nd Call)

Tender Id : **2025_KMC_829882_2.** Tender Title : **SWM-II/DIST-III/11/2024-25.** Name of work : **Thorough repairing cabin load body and electrical system of vehicle no. WB03C 9550 (Leyland 1616) Rcv of Dist III Garage.** Estimated Amount : ₹ **2,93,973.00.** Earnest Money: ₹ **5,900.00**. Period of Completion: **15 days**.

(4) NIT No. : SWM-II/DIST-III/09/2nd/2024-25 (2nd Call)

Tender Id : **2025_KMC_829882_3.** Tender Title : **SWM-II/DIST-III/13/2024-25.** Name of work : **Thorough repairing and painting of vehicle no. WB03D-1785 (Leyland U1619H) Rcv of Dist III Garage.** Estimated Amount : ₹ **2,83,082.00.** Earnest Money: ₹ **5,700.00**. Period of Completion: **15 days**.

(5) NIT No. : SWM-II/DIST-III/10/2024-25

Tender Id : **2025_KMC_829915_1.** Name of work : **Repairing of body, FIP & Radiator with Intercooler of Vehicle No. WB03C-9744 (TATA) Tipper Truck of Dist-III Garage.** Estimated Amount : ₹ **1,96,530.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **15 days**.

(6) NIT No. : SWM-II/DH/30/2024-25

Tender Id : **2025_KMC_829862_1.** Tender Title : **SWM-II/DH/30/2024-25.** Name of work : **Manufacturing, Fabricating, Fitting Fixing of 04 Nos. M.S Structural Guide Rail at R.B Connector (Rajdanga), Ward - 107, Br-XII Compactor station under Dhapa Garage/SWM-II.** Estimated Amount : ₹ **1,98,707.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00**.

(7) NIT No. : SWM-II/DH/30/2024-25

Tender Id : **2025_KMC_829862_2.** Tender Title : **SWM-II/DH/31/2024-25.** Name of work : **Manufacturing, Fabricating, Fitting Fixing of 04 Nos. M.S Structural Guide Rail at 5 No. Garcha 1st Lane, Ward 86, Br-VIII Compactor station under Dhapa Garage/SWM-II.** Estimated Amount : ₹ **1,97,549.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00**.

(8) NIT No. : SWM-II/DH/30/2024-25

Tender Id : **2025_KMC_829862_3.** Tender Title : **SWM-II/DH/32/2024-25.** Name of work : **Manufacturing, Fabricating, Fitting Fixing of 04 Nos. M.S Structural Guide Rail at Nonadanga Compactor Station, Ward - 108, Br-XII under Dhapa Garage/SWM-II.** Estimated Amount : ₹ **1,98,388.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00**.

(9) NIT No. : SWM-II/DH/30/2024-25

Tender Id : **2025_KMC_829862_4.** Tender Title : **SWM-II/DH/33/2024-25.** Name of work : **Manufacturing, Fabricating, Fitting Fixing of 04 Nos. M.S Structural Guide Rail at Kapalitala Compactor Station, Ward - 46, Br-VI under Dhapa Garage/SWM-II.** Estimated Amount : ₹ **1,98,546.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **10 days** (for Sl. No. 6 to 9).

(10) NIT No. : SWM-II/DH/18/2024-25

Tender Id : **2025_KMC_829904_1.** Name of work : **Thorough repairing of cabin & load body of the tipper truck: Vehicle No - WB-25E-1186 (TATA-LPT 1616) under Dhapa Garage/SWM-II.** Estimated Amount : ₹ **1,93,666.00.** Earnest Money: ₹ **3,900.00**. Period of Completion: **15 days**. Last Date and time of submission of Bid: **02.04.2025 up to 1 p.m.** (for Sl. No. 2 to 10) The bid forms and other details are available on and from **21.03.2025 (1 p.m.)** (for Sl. No. 2 to 10). The website **https://etender.wb.nic.in**. or **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 2 to 10)

The **Director General (Mech.)/Roads, KMC** invites e-Tender online item wise rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/ASPH/PB/TKS-16/2024-25

Name of work : **Manufacturing and fitting, fixing of LOC Belt's driver and driven rollers of DM-45 plant at Asphaltum Department, Palmer Bazar.** Estimated Cost : **Quotation.** Earnest Money: ₹ **5,000.00**. Period of Completion: **10 days**. Last Date and time of Submission of Bid : **02.04.2025 at 2 p.m.** Bid opening date for Technical Proposals (Online): **04.04.2025 at 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **25.03.2025 (2 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in** (1518/24-25)

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

দেশিবিদেশি ডিজাইনারদের পোশাকের সংগ্রহ দেখা যায় ফ্যাশন কিউতে

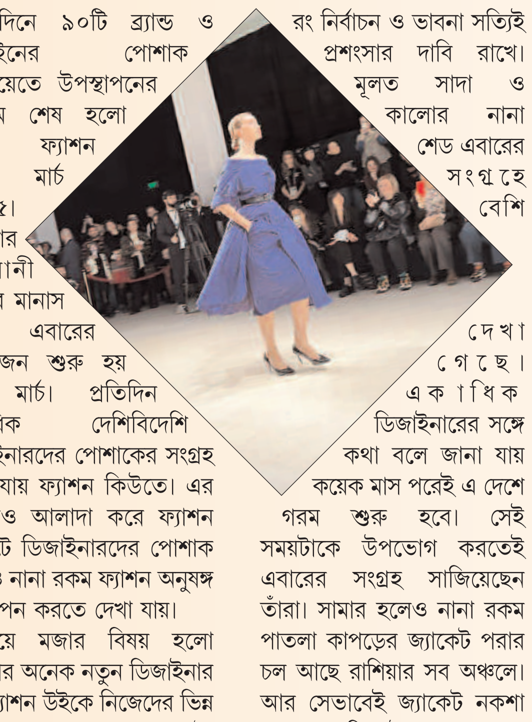

ছয় দিনে ৯০টি ব্র্যান্ড ও ডিজাইনের পোশাক রানওয়েতে উপস্থাপনের মাধ্যমে শেষ হলো মস্কো ফ্যাশন উইক মার্চ ২০২৫। রাশিয়ার রাজধানী মস্কোর মানাস হলে এবারের আয়োজন শুরু হয় ১৩ মার্চ। প্রতিদিন একাধিক দেশিবিদেশি ডিজাইনারদের পোশাকের সংগ্রহ দেখা যায় ফ্যাশন কিউতে। এর বাইরেও আলাদা করে ফ্যাশন মার্কেটে ডিজাইনারদের পোশাক ছাড়াও নানা রকম ফ্যাশন অনুষঙ্গ উপস্থাপন করতে দেখা যায়।

সবচেয়ে মজার বিষয় হলো রাশিয়ার অনেক নতুন ডিজাইনার এই ফ্যাশন উইকে নিজেদের ভিন্ন রকম নকশা তুলে ধরতে চেষ্টা করেন। তাঁদের পোশাকের কাট, রং নির্বাচন ও ভাবনা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। মূলত সাদা ও কালোর নানা শেড এবারের সংগ্রহে বেশি দেখা গেছে। একাধিক ডিজাইনারের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় কয়েক মাস পরেই এ দেশে গরম শুরু হবে। সেই সময়টাকে উপভোগ করতেই এবারের সংগ্রহ সাজিয়েছেন তাঁরা। সামার হলেও নানা রকম পাতলা কাপড়ের জ্যাকেট পরার চল আছে রাশিয়ার সব অঞ্চলে। আর সেভাবেই জ্যাকেট নকশা করেছেন ডিজাইনাররা। মেজর নামের একটি রাশিয়ান ব্র্যান্ড

নিজেদের সংগ্রহে এনেছে দিন বা রাতে মেয়েদের পার্টিতে পরার জন্য নানা ধরনের উপযোগী গাউন, শার্ট, সারাফান, টপ, জ্যাকেটের নানা রকম পোশাক। অনেক ডিজাইনার ছেলেদের নানা রকম সংগ্রহ প্রদর্শন করেন রানওয়েতে। ১৬ মার্চ আন্তর্জাতিক ক্যাটাগরিতে দুই ভারতীয় ডিজাইনার নিজেদের সংগ্রহ নিয়ে আসেন দর্শকদের সামনে। খাদি ইন্ডিয়া ও সামন্ত চৌহান ভারতের ফ্যাশন ভাবনা উপস্থাপন করেন মস্কোর মঞ্চে। ব্র্যান্ড খাদি ইন্ডিয়ার সংগ্রহে ছিল শাড়ি, কামিজ, টপ, সিঙ্গেল কুর্তির মতো নানা কিছু। যার সবটাই প্রাকৃতিক রঙে রাঙিয়ে উপস্থাপন করা হয়। আর সামন্ত চৌহানের পোশাকগুলো ছিল ভারতীয় অনুপ্রেরণার তৈরি গাউন, লংড্রেস, জ্যাকেট ইত্যাদির সমন্বয়। এমব্রয়ডারি, জারদৌসি ও মোগল মোটিফ ব্যবহার করে সেসব নকশা করেছেন সামন্ত। পাশাপাশি প্রতিদিন একাধিক

ফ্যাশন আলোচনায় অংশ নেন রাশিয়া ও রাশিয়ার বাইরে থেকে আসা অতিথিরা। এক্সিবিশন হলের মার্কেট প্লেসে অংশ নেয় ৬৩টি ফ্যাশান ও অনুষঙ্গ ব্র্যান্ড। যেখানে পোশাক, ব্যাগ, জুতা, জুয়েলারি, সানগ্লাস, ঘড়িসহ নানা পণ্য কেনার সুযোগ রাখা হয়। আগামী সিজনে আরও নতুন ভাবনা উপস্থাপনের আশা দিয়ে ১৮ মার্চ শেষ হয় কালচারাল ফাউন্ডেশন ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অব ফ্যাশন অ্যান্ড ডিজাইন 'ফ্যাশন ফাউন্ডেশন'এর এই উদ্যোগ।

জার্মানির বার্লিনে নব্য নাৎসিদের মিছিল

জার্মানির বিভিন্ন শহরে গতকাল শনিবার নব্য নাৎসিরা বিক্ষোভ মিছিল করেছেন। সবচেয়ে বড় বিক্ষোভটি হয়েছে বার্লিন শহরে। বার্লিনের পুলিশ জানিয়েছে, গত শুক্রবার নব্য নাৎসিদের বিক্ষোভ পূর্বনির্ধারিত স্থান ওস্টারক্রয়েজে সমাবেশের আয়োজনটি নিরাপত্তার কারণে বন্ধ ঘোষণা করে।

পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, ফ্রিডরিখশাইনের রাস্তা দিয়ে পরিকল্পিত নব্য নাৎসিদের মিছিলের রাস্তায় মোট ১৫টি পাল্টা বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। নাৎসিবিরোধী দুই হাজার বিক্ষোভকারী রাস্তা অবরোধ করেন, তাঁদের ঘেরাও করে রাখেন।বার্লিনের পুলিশ আরও জানিয়েছে, ৮৫০ জন নব্য নাৎসি বিক্ষোভকারীর বিরুদ্ধে প্রায় দুই হাজার মানুষ গতকাল বার্লিনের রাস্তায় বিক্ষোভ করেন। এ ছাড়া 'আইন ও শৃঙ্খলার পক্ষে, বামপন্থী চরমপন্থা ও রাজনৈতিক সহিংসতার বিরুদ্ধে' শিরোনামে আয়োজিত এই সমাবেশ থেকে পুলিশ বেশ কয়েকজন অংশগ্রহণকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, বিধিনিষেধ অমান্য করে মুখ ঢেকে বিক্ষোভে অংশ নিয়েছিলেন। এ ছাড়া তাঁরা একজন সাংবাদিককে আক্রমণ করে তাঁকে শ্বাসরোধের চেষ্টা করেন। মিছিল থেকে বোতল নিক্ষেপের ঘটনাও ঘটে।

শুক্রবারের এ বিক্ষোভ ঠেকাতে দেড় হাজার পুলিশ সদস্য মোতায়েন করা হয়। জার্মান ফেডারেল পুলিশ জানিয়েছে, তারা বাড়তি নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়েছে। সংঘর্ষের সময় ১১ জন পুলিশ সদস্য আহত হন। গতকাল বার্লিনে পাল্টাপাল্টি বিক্ষোভ থেকে পুলিশ ৮০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, দিদি যেখানে থাকেন সব ভাল হয়

বনস্পতি দে, হুগলি, ২৩ মার্চঃ ভারতীয় হাইকমিশনের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। এছাড়াও রয়েছে বাণিজ্য সম্মেলন। শনিবার রাতের বিমানে চড়ে লন্ডনের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর মুখ্যমন্ত্রীর এই লন্ডন সফর ঘিরে খুবই উচ্ছ্বসিত হুগলির সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ দিন তৃণমূল সাংসদ মুখ্যমন্ত্রীর লন্ডন সফর নিয়ে বলতে গিয়ে প্রথমেই 'ফিঙ্গার ক্রস্‌ড' করেন। বলেন, ''দিদি যেখানে থাকেন সব ভাল হয়। পজেটিভ হয় সব কিছু। আমরা সব পজেটিভ কিছু বিশ্বাস করি। আর দিদি যখন গিয়েছেন তখন সাংঘাতিক কিছু একটা খবর হতে চলেছে। লন্ডন যাওয়ার আগে রাজ্যবাসীকে আশ্বস্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, ''আপনারা সকলেই শান্তিতে ভাল থাকুন। আমরা জাস্ট চার-পাঁচদিন থাকব না। তবে যোগাযোগ থাকবে। কোনও রকম কোনও অসুবিধা হলে আমরা দেখে নেব। ভাল থাকুন। উল্লেখ্য, বিশ্ব বাণিজ্য সম্মেলন, ভারতীয় হাইকমিশনের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দেওয়ার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বস্তুত, শনিবার ২২ তারিখ সকাল ৯টা ১০ মিনিটের বিমান ধরার কথা ছিল মমতার।

Name Change
I, Kamal Kumar Das S/o Late Satish Das Residing at Vill - Chickrand Jala Para, P.o - Chickrand, P.s - Chanditala, District - Hooghly, Pin-712304 West Bengal India shall henceforth be known as Kamal Krishna Das. I declare that Kamal Kumar Das and Kamal Krishna Das is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 21-03-2025.

Name Change
I, Arun Kumar Das C/o Praphulla Das Residing at Vill - Jagadishpur, P.o - Purba Madhabpur, P.s - Ramnagar, District - Purba Medinipur, Pin- 721453 West Bengal India shall henceforth be known as Arun Das. I declare that Arun Kumar Das and Arun Das is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 21-03-2025.

Name Change
I, Bhabasankar Bera S/o Debendra Nath Bera Residing at Vill - Dighirpar, Agarhati, District - North 24 Parganas, Pin- 743329 West Bengal India shall that my passport (Ankhi Bera) wife name place wrongly input my mother name Dipali Bera. I declare that my Passport wise wife name place (Ankhi Bera) do it by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 21-03-2025.

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আমার ক্লাইন্ট ইনামউদ্দিন মোল্লা, পিতা- মরহুম মমতাজ আলী মোল্লা, ঠিকানা বহরমপুর,পোস্ট অফিস বড়া,থানা সিঙ্গুর,জেলা হুগলী, পিন ৭১২৩০৬ স্থায়ী বাসিন্দা হইতেছে। নিম্ন তপশিল বর্ণিত সম্পত্তি জেলা হুগলী, থানা সিঙ্গুর, মৌজা বহরমপুর, জে. এল. নাম্বার ১০১, এর অধীন ৬১০ নম্বর দাগে বাগানজমি ৭ শতক এবং ৬১৬ নম্বর দাগের বাগান জমি ৫ শতক আমার ক্লাইন্টের নামীয় রেকর্ড কৃত স্বত্ব দখলীয় সম্পত্তি হইতেছে। বর্তমানে উপরন্ত সম্পত্তি আমার ক্লাইন্ট বর্তমান বাজার মূল্যে বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক সেক্ষেত্রে উক্ত সম্পত্তির বিক্রয় লইয়া কাহারো যদি কোন প্রকার আপত্তি থাকে তাহলে অত্র নোটিশের তারিখ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তির সহিত যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে।
Sarbani Ghosh
Advocate
Of Calcutta High court
WB-2923/6045/15
Mob-9748324640

Name Change
I, Gias Uddin Mondal (Old Name) son of Abdul Rob Ali, residing at Uttar Para Bodai, PS- Amdanga, North 24 Pgs-700126, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Giasuddin (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 21/03/2025. Giasuddin (New Name) and Gias Uddin Mondal (Old Name) both are same and identical person.

গাউনটির ওপরের অংশে ব্যবহার করা হয়েছে, হাই কোয়ালিটি প্রিমিয়াম ডায়মন্ড কাট স্টোন

কয়েক ঘণ্টাও হয়নি বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেত্রী জয়া আহসানের হাতে উঠেছে ফিল্মফেয়ার গ্ল্যামার অ্যান্ড স্টাইল অ্যাওয়ার্ড (পশ্চিমবঙ্গ)। 'ট্রেডিশনাল কুইন অব দ্য ইয়ার' ক্যাটাগরিতে এই পুরস্কার পেলেন জয়া। ইতিমধ্যে তাঁর নিয়নরঙা স্লিট গাউন নিয়ে শুরু হয়েছে আলোচনা। গাউনটি নেওয়া হয়েছে বাংলাদেশি লাক্সারি ফ্যাশন হাউস সানায়া কুতুর থেকে। অনেকেই এই ফ্যাশন ব্র্যান্ডের স্বত্বাধিকারী সানায়া চৌধুরীকে ট্যাগ করে 'বাহ্', 'অভিনন্দন', 'দারুণ' লিখে মন্তব্য করছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। সানায়ার সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা যায়, ফিল্মফেয়ার গ্ল্যামার অ্যান্ড স্টাইল অ্যাওয়ার্ডের জন্য কাছাকাছি নকশার আরেকটি গাউন পছন্দ করেছিলেন জয়া। সেটাকে জয়ার পরামর্শ অনুসারে বদলে কাস্টমাইজড করে এই গাউন তৈরি করা হয়েছে। তিনবারের ট্রায়ালে এসেছে 'পারফেক্ট বডি হাগিং লুক'। জয়া আহসানের পরনের গাউনটি সম্পর্কে সানায়া বলেন, 'এই গাউনের কাপড় সিল্ক আর সাটিনের মিশ্রণে করা। ওপরের অংশে যেসব পাথর ব্যবহার করা হয়েছে, সেসব খুবই হাইকোয়ালিটি প্রিমিয়াম ডায়মন্ড কাট স্টোন।' মূলত জয়া আহসান যেভাবে চেয়েছেন, সেভাবেই হয়েছে।প্রথম দিন জয়া আহসান সানায়ার বাড়িতে গাউনটি ট্রায়াল দেন। পরেরবার জয়া যেভাবে চেয়েছেন, সেভাবেই গাউনটি তৈরি করা হয়। সেটা একটু ঢিলেঢালা হওয়ায় আবার ফিটিং করেন। ১৬ মার্চ যেদিন জয়ার ফ্লাইট, সেদিন সকালে গাউনটি জয়ার বাড়িতে পৌঁছে দেন সানায়া। কেবল এই গাউনই নয়, সানায়া কুতুর থেকে মোট চারটি পোশাক নিয়েছেন জয়া। গাউনটি যেহেতু আলোচনায় আছে, তাই সানায়ার কাছে জানতে চাইলাম, এ ধরনের একটি গাউনের দাম কেমন? উত্তরে সানায়া বলেন, 'এটা নির্ভর করে কী ধরনের কাপড় ব্যবহার করা হচ্ছে, আর কী উপাদান ব্যবহার করা হচ্ছে এমন নানান কিছুর ওপর। জয়ার গাউনটির দাম অনেক বেশি কেননা সেখানে যে ডায়মন্ড কাটের পাথরগুলো ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলো খুবই দামি। পাথরগুলোর জন্যই মূলত দাম বেড়ে গেছে।' সানায়া কতুর মূলত কাস্টমাইজড পোশাক তৈরি করে। এ ক্ষেত্রে ক্রেতার চাহিদা, পছন্দ, রুচিকেই সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। গত বছর বাংলাদেশের আরেক অভিনেত্রী নুসরাত ফারিয়াও সানায়ার নকশা করা অলওভার স্টোন বসানো সিলভার বডি হাগিং ট্যাসেল ইভনিং গাউনে দেখা দেন ফিল্মফেয়ার পশ্চিমবঙ্গের আয়োজনে।

মোট ছয়টি ফ্যাশন কিউতে ছয়জন ডিজাইনার তাঁদের সংগ্রহ তুলে ধরেন

ফ্যাশনের 'বিগ ফোর' বলা হয় প্যারিস, লন্ডন, নিউইয়র্ক ও মিলান শহরকে। তাদের ফ্যাশন উইকগুলো নিয়ে তাই পৃথিবীজোড়া মানুষের বাড়তি আগ্রহ থাকে। এই চারের বাইরেও একটা নতুন নাম গত বছর থেকে উচ্চারিত হচ্ছে, সেটা 'মস্কো'। রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে ২০২৪ সাল থেকে নিয়মিত আয়োজিত হচ্ছে 'মস্কো ফ্যাশন উইক'। চলতি বছর এই আয়োজনের তৃতীয় পর্ব শুরু হয়েছে ১৩ মার্চ। ছয় দিনের এই ফ্যাশন আয়োজন শেষ হবে ১৮ মার্চ। ফ্যাশন কিউতে রুশ ডিজাইনাররা নিজেদের নানা ভাবনা তুলে ধরেছেন পোশাকের নকশায়। কেউ কেউ বার্তা দিয়েছেন পৃথিবীকে আরও সবুজে ভরিয়ে তোলার। পোশাকের সংগ্রহের মধ্যে দেখা গেল মিডি ড্রেস, স্লিট গাউন, ওভারকোট, জ্যাকেট, টি-শার্ট, ব্যাগি, জর্গাসসহ নানা কিছু।

তারুণ্যের পোশাকে ড্রপ শোল্ডার ট্রেন্ড যে ভালোমতো জায়গা করে নিয়েছে, সেটা রাশিয়া এসেও বোঝা গেল। বিশ্ব ফ্যাশনে এই ট্রেন্ড আরও কিছুদিন দাপিয়ে বেড়াবে বলেই মনে হচ্ছে। ডিজাইনারদের সংগ্রহের প্রায় সবটাই উইন্টার মাথায় রেখে সাজানো। ১৪ মার্চ ইন্দোনেশিয়ার ব্র্যান্ড 'রিবর্ন টুয়েন্টিনাইন বাই শুকরিয়া রুশদি' ও চীনা ব্র্যান্ড 'আই-লা' তাদের সংগ্রহ তুলে ধরে।মস্কোর এই ফ্যাশন শোতে রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল বা শহর থেকে আগত ডিজাইনার ও ফ্যাশন ব্র্যান্ড অংশ নিচ্ছে। রাশিয়া ছাড়াও ইন্দোনেশিয়া, স্পেন, ভারত, আর্মেনিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, চীন, ইথিওপিয়া, তুরস্ক ও তাজিকিস্তানের মতো দেশের ডিজাইনাররা তাঁদের সংগ্রহ নিয়ে হাজির হয়েছেন। রাশিয়ার কালচারাল ফাউন্ডেশন অব ফ্যাশন অ্যান্ড ডিজাইন ডেভেলপমেন্টের (ফ্যাশন ফান্ড) আয়োজনে 'মস্কো ফ্যাশন উইক' অনুষ্ঠিত হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী ভবন মানেজের সেন্ট্রাল এক্সিবিশন হলে। ১৪ মার্চ মোট ছয়টি ফ্যাশন কিউতে ছয়জন ডিজাইনার তাঁদের সংগ্রহ তুলে ধরেন। এই ছয়ের মধ্যে রাশিয়ান ব্র্যান্ড জোটেনি, কিসিলিঙ্কো, এরমিলভ ও পিরসেভ ছাড়াও চীন ও ইন্দোনেশিয়ার দুজন ডিজাইনারের সংগ্রহ দেখানো হয়।এর আগে ১৩ মার্চ উদ্বোধনী দিনে আটটি ব্র্যান্ড তাদের সংগ্রহ দেখায় রানওয়েতে। যার মধ্যে ছয়টি রাশিয়ান ব্র্যান্ড ছাড়াও আর্মেনিয়ার 'লুম উইভিং' ও দক্ষিণ আফ্রিকার 'মুসাউইনকেসি' অংশ নেয়।ফ্যাশন ছাড়াও ছয় দিনের এই আয়োজনের অন্যতম অংশ ফ্যাশন বাজার। যেখানে প্রায় ৬৩টি পোশাক, ব্যাগ, জুতা, জুয়েলারি দিয়ে নানা ফ্যাশন ব্র্যান্ড তাদের সংগ্রহ সাজিয়েছে। এই ফ্যাশন বাজারে একপলক চোখ ঘোরালেই বোঝা যায়, রাশিয়ার বিভিন্ন অংশের ফ্যাশনভাবনা। আয়োজনের তৃতীয় দিনে চারটি রাশিয়ান ব্র্যান্ড ছাড়াও স্পেন ও ইথিওপিয়ার দুটি ব্র্যান্ড তাদের সংগ্রহ তুলে ধরে। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মস্কোর ফ্যাশন ফান্ড মূলত দেশি-বিদেশি ফ্যাশনকে উদ্‌যাপন করতেই এই আয়োজন চালু রাখতে চায়।

যুদ্ধ বন্ধের দাবিতে নেতানিয়াহু সরকারের বিরুদ্ধে ইসরায়েলে ব্যাপক বিক্ষোভ

ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা শেন বেতের প্রধান রোনেন বারকে বরখাস্ত করার সরকারি সিদ্ধান্ত এবং গাজায় আবার হামলা শুরুর প্রতিবাদে গতকাল শনিবার রাজধানী তেল আবিবে হাজার হাজার মানুষ প্রতিবাদ বিক্ষোভ করেছেন। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার আগে গোয়েন্দা তথ্য দিতে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু সরকার গোয়েন্দাপ্রধান রোনেনকে বরখাস্তের সিদ্ধান্ত নেয়। প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু গত সপ্তাহে বলেন, তিনি রোনেন বারের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন। ২০২১ সালে গোয়েন্দা সংস্থা শেন বেতের প্রধান হিসেবে তাঁকে নিয়োগ দেওয়া হয়। রোনেনের বরখাস্তের আদেশ আগামী ১০ এপ্রিল কার্যকর করা হবে বলে জানানো হয়।নেতানিয়াহু সরকারের এই সিদ্ধান্ত ঘোষণার পরই টানা তিন দিন ধরে ইসরায়েলে বিক্ষোভ চলছে। ইসরায়েলের সুপ্রিম কোর্ট গত শুক্রবার সরকারি সিদ্ধান্তকে সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে আদেশ জারি করেন।

নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে অভিযোগ, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তিনি এই বরখাস্তের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে তিনি এই অভিযোগ নাকচ করে দিয়েছেন। সমালোচকেরা বলছেন, রোনেন বারকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে নেতানিয়াহু ইসরায়েলের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও এগুলোর ভিত্তিকে দুর্বল করে দিতে চাইছেন। যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভেঙে গত মঙ্গলবার গাজায় নৃশংস হামলা শুরু করে ইসরায়েল। হামাস ও ইসরায়েলের হাতে বন্দীদের মুক্তির জন্য হওয়া ওই চুক্তি গাজাসহ ওই অঞ্চলে খানিকটা স্বস্তি বয়ে এনেছিল। ইসরায়েলের নীলসাদা পতাকা হাতে তেল আবিবের হাবিমা স্কয়ারে হাজার হাজার বিক্ষোভকারী অবস্থান নেন। তাঁরা গাজায় হামাসের হাতে বন্দী ইসরায়েলের বাকি ব্যক্তিদের মুক্ত করে আনতে নতুন করে চুক্তি করার দাবি জানান। প্রতিবাদ বিক্ষোভে অংশ নেওয়া মোশে হাহারোনি (৬৩) বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেন, 'ইসরায়েলে সবচেয়ে বড় ভয়ানক শত্রু হচ্ছেন বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু।

Name Change
I,Tajemuddin (Old Name) S/O– Hafejuddin Seikh resident of Vill- & Po – Nutangram, Ps- kandi Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742140 do hereby decrale that I have changed my name from Tajemuddin to Tazemuddin Seikh and hencefort I shall be known as Tazemuddin Seikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 21/03/2025 . My name Tazemuddin Seikh & Tajemuddin both are same and one identical person.

Name Change
I,Sakshi Sethi (Old Name) C/O Rahul Malhotra, residing at PS PALM SPRING,FLAT-9E,BLOCK-2, 9B, NEW TANGRA ROAD, KOLKATA, 700046, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sakshi Malhotra (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 19/03/2025. Sakshi Malhotra (New Name) and Sakshi Sethi (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Rekha Rani Debnath (Old Name) W/O-Mahim Chandra Debnath residing at Vill-Poramatala Road, Po & Ps-Nabadwip, Dist-Nadia, Pin-741302 do hereby decrale that I have changed my name from Rekha Rani Debnath to Rekha Debnath and hencefort I shall be known as Rekha Debnath (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 24/01/2025 . My name Rekha Debnath & Rekha Rani Debnath both are same and one identical person.

Name Change
I,DEVA SHISH (OLD NAME), SON OF PURAN PRAKASH DIXIT, RESIDING AT 6TH FLOOR,FLAT - 603,3/1 JAGADISH CHANDRA BEDYAVASH LANE,PO - SALKIA,HOWRAH - 711106,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEBASHISH DIXIT(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/03/2025.THAT DEVA SHISH AND DEBASHISH DIXIT BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Rakha Rani Debnath (Old Name) W/O-Mahim Chandra Debnath residing at Vill-Poramatala Road, Po & Ps-Nabadwip, Dist-Nadia, Pin-741302 do hereby decrale that I have changed my name from Rakha Rani Debnath to Rekha Debnath and hencefort I shall be known as Rekha Debnath (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 24/01/2025 . My name Rekha Debnath & Rakha Rani Debnath both are same and one identical person.

Name Change
I, Amal Mandal (old name) son of Sunil Mondal, residing at Vill: Shitalgram, P.O- Shitalgram, P.S- Nalhati, Birbhum, Pin: 731237, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Amal Mondal (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 21/03/2025. Amal Mandal (old name) and Amal Mondal (new name) both are same and one identical person.

কিছুদিন পরপর চুলের রং পরিবর্তন করার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে চুলের স্বাস্থ্যের ওপর

চুলের ক্ষতি ও ভেঙে যাওয়া

নিয়মিত চুল রং করার সবচেয়ে বড় পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হলো চুল দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। বেশির ভাগ হেয়ার ডাই তৈরি হয় তীব্র রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে। অ্যামোনিয়া ও হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডজাতীয় রাসায়নিক পদার্থ মাথার ত্বক বা স্ক্যাল্পের প্রাকৃতিক তেল শুষে নেয়। ফলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চুল দুর্বল হয়ে পড়ে, চুল ভাঙতে শুরু করে। অনেকে চুল রং করার আগে চুল ব্লিচ করে নেন, নিয়মিত ব্লিচ করলে চুলের গোড়া ফেটে যেতে শুরু করে।

মাথার ত্বকে জ্বালাপোড়া

চুলের রঙের রাসায়নিক উপাদানের কারণে মাথার ত্বকে জ্বালাপোড়া হতে পারে। চুলকানি, অ্যালার্জিও দেখা দেয় কারও কারও। চুল রং করার পর মাথার ত্বকে জ্বালাপোড়া কিংবা চুলকানি শুরু হলে ধরে নেবেন আপনার মাথার ত্বক হেয়ার ডাইটি সহ্য করতে পারছে না।

চুল পাতলা হয়ে যাওয়া

রাসায়নিক উপাদানের প্রভাবে গোড়া থেকে চুল পাতলা হতে শুরু করে। অ্যামোনিয়াজাতীয় রাসায়নিক চুলের বৃদ্ধিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। চুলের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান ও তেল অতি দ্রুত শুষে নেয়। ফলে চুল পাতলা হতে শুরু করে। আর পাতলা চুল সহজে ঝরে পড়ার আশঙ্কা বেশি।

স্টাইল করতে বিপত্তি

যে স্টাইল করার জন্য চুলে বাহারি রং করলেন, সেটাই যদি করতে না পারেন, তবে কেমন লাগবে? নিয়মিত চুলের রং বদলালে চুল যেমন পাতলা হয়ে আসে, তেমনি একসময়ের কোমল চুল হয়ে ওঠে শুষ্ক, উস্কখুস্ক। তখন চাইলেও মনের মতো স্টাইল করা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

পরিবেশের ক্ষতি

চুলে বারবার রং করে শুধু যে নিজের চুলের ক্ষতি করছেন, তা নয় পরিবেশের ক্ষতিও করছেন। চুলের রঙে থাকা অতিরিক্ত রাসায়নিকের বর্জ্য পানিতে মিশে দূষিত করছে পরিবেশ। যার প্রভাব পড়ছে জীববৈচিত্র্যের ওপর।

ক্ষতি ঠেকাবেন কীভাবে

চুলের ক্ষতি ঠেকাতে সবার আগে প্রয়োজন সচেতনতা। নিত্যনতুন ট্রেন্ডে গা ভাসানোর আগে নিজের স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখুন। চুলের রং বেছে নেওয়ার আগে সতর্কতা অবলম্বন করুন।

অ্যামোনিয়াবিহীন প্রাকৃতিক চুলের রং ব্যবহার করুন

অতিরিক্ত রাসায়নিকযুক্ত হেয়ার ডাইয়ের পরিবর্তে চেষ্টা করুন প্রাকৃতিক চুলের রং ব্যবহার করতে। এ ক্ষেত্রে মেহেদি ভালো বিকল্প। বাজারে অর্গানিক, পরিবেশবান্ধব হেয়ার ডাইও পাওয়া যায়। এতে মাথার ত্বকে রাসায়নিক পদার্থের নেতিবাচক প্রভাব তুলনামূলক কম। প্রাকৃতিক রং ত্বকের জন্যও উপকারী।

প্যাচ টেস্ট করুন

পুরো চুলে রং লাগানোর আগে চুলের সামান্য একটা অংশ রং করে দেখুন। এতে রঙের প্রভাবে কোনো অ্যালার্জিজনিত প্রতিক্রিয়া হচ্ছে কি না কিংবা অন্য কোনো সমস্যা হচ্ছে কি না, তা নিশ্চিত হতে পারবেন।

পেশাদার কারও সাহায্য নিন

নিয়মিত চুল রং করতে হলে নিজে নিজে না করে কোনো বিউটি সেলুন কিংবা পেশাদার কারও সাহায্য নিন। পেশাদার হেয়ার স্টাইলিস্টরা জানেন কোন চুলে কোন হেয়ার প্রোডাক্ট ব্যবহার করতে হবে কোনটা আপনার চুল ও ত্বকের জন্য ভালো। এতে আপনার স্বাস্থ্য ও চুল দুটিই ভালো থাকবে। স্বাস্থ্যকর চুলে আপনার স্টাইলও হবে দেখার মতো।

Name Change
I, Md Tarik Ajij (Old Name) S/O– Tazemuddin Seikh resident of Vill & Po- Nutangram , Ps- Kandi, Dist- Murshidabad , West Bengal, Pin- 742140 do hereby decrale that I have changed my name from Md Tarik Ajij to Mahammad Tarik Ajij and hencefort I shall be known as Mahammad Tarik Ajij (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 21/03/2025 . My name Mahammad Tarik Ajij & Md Tarik Ajij both are same and one identical person.

Name Change
I, Sunil Mandal (old name) son of Gopal Chandra Mondal, residing at Vill: Shitalgram, P.O- Shitalgram, P.S- Nalhati, Birbhum, Pin: 731237, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sunil Mondal (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 21/03/2025. Sunil Mandal (old name) and Sunil Mondal (new name) both are same and one identical person.

Name Change
I,Hemanth Bayen (Old Name) S/O– Anat Bayen resident of Vill-Mahalandi Muchipra, Po- Mahalandi, Ps-Kandi, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742136 do hereby decrale that I have changed my name from Hemanth Bayen to Hemanta Bayen and hencefort I shall be known as Hemanta Bayen (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 21/03/2025 . My name Hemanta Bayen & Hemanth Bayen both are same and one identical person.

Name Change
I, Rabi Halder (old name) son of Monimohan Halder, residing at 33B, Manohar Pukur Road, P.O- Sarat Bose Road, Kolkata- 700029, West Bengal, have change my name and shall henceforth be known as Rabindra Nath Halder (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 21/03/2025. Rabi Halder (old name) and Rabindra Nath Halder (new name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Hemanta Bayen , my father's old Name (Late) Anup Bayen S/O– Bhagyadhar Bayen resident of Vill-Mahalandi Muchipra, Po-Mahalandi, Ps-Kandi, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742136 do hereby decrale that I have changed my father's name from (Late) Anup Bayen to Anat Bayen and hencefort my father's shall be known as Anat Bayen (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 21/03/2025 . My father's name Anat Bayen & (Late) Anup Bayen both are same and one identical person.

Name Change
I,Anarul Sekh (Old name) S/o- Abdur Rahaman, Resident at, Vill-Kantabari, Po-Kazipara, Ps-Jalangi, Dist-Murshidabad,742306, I have changed my name to Anarul islam (New name) I shall be known as Anarul islam vide affidavit before the Notary at Berhampore on 21/03/2025 Anarul islam and Anarul Sekh same and one identical person.

Name Change
I, Asharul Mondal (Old Name) S/O– Abulkasem Mondal resident of Vill-Ulasi Purbapara, Po-Ulashi, Ps-Hanskhali, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741502 do hereby decrale that I have changed my name from Asharul Mondal to Anarul Mondal and hencefort I shall be known as Anarul Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/01/03/2025 . My name Anarul Mondal & Asharul Mondal both are same and one identical person.

Name Change
I,Rajiya Bibi Sekh (Old name) W/o- Anarul islam, Resident at, Vill-Kantabari, Po-Kazipara, Ps-Jalangi, Dist-Murshidabad,742306, I have changed my name to Rajiya Bibi (New name)I shall be known as Rajiya Bibi vide affidavit before the Notary at Berhampore on 21/03/2025 Rajiya Bibi and Rajiya Bibi Sekh same and one identical person.

ফেব্রুয়ারিতে ১১৩৭টি পণ্যবাহী রেক আনলোডে সফল উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

মালিগাঁও, ২৩ মার্চঃ উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলিতে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর)। লজিস্টিক্স ও পরিকাঠামোকে উন্নত করার উপর গুরুত্ব বাড়িয়ে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এই অঞ্চলের যোগান শৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা ও অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে উন্নত করার লক্ষ্যে পণ্যবাহী রেক আনলোডিং অপারেশনকে ক্রমাগত উন্নত করে চলেছে। ২০২৫-এর ফেব্রুয়ারিতে সমগ্র উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে-তে ১১৩৭টি রেক আনলোড করা হয়েছে এবং ফেব্রুয়ারির শেষ পর্যন্ত আনলোড হওয়া রেকের মোট সংখ্যা হয়েছে ১১,৮০৩। ২০২৫-এর ফেব্রুয়ারি মাসে পণ্যবাহী ট্রেনের মোট ৫৮৯টি পণ্যবাহী রেলের রেক আনলোড হয়েছে অসমে। যার মধ্যে ২৬৮টিতে আবশ্যকীয় সামগ্রী লোড করা ছিল।

ত্রিপুরায় ১১৩টি রেক, নাগাল্যান্ডে ১৯টি রেক, অরুণাচল প্রদেশে ০৯টি রেক, মণিপুরে ১২টি রেক, এবং মিজোরামে ০৯টি রেক আনলোড করা হয়েছে। এ ছাড়াও, ২০২৫-এর ফেব্রুয়ারি মাসে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধিক্ষেত্রের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ২০০টি পণ্যবাহী রেক এবং বিহারে ১৮৬টি পণ্যবাহী রেক আনলোড করা হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এফসিআই-এর চাল, চিনি, লবণ, খাদ্য উপয়োগী তেল, খাদ্য শস্য, সার, ট্যাংক, কয়লা ও অন্যান্য সামগ্রী সংশ্লিষ্ট মাসে পরিবহন করেছে এবং নিজস্ব অধিক্ষেত্রের অধীনে বিভিন্ন গুডস শেডে সেগুলি আনলোড করেছে। সমস্ত পর্যায়ে ক্রমাগত পর্যবেক্ষণের ফলে টার্নঅ্যারাউন্ডের সময় হ্রাস হয়েছে এবং আনলোডিঙের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে, অত্যাবশ্যকীয় ও অন্যান্য পণ্য সামগ্রীর চলাচল বৃদ্ধির পাশাপাশি পণ্য আনলোডিঙের ক্ষেত্রেও অতিরিক্ত বৃদ্ধি ঘটেছে।

জলে ডুবে মৃত্যু ঘটলো ৮ বছরের এক শিশুর নরেন্দ্রপুরে

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ২৩ মার্চ ঃ জলে ডুবে শিশু মৃত্যু এবার নরেন্দ্রপুরে। নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার খেয়াদহ ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের চামুরহাটের ঘটনা। পুকুরে পড়ে জলে ডুবে মৃত্যু হল মাত্র আট বছরের এক শিশুর। মৃত শিশুটির নাম তৃষা সরদার। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবারে।পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, তৃষার বাবা বিপুল কৃষ্ণ সরদার পেশায় একজন সাধারণ কর্মী। তিনি নদীয়া থেকে বছর খানেক আগে এই এলাকায় জায়গা কিনে বাড়ি তৈরি করেন। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে এখানেই বসবাস করছিলেন। বাড়ির কাছেই ছিল একটি পুকুর। শুক্রবার বিকেলে তৃষা তার ভাইয়ের সঙ্গে খেলছিল। খেলার ছলে সে হাত-পা ধোয়ার জন্য পুকুরের ধারে যায়। সে সময় হঠাৎ তার জুতো পুকুরে পড়ে যায়। ছোট্ট তৃষা জুতোটি তুলতে গিয়ে ভারসাম্য হারিয়ে পুকুরে পড়ে যায়। আশপাশে কেউ না থাকায় সে জলে তলিয়ে যায়। পরিবারের লোকজন কিছুক্ষণ পর খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পুকুরের জলে নেমে তৃষাকে উদ্ধার করা হয় এবং দ্রুত ই.এম বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই দুর্ঘটনার পর নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে। তৃষার বাবা-মা ও প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তৃষার মৃত্যু নিছকই দুর্ঘটনা, নাকি এর পেছনে অন্য কোনো কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে, অসতর্কতার কারণেই এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে।

বিলোনিয়ায় বহিঃরাজ্যের শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার

বিলোনিয়া (ত্রিপুরা), ২৩ মার্চ ঃ রবিবার সকালে এক ব্যক্তির গলাকাটা মৃতদেহ উদ্ধার। ঘটনা দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ার নলুয়ার অভয়নগর শীল কলোনি এলাকায়। হত্যা নাকি আত্মহত্যা এই নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। নিহত ব্যক্তির নাম মহিম। ঘটনাটি ঘটেছে বিলোনিয়া মহকুমার নলুয়ার অভয়নগর শীল কলোনি এলাকায় মিঠুন দেবনাথ এর বাড়িতে। জানা গিয়েছে, মহিম পেশায় গাছ কাটার শ্রমিক। বয়স ত্রিশ বছর। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঋষ্যমুখ ফাঁড়ির পুলিশ এবং মহকুমার পুলিশ আধিকারিক। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেয় বিলোনিয়া হাসপাতালে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে। ঘটনায় এলাকাজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। জানা যায়, কয়েক বছর ধরে মিঠুন দেবনাথের বাড়িতে ভাড়া থাকতেন মহিম। তার বাড়ি আসামে।পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

জম্মু ও কাশ্মীরের গান্ডেরবাল জেলায় দুর্ঘটনার কবলে বাস, মৃত্যু ৩

শ্রীনগর, ২৩ মার্চ ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের গান্ডেরবাল জেলায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ল একটি বাস। দুর্ঘটনায় ৩ পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে, এছাড়াও ১৪ জন আহত হয়েছেন। রবিবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মধ্য কাশ্মীরের গান্ডেরবাল জেলার গুন্দ এলাকায়। রবিবার শ্রীনগর-লেহ হাইওয়ের ওপর গুন্দ এলাকায় একটি বাস ও যাত্রীবোঝাই গাড়ির সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও সিআরপিএফ বাহিনী। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৩ জন পর্যটকের এবং ১৪ জন আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

৬.৫০ কোটি টাকার হেরোইন সহ ৩ পাচারকারী গ্রেফতার

মির্জাপুর, ২৩ মার্চ ঃ রবিবার উত্তর প্রদেশের কাটরা থানা, রাজগড় থানা ও এসওজি-সার্ভিলেন্স টিমের অভিযানে ৬.৫০ কোটি টাকার হেরোইন সহ ৩ পাচারকারী গ্রেফতার হয়। অভিযুক্তদের মধ্যে প্রধান অভিযুক্ত ননহে কাসেরা পুলিশের গুলিতে আহত হয়। পুলিশ জানিয়েছে, অতিরিক্ত মাদক উদ্ধারের জন্য অভিযুক্তকে সঙ্গে নিয়ে.গেলে সে পালানোর চেষ্টা করে এবং পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এতে এক পুলিশ কনস্টেবল আহত হন। পাল্টা গুলিতে ননহে কাসেরার পায়ে গুলি লাগে। বর্তমানে সে পুলিশ হেফাজতে চিকিৎসাধীন।

তীব্র জল সংকট ডিমা হাসাও জেলা সদর হাফলঙে

হাফলং (অসম), ২৩ মার্চ ঃ অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাওয়ে জলের সংকট তীব্র রূপ ধারণ করেছে। ডিমা হাসাও জেলায় অবাধে বনাঞ্চল ধ্বংস করা ও গাছপালা কেটে ফেলা সহ জুম ক্ষেতের জন্য বনাঞ্চল জ্বালিয়ে দেওয়ায় পাহাড়ে গত কয়েক বছর থেকে বৃষ্টির মাত্রা কমে গেছে। তাছাড়া পাহাড়ি নদীগুলি থেকে পাথর তুলে নেওয়ার জেরেও তীব্র জল সংকট দেখা দিয়েছে। ডিমা হাসাও জেলা সদর শহর হাফলঙে তীব্র পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে। জলের সংকটে হাহাকার পরিস্থিতি শহর জুড়ে। ডিমা হাসাও জেলায় জলের সমস্যা এখন নিয়মিত। তবে ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিলে জলের সংকট আরও তীব্র আকার ধারণ করে ওই সময় জলের উৎসস্থল পাহাড়ি নদীগুলি সব শুকিয়ে যায়। তাই জলের সংকট ভয়াবহ আকার ধারণ করে।
বিশেষজ্ঞ ও পরিবেশবিদদের মতে, আগামী পাঁচ ছয় বছরে ডিমা হাসায়েও জলের সমস্যা আরও ভয়াবহ হবে। কারণ বর্তমানে যে ভাবে বনাঞ্চল ধ্বংস করা হচ্ছে এবং গাছ পালা কেটে ফেলা হচ্ছে, পাহাড়ি নদীগুলি থেকে পাথর তুলে পরিবেশ সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে এতে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। এতে বৃষ্টির পরুমাণ কমে গেছে পাহাড়ি জেলায়। যার দরুন জলের জন্য পাহাড়ি জেলার সাধারণ মানুষকে রীতিমতো যুদ্ধ করে যেতে হচ্ছে।
শৈলশহর হাফলঙে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের জল সরবরাহ অনিয়মিত।

ক্যালিফোর্নিয়ায় গ্রেপ্তার ভারতীয় বংশোদ্ভূত এক মহিলা গ্রেপ্তার

ক্যালিফোর্নিয়া, ২৩ মার্চ ঃ ১১ বছরের পুত্রসন্তানকে গলা কেটে খুন করল মা। তার জন্য তার জেল হল। বিসে, সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, ভারতীয় বংশোদ্ভূত এক মহিলা ক্যালিফোর্নিয়ার সান্টা আনায় একটি মোটেলে ছেলেকে নিয়ে উঠেছিলেন। সেখানেই ছেলেকে খুন করে পুলিশে খবর দিতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। পরে তিনি নিজেও আত্মহত্যার চেষ্টা করেন বলেও খবর মিলেছে। প্রাথমিক ভাবে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। সুস্থ হয়ে ছাড়া পেতেই নিজের ছেলে খুনের অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
সূত্র জানাচ্ছে, অভিযুক্ত মহিলার নাম সরিতা রামারাজু। বয়স ৪৮ বছর। ২০১৮ সালে স্বামীর সঙ্গে তাঁর ডিভোর্স হয়ে যায়। আদালতের অনুমতিতে তাঁদের ছেলে থাকত বাবার কাছে। তবে নির্দিষ্ট সময় অন্তর ছেলেকে নিজের কাছে রাখার অনুমতি পেয়েছিলেন রামারাজুও। গত বছর থেকে ছেলেকে নিজের কাছে পাকাপাকিভাবে রাখা নিয়ে প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গে বচসা তুঙ্গে ওঠে রামারাজুর। সম্প্রতি তিনি ছেলেকে কাছে পান। এরপর তাঁরা ডিজনিল্যান্ডে যান। সেখানে তিনদিন কাটানোর পর যে মোটেলে তাঁরা উঠেছিলেন সেখানেই নিজের ছেলের গলা কেটে তাঁকে খুন করেন বলেই অভিযোগ। তারপর পুলিসকে ফোন করে জানান, খুন করার কথা। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ছুরিটি উদ্ধার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, সেদিনই ছেলেকে স্বামীর কাছে ফেরত দেওয়ার কথা ছিল ওই মহিলার। জানা গিয়েছে, অভিযোগ প্রমাণিত হলে ২৬ বছরের সাজা হতে পারে মায়ের। তাঁকে আদালতে তোলা হলে অরেঞ্জ কাউন্টির জেলা অ্যাটর্নি টড স্পিজার বলেন, অভিভাবকদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতির কারণে সন্তানের প্রাণসংশয় হওয়া কখনওই কাম্য নয়। রাগ এখানে ভালোবাসাকেও টপকে গিয়েছে। আসলে রাগ মানুষকে ভুলিয়ে দেয় আপনি কাকে ভালোবাসেন এবং কী করতে যাচ্ছেন। সন্তানের কাছে সবচেয়ে নিরাপদ স্থান হল মা-বাবার কোল।

ছোট ভাইকে ভাগীরথী নদীতে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠল সৎ দাদার বিরুদ্ধে

দেবাশিস কংশবণিক, নবদ্বীপ,২৩ মার্চ ঃ মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাতে নবদ্বীপ ফেরিঘাটে।নিখোঁজ বছর ছয়ের শিশুটির নাম সুব্রত বিশ্বাস। তার বাড়ি চর-মাজদিয়া.চর-ব্রহ্মনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের চর-ব্রহ্মনগর কপালীপাড়া এলাকায়। স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানতে পারা যায়,শনিবার রাত প্রায় ৮ টা নাগাদ হুগলির গুপ্তিপাড়ার বাসিন্দা যুবক সুমন দত্ত তার জন্মদিনের জন্য কেক কিনতে নবদ্বীপ শহরে যাওয়ার কথা বলে স ভাই সুব্রত বিশ্বাসকে। দাদার আবেদনের সাড়া দিয়ে তৎক্ষণা রাজি হয়ে যায় আপার কেজি'র পড়ুয়া ছোট্ট শিশু সুব্রত বিশ্বাস। এরপর চর-ব্রহ্মনগর কপালী পাড়ার বাড়ি থেকে ছোট ভাইকে নিয়ে স্বরুপগঞ্জ ফেরিঘাটে এসে পৌঁছায.অভিযুক্ত সুমন দত্ত। সেখানে নবদ্বীপ শহরে যাওয়ার জন্য স ভাইকে নিয়ে.৮.১৫ - র নৌকায় ওঠে পলাতক সুমন। জানা যায়,যাত্রী বোঝাই নৌকাটি নবদ্বীপ ফেরিঘাটের কাছাকাছি আসতেই আধো অন্ধকারে সৎ ভাইকে পাঁজাকোলা করে ভাগীরথী নদীতে ফেলে দেয় দাদা সুমন। জলে কিছু পড়ার শব্দ পেলেও নৌকায় থাকা যাত্রীদের কিছু বুঝে ওঠার আগেই নৌকা থেকে জেটিতে লাফ দিয়ে দৌড় দেয় অভিযুক্ত যুবক। বিষয়টি যাত্রীদের নজরে এলে তারা ওই যুবককে ধরতে ধাওয়া করে।

কিন্তু ওই যুবককে ধরা সম্ভব হয়নি। জানা পলাতক যুবকের মুখে আগাগোড়া সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল। অপরদিকে বিষয়টি গুরুত্ব বুঝে যাত্রীদের নামিয়ে খালি নৌকা নিয়ে মাঝি ওই শিশুটিকে খুঁজতে বেরিয়ে যায.ভাগীরথী নদীতে। প্রায.এক থেকে দেড় কিলোমিটার তল্লাশি চালিয়েও শিশুটির কোনও খোঁজ মেলেনি। ছোট্ট পুত্রকে হারিয়ে প্রায় বাকশক্তি হারিয়েছেন শিশুটির মা ও বাবা। ঘটনায় সুবিচার পেতে রবিবার নবদ্বীপ থানায় অভিযুক্ত যুবক সুমন দত্তের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন নিখোঁজ শিশুটির পরিবার। রাতের অন্ধকারে জলজ্যান্ত একটি শিশুকে ভাগীরথী নদীতে ছুঁড়ে ফেলার বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক প্রত্যক্ষদর্শী মহিলা জানান,শনিবার রাতের নৌকাতে অন্যান্যদের সঙ্গে আমিও নবদ্বীপ শহরে যাচ্ছিলাম। আমার চোখের সামনে নদীতে কিছু একটা ফেলে দৌড় দিল ওই ছিপছিপে ছেলেটি। ওই মহিলা আরও জানান,নৌকার মাঝি নিশ্চিত করায় আমরা ওই ছেলেটিকে ধরতে দৌড় দিলাম। কিন্তু রাতের অন্ধকারে ভিড়ের মাঝে হারিয়ে যায় ওই ছেলেটি। অন্যদিকে নবদ্বীপ ঘাট জলপথ পরিবহন সমবায় সমিতির সম্পাদক সুশান্ত হালদার বলেন,এমন একটি হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘটেছে শনিবার রাতে। যা কল্পনার বাইরে। তিনি বলেন,খবর পাওয়া মাত্রই আমরা শিশুটির খোঁজে নৌকা নিয়ে ভাগীরথী নদীতে তল্লাশি অভিযান শুরু করি। কিন্তু ওই শিশুটির কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। অপরদিকে ওই শিশুটির খোঁজ পেতে রবিবার দুপুর থেকে নবদ্বীপ থানার আইসির নেতৃত্বে ভাগীরথী নদীতে নামানো হয় বিপর্যয় মোকাবেলা দপ্তরের কর্মীদের।

মায়াপুর ইসকনে সমাপ্ত হল তিন দিন ব্যাপী নবম বর্ষ জনজাতির সম্মেলন

দুরন্ত বার্তা, মায়াপুর, ২৩ মার্চ ঃ ভারতের দশটি রাজ্যের প্রতিনিধিদের উপস্থিতে মায়াপুর ইসকনে আয়োজিত হল নবম বর্ষ জনজাতি সম্মেলন। অনুষ্ঠানের সমাপ্ত দিন

রবিবার সন্ধ্যায় সম্মেলনকে আলোকিত করতে উপস্থিত ছিলেন তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল যিষ্ণু দেব ভার্মা। বিগত বছরের ন্যায় এ বছরও গত ২১ মার্চ শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছিল তিন দিনব্যাপী নবম বর্ষ জনজাতি সম্মেলন। ভারতের দশটি রাজ্যের প্রায় আড়াই হাজার প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দিযেছিলেন। সমাজে সব থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষজনকে নিয়ে গত শুক্রবার সন্ধ্যায় শুরু হয় নবম বর্ষ জনজাতি সম্মেলন। তিন দিনব্যাপী জনজাতি সম্মেলনের সমাপ্তি দিনে অংশ নেওয়া দশটি রাজ্যের প্রতিনিধিদের উসাহিত করতে মায়াপুর ইসকনে অনুষ্ঠিত জনজাতি সম্মেলনে যোগ দেন তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল। তিন দিন ব্যাপী জনজাতি সম্মেলনে উপস্থিত সমাজে পিছিযে. পড়া প্রতিনিধিরা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি,শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তুলে ধরেন। নবম বর্ষ জনজাতি সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, ঝাড়খন্ড, মনিপুর, অন্ধ্রপ্রদেশ, উড়িষ্যা, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড ও মিজোরামের পিছিয়ে পরা জনজাতি আদিবাসীদের সামাজিক,অর্থনৈতিক,শিক্ষা,স্বাস্থ্য ও কৃষ্ণভাবনা গড়ে তুলতে ইসকন সারাবছর ধরে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে থাকে। পাশাপাশি দশটি রাজ্যের জনজাতি আদিবাসী শিশুদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে মোট ১২১ টি পাঠশালা ও ৮ টি স্কুল চলছে ইসকনের তত্ত্বাবধানে। যেখানে প্রায. সাড়ে পাঁচ হাজার ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষার পাঠ নিয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের জনজাতি অধ্যুষিত পিছিয়ে পরা জেলা পুরুলিয়া,বাঁকুড়া,ঝাড়গ্রামে আদিবাসী শিশুদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয়েছে নিমাই পাঠশালা। ইসকনের জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস জানান, ইসকনের উদ্যোগে সম্মেলনে অংশ নেওয়া রাজ্যের একাধিক আদিবাসী এলাকায.বছর ব্যাপী মেডিক্যাল ক্যাম্প,স্বাস্থ্য সচেতনতা ক্যাম্প,সামাজিক সুরক্ষা ও পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও ভারতজুড়ে পিছিয়ে পরা জনজাতি আদিবাসীদের জন্য স্বাস্থ্য-সম্মত শিক্ষা,সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তিভাব এবং সাম্যবাদ গড়ে তুলতে আদর্শ ও লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে ইসকন।

দেশের মধ্যে সেরা হোক ত্রিপুরার ডেন্টাল কলেজঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৩ মার্চ ঃ কেবলমাত্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যেই নয়, দেশের অন্যতম সেরা প্রতিষ্ঠান হিসেবে আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজকে দেখতে চান মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। রবিবার আগরতলায় প্রজ্ঞা ভবনে ওয়ার্ল্ড ওরাল হেলথ ডে উদযাপন উপলক্ষে আযোজিত এক অনুষ্ঠানে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন তিনি। এর জন্য কর্তৃপক্ষকে ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে কাজ করার কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী। ওয়ার্ল্ড ওরাল হেলথ ডে উদযাপন উপলক্ষে রবিবার প্রজ্ঞা ভবনে আলোচনা সভার আয়োজন করে ইন্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য শাখা এবং আগরতলা গভার্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ এন্ড আইজিএম হাসপাতাল। এই আলোচনা সভার উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্তে, আগরতলা গভার্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজের অধ্যক্ষা সহ অন্যান্যরা। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগরতলা গভার্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজে বিডিএস হয়েছে, আগামীদিনে এমডিএস কোর্স চালু হবে। তিনি জানান, কেবলমাত্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যেই নয়, গোটা দেশের মধ্যে অন্যতম সেরা হোক এই প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এর জন্য সবাইকে সঠিকভাবে কাজ করতে হবে। নেতিবাচক গল্প গুজব নয়, ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

মালবাজারে জাতীয় সড়কে হাতির তাণ্ডব, পালিয়ে গিয়ে বাঁচলেন যাত্রীরা

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ২৩ মার্চ ঃ দলছুট এক হাতির পাল্লায় পড়ে প্রাণ হাতে নিয়ে ফিরে এল এক যাত্রী। জানা গিয়েছে, জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে চলে গিয়েছে চালসা-জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়ক। সেই রাস্তাতেই এবার ঘটল হাতির হামলা। কোনওরকমে কপালজোড়ে বাঁচলেন দুই ব্যক্তি। ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে ওই এলাকায়। ঘটনার পর থেকে আরও কড়া নজরদারির কথা জানিয়েছে বনদপ্তর। শনিবার বিকেলের পর ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ির মালবাজার এলাকায়। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিযেছে, চালসা-জলপাইগুড়ি ব্যস্ত জাতীয় সড়ক। দিন-রাতে প্রচুর সংখ্যায় গাড়ি যাতায়াত করে। ওই রাস্তার দু'পাশে রয়েছে ঘন জঙ্গল। শনিবার বিকেলের পর একটি বিশাল পুরুষ হাতি রাস্তার উপর চলে আসে। সেসময় একটি গাড়ি একদম কাছাকাছি চলে আসে ওই হাতির। মেজাজ হারিয়ে ওই হাতিটি গাড়ির দিকে ধেয়ে যায়। সামনে হাতি ছুটে আসছে দেখে খানিকক্ষণের জন্য সম্বিত হারান দুই আরোহী। শেষে কোনওরকমে গাড়ির দরজা খুলে তাঁরা রাস্তায় নেমে ছুটতে থাকে। হাতিটি প্রথমে তাঁদের অল্প তাড়া করে। এরপর হাতিটির রাগ গিয়ে পড়ে ওই গাড়িটির উপরে। ধাক্কা দিয়ে গাড়িটিকে উল্টে ফেলার চেষ্টা করে সে। ঘটনায় ওই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। রাস্তার দু'পাশে নির্দিষ্ট দূরত্বে অন্যান্য গাড়ি দাঁড়িয়ে যায়। মত্ত গজরাজ সড়কের উপর কার্যত দাপাদাপি করতে থাকে বলে খবর। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বনকর্মীরা। নিরাপদ দূরত্বে সকলকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে হাতিটি সেখানে ছিল। এরপর সে বনের ভিতর ঢুকে যায়। পরিস্থিতি নিরাপদ, সেটি অনুমান করার পরেই ফের শুরু হয় যান চলাচল। ওই দুই ব্যক্তিও তাঁদের গাড়ি নিয়ে গন্তব্যে পাড়ি দেন। ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছা।য়েছে। বনদপ্তর বিষয়টির পর নজরদারি শুরু করেছে।

মেহুল চোক্সি বেলজিয়ামের নাগরিকত্ব পেয়ে গেলে তাকে ফেরানো কঠিন হয়ে যাবে

২৩ মার্চ ঃ মেহুল চোক্সি। একাই তিনি আত্মসা করেছেন ১৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক থেকে বিপুল অর্থ প্রতারণা করার পর দেশ থেকে পালিয়ে গিয়েছেন ২০১৮ সালে। অবশেষে 'খোঁজ মিলল সেই প্রতারকের। মূলত ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ সংক্রান্ত এক সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, মেহুল চোক্সি এই মুহূর্তে রয়েছেন বেলজিয়ামে। আর তারপরই তাঁকে দেশে ফেরাতে পদক্ষেপ করেছে মোদি সরকার।
রিপোর্ট বলছে, চোক্সি নাকি রয়েছেন বেলজিয়ামের অ্যানটোয়ার্পে। সঙ্গে রয়েছেন তাঁর স্ত্রী প্রীতি চোক্সি। জানা যাচ্ছে, তিনি সেদেশেরই নাগরিক। এদিকে সেদেশের 'রেসিডেন্সি কার্ড' জোগাড় করে আপাতত সেখানেই বহাল তবিয়তে ঋণখেলাপী চোক্সিও। তবে এখনও ভারতের তরফে এই রিপোর্ট নিয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। কিন্তু রিপোর্টের দাবি, ইতিমধ্যেই কেন্দ্রের তরফে বেলজিয়াম প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে চোক্সির প্রত্যর্পণের বিষয়ে।

প্রসঙ্গত, গুজরাটের এই হিরে ব্যবসায়ী ২০১৮ সালে দেশ ছেড়ে পালান। সেই সময় দেশ ছাড়েন আরেক ঋণখেলাপী তাঁরই ভাইপো নীরব মোদীও। পরে জানা যায়, চোক্সি আস্তানা গেড়েছেন দক্ষিণ আমেরিকার দ্বীপপুঞ্জে। রয়েছেন অ্যান্টিগা ও বারবুডায়। জানা যায়, অ্যান্টিগার নাগরিকত্ব নিয়ে সেই দ্বীপেই নাকি আস্তানা গেড়েছেন মেহুল চোকসি।
এই ঘটনার প্রায় ১০ মাস পরে চোকসিকে লাল তালিকাভুক্ত করে ইন্টারপোল। তাঁকে ওয়ান্টেড তালিকা থেকে সরিয়ে দেয় ইন্টারপোল। ভারতে নিয়ে গেলে তাঁর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে বলে আবেদন জানিয়েছিলেন চোকসি। সেই বিষয়টিও মেনে নেয় ইন্টারপোলের বিশেষ আদালত। পরে পলাতক হিরে ব্যবসায়ীর পক্ষে রায় দেয় অ্যান্টিগার আদালতও। জানিয়ে দেয়, দক্ষিণ আমেরিকা দ্বীপরাষ্ট্র থেকে জালিয়াতিতে অভিযুক্ত হিরে ব্যবসায়ীকে কোথাও নিয়ে যাওয়া যাবে না। ফলে সেবার দেশে ফেরানো যায়নি চোক্সিকে। কিন্তু এবার কি বেলজিয়াম থেকে দেশে আনা যাবে তাঁকে? শোনা যাচ্ছে, চোক্সি নাকি আপ্রাণ চেষ্টা করছেন সেদেশেরও নাগরিকত্ব পেতে। স্ত্রীর নাগরিকত্বের কারণে তাঁরও নাগরিকত্ব পেয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা যে নেই তা নয়। আর যদি সত্যিই তিনি তা পেয়ে যান তবে তাঁকে দেশে ফেরানো যে আরও কঠিন হয়ে যাবে সেবিষয়ে একমত ওয়াকিবহাল মহল।

মালদায় বাইকের ধাক্কা লরিতে, পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু তিন বন্ধুর

দুরন্ত বার্তা, চাঁচল, ২৩ মার্চ ঃ মালদার বৈষ্ণবনগরে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল তিন বন্ধুর। মৃত যুবকদের নাম, সাবির আলম (২৪), রমজান শেখ (১৯) ও সাদিকাতুল ইসলাম (২০)। তাঁরা তিনজনেই মালদার মোথাবাড়ি থানা এলাকার মেহেরপুরের নতুনপুরের বাসিন্দা। শনিবার সন্ধ্যায় মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা থেকে মেহেরপুর যাওয়ার পথে বৈষ্ণবনগর থানা এলাকার ১৮ মাইলে ঘটে দুর্ঘটনাটি। মৃতদের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সাবির পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করে। সেই সূত্রেই সে কেরলে কাজে গিয়েছিল। শনিবার কেরল থেকে ট্রেনে করে ফিরে ফরাক্কায় নামে সাবির। তাঁকে আনতেই বাইক নিয়ে গিয়েছিল রমজান এবং সাদিকাতুল। সাবিরকে ফরাক্কা স্টেশন থেকে বাইকে করে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথেই ঘটে দুর্ঘটনাটি। সূত্রের খবর, বৈষ্ণবনগর থানা এলাকার ১৮ মাইলে একটি লরির সঙ্গে সংঘর্ষ হয় তাঁদের। তিনজনের কারোরই মাথায় হেলমেট ছিল না। দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তিন বন্ধুর।

শিলচর রেল স্টেশনকে বিশ্বমানে উন্নীত করার ঘোষণা রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের

লামডিং (অসম), ২৩ মার্চ ঃ শিলচরকে একটি বিশ্বমানের রেল স্টেশনে উন্নীত করা হবে বলে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ঘোষণা করেছেন। সেজন্য রেলমন্ত্রী বৈষ্ণবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন ডিভিশনাল রেলওয়ে ইউজারস কনসালটেটিভ কমিটি (ডিআরইউসিসি)-র অন্যতম সদস্য তথা প্রবীণ সাংবাদিক হারাণ দে। লামডিঙে শুক্রবার ডিআরইউসিসি-র এক সভায় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন হারাণ দে। সভায় হারাণ দের প্রস্তাব, শিলচরের বিকল্প হিসেবে দুধপাতিল নেতাজি নগরে (নিউ শিলচর) একটি বিশ্বমানের নতুন রেলওয়ে স্টেশন স্থাপন করা যেতে পারে। তিনি বলেন, ইতিপূর্বে শিলচর স্টেশনে জায়গার অপ্রতুলতার জন্য নতুন কোনও ট্রেন চালু করা সম্ভব নয় বলে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিলেন। তাই অবিলম্বে নিউ শিলচরে একটি নতুন রেলওয়ে স্টেশন নির্মাণ করে বন্দে ভারত ও মণিপুরের কোটায় রাজধানী এক্সপ্রেস সহ আরও কয়েকটি দূরপাল্লার রেল পরিষেবা চালু করা উচিত। হোজাই জেলার অন্তর্গত লংকা এলাকার গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে সম্পর্কক্রান্তি এক্সপ্রেস, শিলচর-রঙিয়া এক্সপ্রেস এবং শিলচরগামী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের লংকা স্টেশনে স্টপেজের ব্যবস্থা করার দাবি জানান হারাণ দে। তিনি আরও বলেন, বেশিরভাগ দূরপাল্লার ট্রেন মান্দারদিসা ও পাথরখলার পরিবর্তে লামডিং হয়ে যাতায়াত করে বলে ত্রিপুরা ও বরাক উপত্যকাগামী ট্রেন অনেক সময় দেরিতে চলাচল করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে হারাণবাবু দূরপাল্লার ট্রেনগুলো মান্দারদিসা ও পাথরখলার কমদূরত্বের পথ দিয়ে চালাতে রেল কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দিয়েছেন। এছাড়া তিনি আরও যে সব বিষয়ে বৈঠকে মতামত প্রকাশ করেছেন এর মধ্যে রয়েছে কাছাড় জেলার অন্তর্গত শ্রীকোণায় পুরনো স্টেশন চালু করা, মিজোরামের ভৈরবী থেকে গুয়াহাটি পর্যন্ত সরাসরি ট্রেন চালু করা, ত্রিপুরার ধর্মনগর থেকে শিলচর পর্যন্ত বন্ধ থাকা দৈনিক ট্রেন চালু করা, শিলচর ও কলকাতার মধ্যে একটি দ্রুতগামী ট্রেন চালু করা, জাটিঙ্গা হয়ে লংকা ও দুধপাতিলের মধ্যে বিকল্প রেলওয়ের জন্য চলমান জরিপের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা, লামডিঙে রেলওয়ের একজন জনসংযোগ ইন্সপেক্টর নিয়োগ করা এবং শিলচরে রেলওয়ের একটি ডিভিশনাল অফিস স্থাপন করা। শিলচরে রেলওয়ের ডিভিশনাল অফিস স্থাপন সম্পর্কে হারাণ দে বলেন, ২০১৪ সালের ১৪ জানুয়ারি রাজ্যসভায় তদানীন্তন রেলমন্ত্রী মল্লিকার্জুন খাড়গে এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী গত ১১ বছরে নানা অজুহাতে শিলচরে একটি ডিভিশনাল অফিস স্থাপন না করায় তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। এদিনের সভায় লামডিঙের ডিআরএম তথা ডিআরইউসিসি-র সভাপতি সমীর লোহানি পৌরোহিত্য করেছেন। সভায় অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে শুভ্রজ্যোতি সরকার, নারায়ণ দত্তরায়, সোনেশ্বর বারহি প্রমুখ অংশগ্রহণ করেছেন। মিজোরাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড ও ত্রিপুরা থেকে আগত সদস্যরা তাঁদের এলাকার রেলের সমস্যা তুলে ধরে বক্তব্য পেশ করেছেন।

ত্রিপুরা বিধানসভায় রাজ্যভিত্তিক বিকশিত ভারত ইউথ পার্লামেন্টের আয়োজন

আগরতলা, ২৩ মার্চ ঃ রবিবার ত্রিপুরা বিধানসভায় দেশের এবং রাজ্যের আগামী দিনের রাজনীতি, উন্নয়ন এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতামত তুলে ধরলেন রাজ্যের আট জেলা থেকে নির্বাচিত হয়ে আসা ৩৮ জন যুব প্রতিনিধি। এদিন রাজ্য সরকারের যুব কল্যাণ সমাজ শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে বিধানসভায় রাজ্যভিত্তিক বিকশিত ভারত ইউথ পার্লামেন্টের আয়োজন করা হয়। এই ইয়ুথ পার্লামেন্টে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা, বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা, বিধানসভার চিফ হুইপ কল্যাণী সাহা রায় সহ একাধিক বিধায়ক ও বিধায়িকা। এই যুব সংসদে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৯ সাল থেকে এই কর্মসূচি চালু করেছেন। প্রধানমন্ত্রী চান আগামীদিনে রাজ্য ও দেশের রাজনীতিতে এমন সব যুবকরা এগিয়ে আসুক যাদের পরিবার রাজনীতির সাথে যুক্ত নন। তারা বিধানসভা এবং সংসদে নির্বাচিত হয়ে যাক। দেশ এবং রাজ্যের পলিসি মেকিং এর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করুক। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, দেশের সুরক্ষায়, আর্থিক ক্ষেত্রে, জনগণের আর্থসামাজিক ব্যবস্থার বিকাশে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেশের যুবসমাজেরও উচিত এই প্লাটফর্মে শামিল হওয়া। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জনগণের সহযোগিতা না থাকলে একা প্রধানমন্ত্রী বা কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়। অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে.মুখ্যমন্ত্রী জানান, দেশ এবং রাজ্যের রাজনীতিতে এগিয়ে আসুক যুব সম্প্রদায়, এমনটাই চাইছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কারণ যুব সম্প্রদায় সৎ, সক্রিয় এবং কর্মঠ। দেশ গড়ার কাজে যুব সম্প্রদায়েরই প্রয়োজন। এতে দেশের মঙ্গল হবে। রাজ্যভিত্তিক এই বিকশিত ভারত যুব সংসদে রাজ্যের ৮ জেলা থেকে মোট ৩৮ জন ছাত্রছাত্রী ও যুবক যুবতীরা অংশগ্রহণ করেন। তারা মুখ্যমন্ত্রী, বিধানসভার অধ্যক্ষ, চিপ হুইপ ও মন্ত্রী এবং বিধায়কদের সামনে তাদের মতামত তুলে ধরেন। এই রাজ্যভিত্তিক যুব সংসদ থেকে তিন জনকে নির্বাচিত করা হয়। তারা দিল্লির সংসদ ভবনে অনুষ্ঠেয় জাতীয় যুব সংসদে রাজ্যের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন।

আন্তর্জাতিক কূটনীতির গতিপথ সম্পূর্ণ ভিন্ন স্রোতে বইতে শুরু করেছে

২৩ মার্চ ঃ রাজনীতিতে কেউ কারও শত্রু নয়। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্য চার্চে গিয়ে কেন প্রার্থনা করবেন। শুনতে অস্বাভাবিক লাগলেও ঘটেছিল এমনটাই। তখন অবশ্য ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে বসেননি। রাশিয়া সফরে অতীতের সেই গোপন তথ্য সম্প্রতি ফাঁস করলেন স্টিভ উইটকফ। ঘটনা গত বছরের জুলাই মাস মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন উপলক্ষে দেশজুড়ে তখন জোরকদমে প্রচার চালাচ্ছেন রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। তেমনই এক প্রচারে পেনসিলভেনিয়ার বাটলারে নির্বাচনী জনসভা করছিলেন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ট্রাম্প। তখনই তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় আততায়ী। গুলি কান ছুঁয়ে বেরিয়ে যায় বর্ষীয়ান নেতার। পাল্টা গুলিতে নিকেশ হয় হামলাকারী। হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় ট্রাম্পকে। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বজুড়ে। স্টিভের দাবি, সেই সময়ে চার্চে গিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। স্টিভের আরও দাবি, 'ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হতে পারেন সে জন্য এই প্রার্থনা নয়, তিনি প্রার্থনা করেছিলেন কারণ ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর ভালো বন্ধুত্ব ছিল।'ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর, পুতিনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের ইঙ্গিত ইতিমধ্যেই দেখেছে গোটা বিশ্ব।

Office of the Pradhan
Freserganj Gram Panchayat
under Namkhana Panchayat Samity
Freserganj, South 24 Pgs.

Notice Inviting E-Auction:- 24/E-AUCTION/FGP/2024-25(2nd Call)E-Auction is invited by Freserganj Gram Panchayat for Lease Auction for ROOM WITH R.O. PLANT, 20 Ltr - 700 Nos- EMPTY BARRELS and RELATED with property at Bakkhali under Freserganj Gram Panchayat. Submission Start Date 24-Mar-2025 09:00 AM. Submission End Date 02-APRIL-2025 01:00 PM. Auction Start Date 04-APRIL-2025 011:00 AM.Auction End Date 04-APRIL-2025 03:00 PM. For details Please visit Website https://eauction.gov.in
Sd/- Pradhan Freserganj Gram Panchayat

প্রথমবারের জন্য বিশ্বকাপ ম্যাচের আয়োজনে প্রস্তুত গুয়াহাটি

মুম্বই, ২৩ মার্চঃ অসমের বৃহত্তম শহর গুয়াহাটি উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রথম টেস্ট ক্রিকেট ভেন্যু হিসেবে ইতিহাস গড়তে চলেছে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সাধারণ সম্পাদক দেবজিৎ সাইকিয়া রবিবার জানিয়েছেন যে, আগামী নভেম্বরে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে এখানে একটি টেস্ট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়াও, এই বছরের শেষের দিকে গুয়াহাটি আইসিসি মহিলা ওডিআই বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচের আয়োজন করবে, যা এই শহরের জন্য আরেকটি গৌরবের মুহূর্ত হতে চলেছে। দেবজিৎ সাইকিয়া বলেন, ''এখনও পর্যন্ত গুয়াহাটিতে কোনও টেস্ট ম্যাচ বা বিশ্বকাপ ম্যাচ খেলা হয়নি। কিন্তু শনিবার বিসিসিআই-এর শীর্ষ পরিষদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, এই বছর গুয়াহাটি এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টের আয়োজন করবে।'' এই ঘোষণা উত্তর-পূর্ব ভারতের ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে উসাহের জোয়ার এনেছে। গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে নভেম্বরে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে। এটি হবে গুয়াহাটির প্রথম টেস্ট ম্যাচ, যা এই অঞ্চলে লাল বলের ক্রিকেটের প্রসারে একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এতদিন গুয়াহাটি শুধুমাত্র সীমিত ওভারের ম্যাচ এবং আইপিএল-এর মতো টুর্নামেন্টের জন্য পরিচিত ছিল। এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বিসিসিআই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে টেস্ট ক্রিকেট ছড়িয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি পুনরায় নিশ্চিত করেছে। টেস্ট ম্যাচ ছাড়াও, হুয়াহাটি

আইসিসি মহিলা ওডিআই বিশ্বকাপ ২০২৫-এর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভেন্যু হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। এই টুর্নামেন্টটি সম্ভবত সেপ্টেম্বর মাসে শুরু হবে এবং গুয়াহাটিতে পাঁচ থেকে ছয়টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সাইকিয়া জানিয়েছেন, ''মহিলা বিশ্বকাপ ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। চূড়ান্ত সূচি এখনও প্রকাশিত হয়নি, তবে গুয়াহাটি একটি ভেন্যু হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে।'' এটি উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রথমবারের মতো কোনও বিশ্বকাপ ম্যাচ আয়োজিত হবে, যা এই অঞ্চলের ক্রিকেট উন্নয়নের জন্য একটি মাইলফলক। গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া স্টেডিয়াম ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক ওডিআই এবং টি-টোয়েন্টি ম্যাচের আয়োজন করে খ্যাতি অর্জন করেছে। ২০১৮ সালে ভারত এখানে প্রথম ওডিআই ম্যাচে জয় পায় এবং বিরাট কোহলির মতো তারকারা এই মাঠে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন। গত কয়েক বছরে আইপিএল ম্যাচও এখানে অনুষ্ঠিত হয়েছে, যা গুয়াহাটিকে ক্রিকেট মানচিত্রে একটি পরিচিত নাম করে তুলেছে। তবে টেস্ট ক্রিকেট এবং বিশ্বকাপ ম্যাচের আয়োজন গুয়াহাটির ক্রিকেটীয় মর্যাদাকে আরও উচ্চতায় নিয়ে যাবে। দেবজিৎ সাইকিয়া এই সাফল্যের জন্য আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ এবং অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, ''তাঁদের সমর্থন ছাড়া গুয়াহাটি একটি পছন্দের ক্রিকেট ভেন্যু হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারত না।'' এই ঘোষণার পর থেকে ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে উৎসাহের কোনও কমতি নেই। সামাজিক মাধ্যমে অনেকে এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন যে, এটি উত্তর-পূর্বের তরুণ প্রতিভাদের জন্যও নতুন দরজা খুলে দেবে। গুয়াহাটিতে টেস্ট ম্যাচ ও বিশ্বকাপ ম্যাচের আয়োজন কেবল খেলাধুলার ইভেন্ট নয়, এটি অঞ্চলের ক্রীড়া সংস্কৃতির একটি উৎসব। ভারতীয় পুরুষ দল দক্ষিণ আফ্রিকার মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মাঠে নামবে, অন্যদিকে মহিলা দল বিশ্বকাপে নিজেদের প্রতিভা প্রমাণের সুযোগ পাবে। এই দুটি ইভেন্ট গৌহাটির ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা হতে চলেছে। গুয়াহাটির এই নতুন অধ্যায় শুধুমাত্র অসমের জন্য নয়, সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের জন্য গর্বের বিষয়। ক্রিকেটের মাধ্যমে এই অঞ্চল বিশ্ব মঞ্চে নিজের পরিচয় তুলে ধরতে প্রস্তুত।

রাখেনি মুম্বই, নতুন জার্সিতে বিধ্বংসী সেঞ্চুরি ঈশান কিষাণের

হায়দরাবাদ, ২৩ মার্চঃ বঞ্চনা, গঞ্জনা, সমালোচনা শুনতে শুনতে তাঁর ব্যাট আরও তীক্ষ্ণ হয়েছে। পরিস্থিতি বুঝে তিনি শট বাছাই করতে শিখেছেন। মুখে বলে নয়, ব্যাট হাতে তা প্রমাণ করাটাই পছন্দ করেছেন ঈশান কিষাণ। ঝাড়খণ্ডের উইকেটকিপার ব্যাটার যে আইপিএলে রানের ফুলঝুরি ফোটাতে তৈরি, তার রিহার্সাল দিয়েছিলেন মরসুম শুরুর আগে প্রস্তুতি ম্যাচে। একেবারে বিধ্বংসী মেজাজে নতুন জার্সিতে ধরা দিয়েছিলেন ঈশান। এ বার আইপিএলে প্রথম বার অরেঞ্জ জার্সিতে নেমে সেই ছন্দই ধরে

রাখলেন। ৪৫ বলে তিন অঙ্কের রানে পৌঁছে যান ঈশান। আর ২টো রান করলেই ইতিহাস গড়তে পারত অরেঞ্জ আর্মি। আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি দলগত রান রয়েছে হায়দরাবাদের (২৮৭ রান) ঝুলিতে। সেটা অল্পের জন্য হল না। গত মরসুমের আইপিএলে আরসিবির বিরুদ্ধে ৩ উইকেটে ২৮৭ রান করেছিল হায়দরাবাদ। আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি দলগত রানের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে ছিল অরেঞ্জ আর্মিই। সে বার মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ৩ উইকেটে ২৭৭ রান করেছিল সানরাইজার্স। তিন নম্বরে ছিল কেকেআর। গত মরসুমে দিল্লির বিরুদ্ধে কেকেআর ৭ উইকেটে ২৭২ রান করেছিল। এ বার টপ থ্রি থেকে বেরিয়ে গেল নাইটরা। কারণ, আজ ৬ উইকেটে ২৮৬ রান করেছে হায়দরাবাদ। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স এ বারের আইপিএলের নিলামের আগে রিটেন করেনি ঈশানকে। এ বার যেন নতুন দলে সুযোগ পেতেই দিলেন দুরন্ত জবাব। হায়দরাবাদের ইনিংসের ১৯তম ওভারে সন্দীপ শর্মাকে পরপর দুই ছক্কা হাঁকান ঈশান। এরপর ডাবল নিয়ে সেঞ্চুরি পূর্ণ করে ফেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাট উঁচু করে ধরে মাঠে দৌড়তে থাকেন ঈশান। গ্যালারিতে উচ্ছ্বাসে ভাসতে দেখা যায় সানরাইজার্স হায়দরাবাদের মালকিন কাব্যা মারানকে। আইপিএল কেরিয়ারে এটিই ঈশানের প্রথম সেঞ্চুরি।

স্নেহাশিস অন্ধকারে, কেকেআর বনাম লখনউ ম্যাচ নিয়ে বড় আপডেট দিলেন সৌরভ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ মার্চঃ দাদা স্নেহাশিস গাঙ্গুলি বর্তমানে সিএবি প্রেসিডেন্ট। নিয়ম অনুযায়ী, ইডেনে আগামি ৬ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হতে চলা কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম লখনউ সুপার জায়ান্টস ম্যাচ নিয়ে তাঁরই অবগত থাকার কথা। আপাতত তিনি অন্ধকারে। ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক-মিলল না কোনও জবাব। ভাই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সিএবি তথা বিসিসিআইয়ের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট। বোর্ডের কোনও পদেও এই মুহূর্তে নেই। অথচ তাৎপর্যপূর্ণভাবে নিয়মের বাইরে বেরিয়েই সৌরভ জানালেন, চর্চায় থাকা ম্যাচটি ইডেনে নির্ধারিত দিনে আয়োজিত হতে চলেছে। উল্লেখ্য, গত পরশু কলকাতা পুলিশ রামনবমীর দিনে আয়োজিত হতে চলা ম্যাচ নিয়ে এক্স হ্যান্ডলে জানায়, সম্প্রতি তাদের দর্শক সামলানোয় অপরাগতা নিয়ে যে পোস্টগুলি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে তা বিভ্রান্তিকর ও অসত্য। সাধারণ মানুষকে পরিষেবার বিষয়ে

তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সেই পোস্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেই সৌরভ মন্তব্য করেন, ''আগামী দিনে কী হয়, তার জন্য অপেক্ষা করুন আর দেখে যান। কলকাতা পুলিশের গতকালের পোস্টটা কি আপনারা দেখেছেন? আমার মনে হয় না ম্যাচ অন্যত্র সরবে বলে।'' তিনি জুড়ে দেন, ''আইপিএলে যদিও আমি দিল্লিকে সমর্থন করছি।'' প্রসঙ্গত, এই জলঘোলায় হাত মিলিয়েছে বিসিসিআইও। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, তাঁরা কলকাতা পুলিশের সঙ্গে ম্যাচের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। কীভাবে পুলিশ তাদের বাহিনীকে কাজে লাগাবে তা নিয়ে বিচার, পর্যালোচনা চালাচ্ছে বলেও বিসিসিআই সূত্রে খবর। গোটা বিতর্ক দানা বাঁধে সিএবি প্রেসিডেন্ট স্নেহাশিস গাঙ্গুলির একটি মন্তব্যে। ৬ এপ্রিলের ম্যাচ ইডেনে নাও হতে পারে কিংবা দিন অপরিবর্তিত রেখে ভেন্যু বদলে দেওয়া হবে আর এর কারণ, কলকাতা পুলিশের ওইদিন রামনবমীর শোভাযাত্রা সামলানোয় ব্যস্ত থাকা। জানিয়ে দেন তিনি। এরপর দফায় দফায় নিজের অবস্থান বদল করেন স্নেহাশিস। বিতর্ক বাড়ায় কলকাতা পুলিশের পোস্ট। যেখানে সাফ জানানো হয়, ৬৫ হাজার দর্শকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে তাদের কোনও অসুবিধে নেই।

‘হুইলচেয়ারে বসলেও সিএসকে আমায় টেনে আনবে’

অবসর-জল্পনাকে তুড়ি মেরে ওড়ালেন ধোনি

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ধোনি আবারও তার সমালোচকদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন। পাশাপাশি অবসরের সব গুঞ্জনকে উড়িয়ে দিয়েছেন। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক চেন্নাই সুপার কিংস-কে তার ফ্র্যাঞ্চাইজি বলে অভিহিত করেছেন। তিনি জানিয়েছেন যতদিন সম্ভব খেলবেন। সিএসকে বনাম মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স (এমআই) ম্যাচের আগে অফিসিয়াল সম্প্রচারক জিও হটস্টারের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ধোনি বলেছেন, ''আমি সিএসকে-র জন্য যতদিন ইচ্ছা খেলতে পারি। এটা আমার ফ্র্যাঞ্চাইজি। এমনকি আমি যদি হুইলচেয়ারে বসে থাকি, তবুও তারা আমাকে টেনে নিয়ে যাবে।'' এক বছরের বিরতির পর ধোনির মাঠে ফিরে আসা সিএসকে ভক্তদের জন্য একটি বড় উৎসব। গতবার তিনি আইপিএল ১৭ মরসুমে হলুদ জার্সিতে শেষবার মাঠে নেমেছিলেন। তিনি আর অধিনায়ক না হলেও, তার উপস্থিতি দলের মনোবলকে উচ্চে রাখে। উইকেটকিপিংয়ের পাশাপাশি তিনি বোলারদের কৌশল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তার অভিজ্ঞতা এবং খেলা বোঝার ক্ষমতা সিএসকে-র জন্য একটি বড় সম্পদ। আইপিএল ২০২৫ শনিবার কলকাতা নাইট রাইডার্স এবং রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর মধ্যে একটি উচ্চ-তীব্রতার ম্যাচ দিয়ে দারুণভাবে শুরু হয়েছে। তবে, পাঁচবারের আইপিএল বিজয়ী সিএসকে এবং মুম্বই

ইন্ডিয়ান্সের মধ্যে চিপকে অনুষ্ঠিতব্য ম্যাচটিই আইপিএল ভক্তদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। রোহিত শর্মা এবং এমএস ধোনি দীর্ঘদিন ধরে যথাক্রমে এমআই এবং সিএসকে-র নেতৃত্ব দিয়ে এসেছেন। কিন্তু এখন আইপিএল ক্রিকেটে নতুন যুগ শুরু হয়েছে। যেখানে তরুণরা নেতৃত্বের ভূমিকায় এসেছেন। এই দুই ফ্র্যাঞ্চাইজিও তার ব্যতিক্রম নয়। হার্দিক পান্ডিয়া এখন এমআই-এর ষষ্ঠ আইপিএল শিরোপা জয়ের অভিযানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আর রুতুরাজ গায়কোয়াড় সিএসকে-র মশাল বহন করছেন। রোহিত শর্মা, সূর্যকুমার যাদব, তিলক বর্মা, রবিচন্দ্রন অশ্বিন এবং রবীন্দ্র জাদেজার মতো ভক্তদের প্রিয় খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত দুই দলের এই লড়াইয়ের জন্য ভক্তরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন।

তিন ফরম্যাটে খেলেন না! তাই বিরাট-রোহিতকে সেরা গ্রেড দিতে চাইছে না বিসিসিআই-এর একাংশ!

মুম্বই, ২৩ মার্চঃ ভারতীয় ক্রিকেটের এই মূহূর্তের সবচেয়ে জনপ্রিয় দুই ক্রিকেটারের নাম বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মা। টিম ইন্ডিয়ার দুই তারকাই সম্প্রতি দেশকে ব্যাক টু ব্যাক তিনটি আইসিসি সিমিত ওভারের ইভেন্টের ফাইনালে তুলেছেন। এছাড়াও তাঁরা দলকে শেষ দুই আইসিসির ইভেন্টেই চ্যাম্পিয়ন করেছেন। ২০২৪ সালের টি২০ বিশ্বকাপের পর ২০২৫ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছে ভারতীয় দল। আর মার্চ মাসে আইপিএল শুরু হচ্ছে না মানেই স্বাভাবিকভাবেই ক্রিকেটারদের গ্রেডেশনের সময়ও এগিয়ে আসছে। গতবার বিসিসিআইয়ের গ্রেডেশন পে বা কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ পড়েছিলেন শ্রেয়স আইয়ার এবং ইষান কিশান। দুই ক্রিকেটার বোর্ডের নিয়মকে তোয়াক্কা না করে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলায় অনিচ্ছা প্রকাশ করায়, বোর্ডও তাঁদের শাস্তি দিয়েছিল। ইশান সেই চুক্তিতে এবছর হয়ত ফিরবেন না, তবে শ্রেয়স ফিরছেনই। তবে শ্রেয়স, ইশান বা অন্য কোনও নতুন ক্রিকেটার বোর্ডের এই কেন্দ্রীয় চুক্তিতে সুযোগ পেল কিনা সেই নিয়ে মাথা ব্যথা নেই খুব বেশি মানুষের। সবার নজরই এবছরে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা এবং রবীন্দ্র জাদেজার দিকে। বিসিসিআইয়ের কর্তারাও এই তিন ক্রিকেটারের গ্রেড নির্ধারণ করতে গিয়ে পড়েছেন মহা সমস্যায়। কারণ বিসিসিআইয়ের অন্দরেই তাঁদের গ্রেডেশন নিয়ে দ্বিমত তৈরি হয়েছে। আসলে ভারতীয় দলকে গতবার টি২০ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন করার পরই বিরাট কোহলি, রবীন্দ্র জাদেজা এবং রোহিত শর্মা একসঙ্গে তিনজনে ক্রিকেটের ক্ষুদ্র সংস্করণ থেকে অবসর নেন। ফলত তাঁরা এখন স্রেফ দুই ফরম্যাটেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলছে। এবার বিসিসিআইয়ের কর্তারাই দোটানায় পড়ে গেছেন রোহিত-বিরাটদের গ্রেড কত দেওয়া হবে। কারণ এতদিন তাঁরা ছিলেন এ প্লাস গ্রেডে, যেখানে এই তিন ক্রিকেটারের সঙ্গে ছিলেন জসপ্রীত বুমরাহও। তবে বুমরাহ বাদে বাকি তিন ক্রিকেটার যেহেতু সব ফরম্যাটে খেলছেন না, তাই তাঁদের সেরা গ্রেড পের মধ্যে রাখতে চাইছে না বিসিসিআইয়ের এক মহল। তাঁদের যুক্তি, এক্ষেত্রে বাকিদের কাছে খারাপ বার্তা যাবে।

বিশ্বকাপের টিকিট পেতে ব্রাজিলের বিপক্ষে যা করতে হবে আর্জেন্টিনাকে

বুয়েনস আইরেস, ২৩ মার্চঃ ২০২৬ বিশ্বকাপের এখনো এক বছরের বেশি সময় বাকি। তবে এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে আয়োজিত এই বিশ্বকাপের টিকিট কাটতে শুরু করেছে দেশগুলো। কদিন আগে সবার আগে বিশ্বকাপ নিশ্চিত করেছে এশিয়ান পরাশক্তি জাপান। এখন দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোর মধ্যে সবার আগে বিশ্বকাপের টিকিট কাটার সুযোগ আছে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার। গত নভেম্বরের আন্তর্জাতিক বিরতিতেই বিশ্বকাপের টিকিট কাটার মঞ্চ প্রস্তুত করে রেখেছিল আর্জেন্টিনা। অপেক্ষা ছিল কেবল শুধু আর দুটো ম্যাচের। সেই দুই ম্যাচের একটিতে গতকাল উরুগুয়ের বিপক্ষে জয় পেয়েছে আলবিসেলেস্তারা। এখন অপেক্ষা কেবল ব্রাজিলের বিপক্ষ ম্যাচের। সেই ম্যাচে ব্রাজিলের বিপক্ষ জয়ের প্রয়োজন নেই, ন্যূনতম একটি ড্র পেলেই যথেষ্ট। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে একটি পয়েন্ট পেলেই নিশ্চিত হবে আর্জেন্টিনার সরাসরি বিশ্বকাপ খেলা। তবে এত কিছু করা নাও লাগতে পারে আর্জেন্টিনার। একই দিন আর্জেন্টিনার আগেই উরুগুয়ের মুখোমুখি হবে বলিভিয়া। সেই ম্যাচে বলিভিয়া পয়েন্ট হারালে মাঠে নামার আগেই আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ নিশ্চিত হবে। তবে এই ম্যাচে বলিভিয়া জিতলে অপেক্ষা করতে হবে স্কালোনির দলকে। আগামী বিশ্বকাপে দল বেড়েছে, ৩২ দলের বদলে খেলবে ৪৮ দল। যেখানে দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চল থেকে সরাসরি ৬টি দল বিশ্বকাপ খেলবে এবং অন্য দলটিকে খেলতে হবে প্লে-অফ। বর্তমানে ৭ নম্বরে থাকা বলিভিয়ার পয়েন্ট ১৩ ম্যাচে ১৩। এখন বিশ্বকাপ বাছাইয়ে দলটির আর বাকি আছে পাঁচ ম্যাচ। অর্থাৎ এই পাঁচ ম্যাচের সবগুলো জিতলে বলিভিয়ার পয়েন্ট হবে ২৮। অন্যদিকে ১৩ ম্যাচে আর্জেন্টিনার পয়েন্ট ২৮। এ অবস্থায় ব্রাজিলের সঙ্গে ড্র করলে তাদের পয়েন্ট হবে ২৯। অর্থাৎ আর্জেন্টিনা এরপর সব ম্যাচ হেরে গেলেও বলিভিয়ার পক্ষে আর কোনোভাবেই আর্জেন্টিনাকে ছোঁয়া বা টপকে যাওয়া সম্ভব হবে না। এখন বলিভিয়া নিজেদের ম্যাচ জিতলে একটি ড্র-ই পারে আর্জেন্টিনার হাতে বিশ্বকাপ টিকিট তুলে দিতে। আর সেই টিকিট যদি চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিল ম্যাচে আসে তবে তো কথাই নেই।

ছিটকেই গেলেন পেসার, অলরাউন্ডার নিল ঋষভ পন্থের এলএসজি

লখনউ, ২৩ মার্চঃ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। লখনউ সুপার জায়ান্টস গত কয়েক দিন ধরেই ভাবনা চিন্তাও শুরু করে দিয়েছিল। অবশেষে সরকারি ঘোষণা হয়েই গেল। আইপিএলের মেগা অকশনে অবিক্রিত ছিলেন। গত কয়েক দিন ধরেই আলোচনা চলছিল, পরিবর্ত হিসেবে লখনউ সুপার জায়ান্টসে সুযোগ পেতে পারেন ভারতের অলরাউন্ডার শার্দূল ঠাকুর। এ দিন আইপিএলের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, লখনউ সুপার জায়ান্টসে বাঁ হাতি পেসার মহসিন খানের পরিবর্ত হিসেবে যোগ দিয়েছেন শার্দূল। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে গত কয়েক মরসুম ধরেই খেলছেন শার্দূল ঠাকুর। গত সংস্করণে খেলেছেন চেন্নাই সুপার কিংসে। এ বার আর তাঁকে রিটেন করেনি। শুধু তাই নয়, মেগা অকশনে কোনও টিমই আগ্রহ দেখায়নি শার্দূল ঠাকুরকে নিয়ে। অথচ মুম্বইয়ের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে একের পর দুর্দান্ত পারফরম্যান্স

উপহার দিয়েছেন। সেটা রঞ্জি ট্রফিই হোক আর সাদা বলের ফরম্যাট। বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ও করেছেন। তাঁর দল না পাওয়াটা অবাক করেছিল। গত কয়েক দিন ধরেই লখনউ সুপার জায়ান্টসের প্র্যাক্টিসে দেখা গিয়েছে শার্দূলকে। শুধু তাই নয়, ঋষভ পন্থদের সঙ্গে রঙের উৎসবেও মেতেছিলেন। তখন থেকেই জোর জল্পনা ছিল, শার্দূল কি লখনউতে যোগ দিচ্ছেন? এ মরসুমে লখনউয়ের প্রথম ম্যাচ কাল দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে। দিল্লি তাদের হোম ম্যাচ খেলবে বিশাখাপত্তনমেও। টিমের সঙ্গে বিশাখাপত্তনম গিয়েছেন শার্দূলও। লখনউয়ের একাধিক পেসারের চোট। মহসিন খান যেমন ছিটকেই গেলেন। তেমনই আবেশ খান, এক্সপ্রেস গতির পেসার মায়াঙ্ক যাদবেরও চোট রয়েছে। তাদের ঠিক কবে থেকে পাওয়া যাবে, নিশ্চিত নয়। শার্দূলকে সই করিয়ে শক্তি বাড়াল লখনউ সুপার জায়ান্টস।

ডেভেলপমেন্ট লিগের জাতীয় পর্বের শুরুতে জোর ধাক্কা লাল-হলুদের

মুম্বই, ২৩ মার্চঃ রিলায়েন্স ডেভেলপমেন্ট লিগের জাতীয় স্তরে প্রথমেই হোঁচট খেল ইমামি ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাব। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী এদিন সকাল আটটায় নভি মুম্বাইয়ের রিলায়েন্স কর্পোরেট পার্কে প্রথম ম্যাচ ছিল লাল-হলুদ শিবিরের। যেখানে তাঁদের প্রতিপক্ষ হিসেবে ছিল শক্তিশালী জামশেদপুর এফসি। পূর্ণ সময়ের শেষে ৩-০ গোলের ব্যবধানে শিল্প নগরীর এই ফুটবল দলের কাছে পরাজিত হতে হয় বিনো জর্জের ছেলেদের। নিঃসন্দেহে যা বিরাট বড় ধাক্কা সকলের কাছে। এদিন জামশেদপুর এফসির হয়ে গোল করে যান যথাক্রমে রেমসন সিং, মোইরাংথিম মার্জিত সিং এবং লমসাংজুয়ালা। শুরুতেই এমন ধাক্কা কিছুটা হলেও ব্যাকফুটে ঠেলে দেবে মশাল শিবিরকে। তবে ম্যাচের শুরুটা খুব একটা ভালো ছিল না জামশেদপুর এফসির জন্য। প্রথম থেকেই গোল তুলে নেওয়ার জন্য সচেষ্ট ছিল গুরনাজ সিংরা। কিন্তু গোলের মুখ খোলা সম্ভব হয়নি। যারফলে অমীমাংসিত ফলাফলের মধ্যে দিয়েই শেষ হয় ম্যাচের প্রথমার্ধ। তবে দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই বেশ কিছুটা আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে প্রতিপক্ষ ফুটবল দল। ম্যাচের পঞ্চম কোয়ার্টারের শুরুতেই রেমসনের গোলে এগিয়ে যায় জামশেদপুর। তারপর থেকেই যথেষ্ট রক্ষণাত্মক

ভঙ্গিতে খেলতে শুরু করে ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু পরবর্তীতে ব্যবধান বাড়াতে খুব একটা সমস্যা হয়নি জামশেদপুরের। ম্যাচের ৮০ এবং ৮৭ মিনিটের মাথায় আর ও দুইটি গোল তুলে নেয় প্রতিপক্ষ ফুটবল দল। তারপর আর ম্যাচে ফেরা সহজ ছিল না লাল-হলুদের জন্য। শেষ পর্যন্ত তিনটি গোলের ব্যবধানেই পরাজিত হতে হয় এই ফুটবল ম্যাচ। সেই নিয়ে যথেষ্ট হতাশ সকলে। বলবাহুল্য, গতবারের মতো এবারও দুরন্ত পারফরম্যান্সের মধ্য দিয়ে ডেভেলপমেন্ট লিগ শুরু করেছে ইমামি ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাব। শুরুটা খুব একটা আহামরি না হলেও সময়ের সাথে সাথেই নিজেদের পুরনো ছন্দে ফিরতে শুরু করে বিনো জর্জের ছেলেরা। যারফলে অনায়াসেই পরের রাউন্ডে স্থান করে নেয় মশাল ব্রিগেড। গত দুই বছরের মতো এই মরসুমে ও ডেভেলপমেন্ট লিগের ইন্টারজোনাল রাউন্ড চ্যাম্পিয়ন হয়ে জাতীয় পর্বে স্থান করে নিয়েছিল শ্যামল বেসরা থেকে শুরু করে কুশ ছেত্রীরা। তারপর জোনাল রাউন্ডের শেষে ৮ ম্যাচে তাঁদের ঝুলিতে ছিল ১৯ পয়েন্ট। যার মধ্যে ছয়টি জয়ের পাশাপাশি একটি ড্র এবং একটি ম্যাচে পরাজিত হতে হয়েছিল মশাল ব্রিগেডকে। কিন্তু জয়ের মধ্য দিয়ে জাতীয় পর্বের লড়াই শুরু করার পরিকল্পনা থাকলেও সেটা কার্যকরী হল কোথায়। আগামী ২৬ শে মার্চ কলকাতার আরেক ফুটবল ক্লাব ডায়মন্ড হারবার এফসির বিপক্ষে খেলতে নামবে ইস্টবেঙ্গল। তারপর ২৯ শে মার্চ তাঁদের লড়াই এফসি গোয়ার সঙ্গে। এখন এই দুইটি ম্যাচে জয় ছাড়া কিছুই ভাবছেন না লাল-হলুদ কোচ।

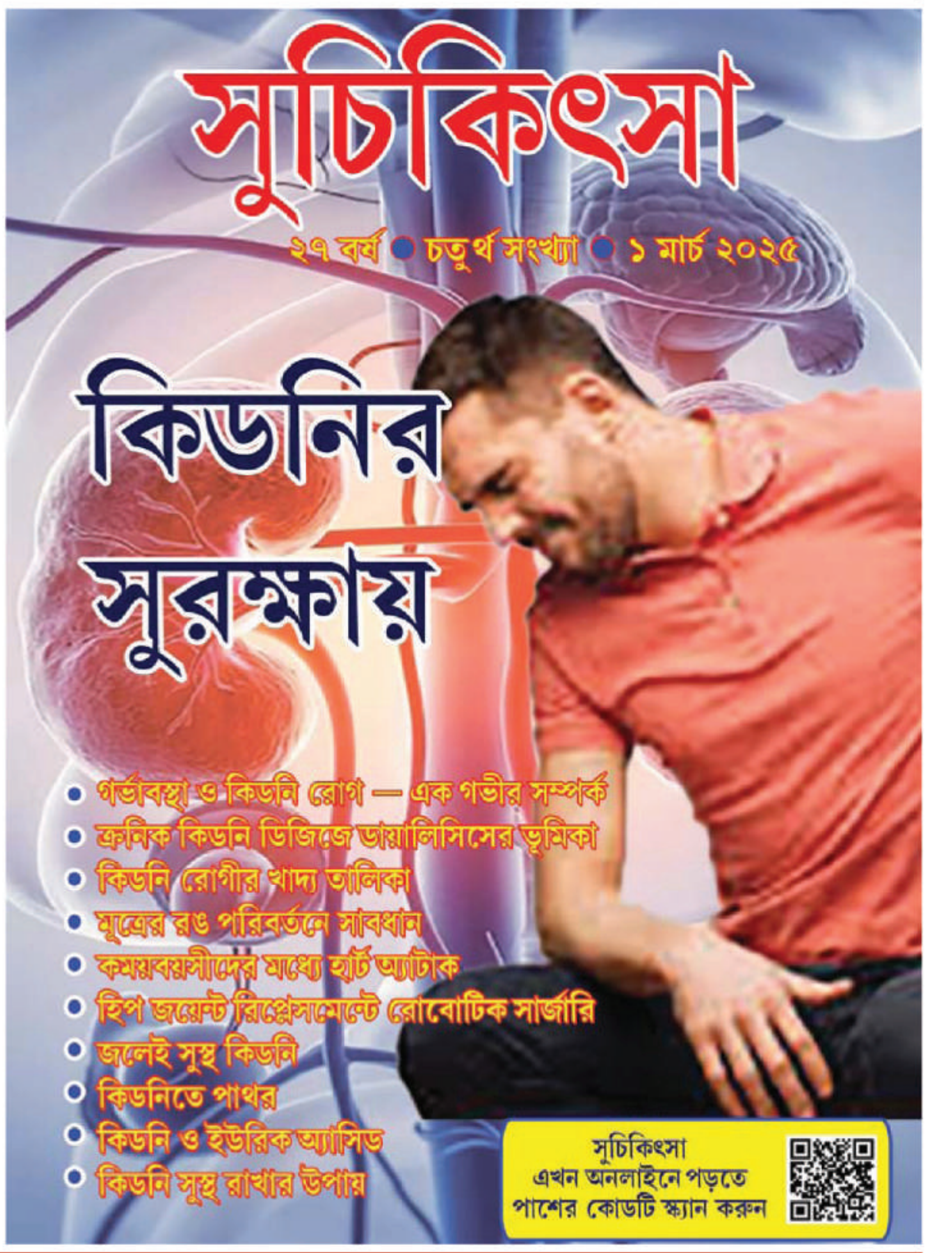

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com